বিজ্ঞাপন।

সৈরিন্ধ্রী নাটকের প্রথম খণ্ডে যে যে মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য, পুরস্কার বা অধিক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ দ্বারা উৎসাহ, দান করিয়াছেন; তাঁহাদিগের শ্রীযুক্ত নাম সকল এই খণ্ডের শেষে কৃতজ্ঞপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ডে যে যে মহোদয়গণ সাহায্য, বা উৎসাহ দানে বাধ্য করিবেন তাহাদিগের নাম পরে প্রকাশ করিব।

শ্রীদ্বারকানাথ সরকার।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণের নাম।

কঙ্ক—যুধিষ্ঠির বল্লভ—ভীম বৃহন্নলা—অর্জুন	পাণ্ডুরাজ পুত্র।
বিরাট	বিরাটরাজ্যাধিপতি।
কীচক	বিরাটের শ্যালক।
কীচকানুজ	কীচকের কনিষ্ঠ সহোদরগণ।

বিরাটরাজসভার সভ্য এবং সচীবগণ প্রভৃতি।

সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী	পঞ্চপাণ্ডবের গৃহিণী।
সুদেষ্ণা	বিরাটরাণী।
উত্তরা	বিরাটরাজকুমারী।
তিনজন রাজমহিলা	বিরাটান্তঃপুরবাসিনী।
নিপুণীকাদি সখীগণ	উত্তরার সখীগণ।
পরিচারিকা	সুদেষ্ণার দাসী।
বৃদ্ধাদূতী	কীচক প্রেরিত দূতী।
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচারক	কীচকের পরিচারক।
ছায়ারূপীদৈত্য	দ্রৌপদীকে কীচক হইতে— রক্ষা কারণ সূর্য্য প্রেরিত অলক্ষ্যচর।

দ্বারপাল যন্ত্রীগণ ইত্যাদী।

সৈরিন্ধ্রী নাটক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথমাঙ্ক।

বিরাট নগর।

মদনপুর কীচকের প্রমোদগৃহ।

কীচক নিদ্রা হইতে শশব্যস্তে

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গণ্ডে কর স্থাপন করিয়া উপবেশন।

ক। (কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগতঃ) উঃ কি এ! আমি, আমি নরকে না মর্ত্তে! আঁা আমি কোথায়! ক্ষুদ্রহৃদয় জনের কপোল কল্পিত নরকের গল্পটা সত্য না কি? কি এ! আমি কি বস্তুতই যমদূতের আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য কর্‌ছি! (ক্রন্দন) আমি কি সত্যই একটা অনন্তকূপের মধ্যে ক্রমাগত পতিত হচ্চি আর আর চতুর্দ্দিকে বিকটাকার রাক্ষসেরা কখন অঙ্কুশের আঘাতে আমার হৃদয়কে ব্যথিত কর্‌ছে; কখনো কতকগুলা রক্তমাংস-লোলুপ কদাকার পক্ষী আমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে আহার করছে! সত্যই কি আমি এই অবস্থায় রয়েছি! (চতুর্দ্দিকে অবলোকন) কৈ কিছুই ত দেখিতে পাই না? চতুর্দ্দিকই গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন! কি! হাঁ! কি এ! ওঃ! কি ভয়ানক যন্ত্রণা! অন্যায় যুদ্ধকারী শত্রুর বিষযুক্ত শেলেতেও ত এত যাতনা দিতে পারে না! ওঃ তাই

বাস্তবিকই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, না কি? উঃ হুঃ হুঃ! ভয়ানক অঙ্কুশের তাড়নাতে, যেন, একটা লৌহনির্ম্মিত, জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশী নারী মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করতে হচ্ছে, কে যেন একটা তপ্ত লৌহখণ্ড দিয়ে আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম সকল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে! ওঃ! যাতনা যে আর সহ্য হয় না। কি! ও হো, হো, হো! (শয্যোপরি করতালে, স্পর্শ বোধে) এ কি! এত আমার শয্যা দেখ্‌ছি! তবে কি!! (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) এ কি এ! এত আমার প্রমোদ গৃহ না? এই যে, সম্মুখেই আমার রাস-লীলার সেই প্রেমরসোল্লাসী প্রতিমূর্ত্তি!—আমিই কি আমি? না! নাই বা কেন? আমিই ত কীচক, শ্রীমান্ কীচকচন্দ্রই বটে? তবে আমার প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিমূর্ত্তি সহিতই আমাকে কূপের মধ্যে ফেলছিল না কি? না, তবে এটা কি? (উঠিয়া) এই ত আমায় প্রদত্ত নামধারী মদন পুর মধ্যে আমার সেই প্রমোদ গৃহই বটে তাই ত!। এ! নিদ্রাবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম না কি! (পরিক্রমণ) হো, হো! কোথায় নরক, কোথায় রক্তমাংস পিশাচী দানবী, কোথায়ই বা অঙ্কুশ (ভূমেপদাঘাত করু) ছো! কীচকের এরূপ অবস্থা, স্বপ্নে কল্পিত হওয়াও তাঁর পক্ষে অপমান!—হস্তী পঙ্ক মধ্যে নিপতিত হলে ভেকেও পদাঘাত করে! স্বপ্নে, স্বপ্নে নয় ত কি? বোধ হল, যেন কতকগুলা ক্রিমিতে আমার হৃদয় রক্ত শোষণ করচে! হুঁ! এত মনের ভয়ানক বিপর্য্যয় অবস্থা এরূপ হওয়া ত নিতান্ত গর্হিত—(স্মরণকরু) গত রাত্রে প্রমদাসঙ্গ হীন হয়ে শুয়েছিলাম, বটে, ? ওহো, তজ্জন্যই এরূপ বিকার ঘটেছে! আ! সৈরিন্ধ্রীলাভ—বটেই ত! কি মিছে কালক্ষেপ করছি আজ যে আমার সৈরিন্ধ্রীমণি, হৃদয়মণি, কীচক-মানস-সরসী কমলিনী আস্‌বার কথা রয়েছে, কি মিছা সময় নষ্ট করছি? নিশা অবসান হয়েছে বোধ হচ্চে, দেখি, (দেখিয়া) আ,

শূকরচন্দ্র আমার শত্রু কি না, কীচকচন্দ্র ওর রূপের গর্ব্ব চূর্ণ করেছেন কি না? হুঁ, ও আবার ভদ্র লোক হবে?

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

তরুণ অরুণ দেহ, আহা, কিরণ বসনে;
ঢাকিয়া স্বজনী দেখ, আসি, উদিলা গগণে।
দেখ দিনকর করে, কমলিনী শোভাকরে
মুনির মানস হরে; নিজ বদন কিরণে।
নলিনী রবি মিলন, দেখি সুখে দ্বিজগণ,
গায়িছে প্রণয় গান; শুন সুমধুর তানে।
প্রভাত প্রকৃতি দোঁহে, রয়েচে বাসর গেহে,
নায়ক মানস মোহে; নিজ চঞ্চল নয়নে।
বিকচ কুসুম দল, হাঁসি রঙ্গে ঢল ঢল,
খুলি বদন কমল; শোভে; সৌরভ বসনে॥

কীচ। এ সঙ্গীতটা বুড় বিরাটের বাটী হতে হল। হুঁ, বুড়, রসে উচ্ছ্বসিত! কৈ আমার মদনপুরের প্রমোদ গৃহবাসী গায়কেরা এখনও আরম্ভ করে নাই যে?

নেপথ্যে পুনর্ব্বার সঙ্গীত।

উঠ উঠ সেনাপতি, যত বীরেরপ্রধান।
দেখুন প্রভাত শোভা ত্বরা তাজিয়া শয়ান॥
তব হৃদি সিংহাসনে, যারা প্রেম আলাপনে,
মাতিয়া রম রমনে; ছিল সুখেতে শয়ান।
আজি সেই বালাগণ, গগণে দেখে তপন,
হইয়াছে ক্ষুণ্ণ মন; ভাবি বিরহ বেদন॥

হলে নিশি আগমন, হইব পুন মিলন
বলি প্রবোধ বচন; তোষসকলের মন।

কীচ। আ হা! হা! তানয় ত কি, আ, হা, হা!!!—
প্রেমরসে মজিয়াছে যেই,
———বুঝিয়াছে সেই;—

আহা! রতিশাস্ত্র যে না আলাচনা করে, তার জন্মটাই বৃথা, সে মনুষ্য নয় পশু, পশু! (উঠিয়া) যাহগ্, আজ উত্তম করে প্রমোদ গৃহটীকে সুসজ্জ কর্তে হবে; আপিনি প্রেমলাভ আশয়ে আগত রমনীকে সন্তুষ্ট কর্বার উপযুক্ত শ্রী কর্তে হবে এখন পরিচারকদের সুশিক্ষিত করা যাগ। ওরে!!!

একজন পরিচারকের প্রবেশ।

পরি। আজ্ঞা।

কীচ। দেখ্, তোকে যে আমি এতদিন পালন কর্লাম, তার কৃতজ্ঞতা আজ দেখাতে হবে।

পরি। স্বগতঃ। সর্ব্বনাশ করেছে! কোন কুলকামিনীর মাথা খেতে বল্বেন, বুঝি? তা আমি প্রাণ থাক্তেও পার্ব না।

কীচ। উত্তর দিস্ না যে?

পরি। আজ্ঞে, আমাকে ঐটী বল্বেন না। আমি সকল করতে পারি আর আপনার কাছে থেকে না কর্চিই কি? আহা! আমাকেই এর পর ভুগ্তে হবে। পাপের ভোগ্টা গরিবের ঘাড়েই বেসি।

কীচ। আরে বেটা, আমি কি বলছি, ও কি বুঝছে?

পরি। যাহগ্ মশাই, আমাকে মাপ করুণ, আমা হতে হবে না।

কীচ। গর্দ্দভ! যতবড়মুখ ততবড় কথা। ‘মশায়’ আমি শূকর, তোমার মশায়। সামান্য ভদ্রলোকের মত তুই আমায় মশায় বল্লি। (চপেটাঘাত) যাও হারামজাদ! দূর হয়ে যাও; বেরও আমার সম্মুখ হতে।

পরি। আপনার কর্ম্ম করে স্বর্গপদ পাওয়ার চেয়ে, ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল।

কীচ। কি? জান না? আমার সাক্ষাতেই এত বড় সাহস! (চপেটাঘাত) ভাল বাসি বলে! কুক্কুর আদর পেলেই মাথায় উঠে, বটে? বের্ ও! দূর হ! (চপেটাঘাৎ করিতে২ বহিষ্কৃত করিয়া; আত্মগতঃ) এখনও আমায় লোক মহারাজাধিরাজ বলে সম্বোধন করে না? কি আশ্চর্য্য! আর লোকেরই বা দোষ কি? এত আমারই অনবধানতা! রস, যদি সৈরিন্ধ্রী রত্ন লাভ হয়, যদি আজ সেই সুনীল পদ্মটীকে হৃদয়ে ধর্ তেপাই; তবে আজই বিরাটকে পদচ্যুত করে অমনি সৈরিন্ধ্রূপ রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সিংহাসন বস্ ব; আজ্ লোকে বুঝবে, যে আমি 'মহাশয়' কি মহারাজাধিরাজ থাক্, এখুন ও কথা মনেই থাক্, আপাততঃ অন্য কোন উপযুক্ত পরিচারককে আহ্বান করে প্রমোদ গৃহ কি রূপে সুসজ্জীত করতে হবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রতিমূর্ত্তি গুলি যেখানে যেভাবে রাখা আবশ্যক; পার্শ্বের গৃহমধ্যে কৃত্রিম জলকেলির যন্ত্রটী যেরূপ অবস্থায় রাখতে হবে;—প্রথম মিলনে প্রেমরসের উৎফুল্লা তরুণীত আমায় ছাড়বেন না—আজ অষ্টম প্রহরই প্রায়, অষ্টম প্রহর কেন? আজ্ হতে চির কাল, যত কাল জীবিত থাকব, নিয়ত, প্রতিমুহূর্ত্ত, অমৃতময় প্রেমরসে নিমগ্ন করে রাখ্ বেন। বারবিলাসিনী,—যাঁদিগে ইচ্ছা অনেচ্ছা উভয় অবস্থাতেই প্রেমরসে মগ্ন থাকতে হয়,— তাঁরাই আমাকে এক মুহূর্ত্ত অবকাশ দেন না; তায় আবার বিরহিনী সৈরিন্ধ্রী, অবকাশ দিবে? হা! হা! হা! যাহগ, এখন বৃথা সময় নস্ট করার আবশ্যক নাই। দেখি, আর কে ওখানে আছে- আর কে ওখানে আছিস রে?

(দ্বিঃ এক জন পরিঃ প্রবেশঃ)

দ্বঃ পঃ। আজ্ঞে।

কীচ। দেখ্ আমি যে রকম বল্ ব অবিকল করতে পার্ব্বিত?

পঃ। পারবনা কেন! হুজুর যা বলবেন তাই করিতে পারব।

কীচ। (হাস্যমুখে) যেমন রাজা তদধিক সঙ্গী, সামন্ত; হা, হা, হা, তা না হলে কি মিলে? আচ্ছা। তুই যে আমায় হুজুর বল্লি, তা হুজুর অর্থ জানিস্।

পঃ। আজ্ঞে জানবনা কেন? হুজুর কিনা জোর জোর।

কীচ। হা হা হা, তা নয়, রে বেটা, তা নয়। হুজুর মহারাজকে বলে।

দ্বিঃ পঃ। আজ্ঞে হাঁ। মহারাজকে বলে বৈকি।

কীচ। আচ্ছা দেখ, এক বিশিষ্ট কুলের স্ত্রী আমায় সেবা কর্তে আস্‌বেন। বুঝেছিস্

পঃ। আজ্ঞা বুঝেছি—কিন্তু বিশিষ্টকুলের স্ত্রীর মধ্যে বাকি আর কে আছে. তবে, রাণীই যদি—

কীচ। হা হা হা! তুই বেটা বড় চতুর। যাগ্. বেলা কত হয়েছে বল্ দেখি?

পঃ। আজ্ঞে বেলা এক প্রহর পের্‌য়ে গেছে।

কীচ। বটে? আমি মনে করি এইমাত্র প্রাতঃকাল হল। এঃ তাইতঃ প্রভাতিক সঙ্গীত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, নয়?

পঃ। আজ্ঞে হাঁ, তার পরে আপনি গাত্রোত্থান করে এক জনের কটী----

কীচ। আঃ সে বেটা বড় পাজিরে সে বেটা বড় পাজি। গর্দ্দভ—আমি এক বলি সে এক বুঝে। তা যাহগ্ দেখ, আপাততঃ এ গুলি কর্ গে যা। আমার এই মদনপুরের চতুর্দ্দিক রাস্তা বেস করে পরিস্কার রাখতে বল্‌গে যা। বিরাটের বাটী থেকে আমার প্রমোদগৃহ পর্য্যন্ত অধিক মূল্যের পথসজ্জা বিস্তার করে রাখিস্। বরাবর রাস্তার দুধারে জলপূর্ণ স্বর্ণকলস থাক্‌বে। আর কোষাধ্যক্ষকে বলে রাখিস. আজ যে কেহ প্রার্থী হয়ে আমার বাটীতে আস্‌বে তাকে যেন আশার অতীত দান দেওয়া হয়। (গবাক্ষ মুখে দেখিয়া)

ইস তাইত, বেলা অনেক হয়েছে। তা এখন চ আমি স্নান কর্‌বার সময় আর যা যা করতে হবে সব বল্‌ব।

পঃ। স্বগতঃ। ইস্‌ দাতাকর্ণ যে না মর্‌তে মর্‌তেই অবতার দেখ্‌তে পাই। আজ এত ফুর্ত্তির কারণ কি? সত্যিই বা রাণী—তা এ বেটার অসাধ্য, নেই।

কীচ। চ, আমি যাচছি।

পঃ। যে আজ্ঞে প্রস্থান।

কীচ। (দর্পণ সম্মুখে) আহা! হঁ, প্রমদা কুলেরই দোষ কি? এমন অলৌকিক রূপ সম্পন্ন পুরুষকে দেখে কার এমন পাষাণ অন্তর আছে যে বিগলিত হয়? কিন্তু সৈরিন্ধ্রী বোধ হচ্ছে, যদিও আমার রূপে মোহিত হয়েছেন, সন্দেহ নাই, নিতান্ত সহজে বশ হবেন না। সে দিন তাঁর যে রূপ ভাব দেখা গেল তাতে বোধ হয়, ওরই মধ্যে, একটু কষ্ট করতেও হবে। তা হগ্‌, তাতে আরও প্রেমটী গাঢ়তরই হয়ে থাকে। (পুঃ দর্পণে দেখিয়া) এখন, কিছু তুন্দিল হবে দোষ হয়েছে (উদরে হস্তক্ষেপ) তা হগ্‌, ত্রুটী না হলেও আবার একালে কেউ 'বড় লোক' বলে না। (শশ্রু-তে হস্তক্ষেপ) আহা! কি সুন্দর বদনশ্রী! মরি মরি দক্ষিণ দিগের গণ্ডদেশটা কিছু শুষ্ক হয়েছে—তা হবেই না বা কেন? আদিরসপূর্ণ কীচকের সুন্দর শরীরে রস ত থাক্‌-বার যো নাই। হা, হা, হা. (পশ্চাৎ দেখিয়া) যাই এখন, বেলাও অনেক হয়েছে। প্রেমলাভ আশয়ে আগতা, সুরসিকা সৈরিন্ধ্রীর মন মোহন করবার উপযুক্ত রূপে সুসজ্জীভূত হওয়া যাগগে। প্রথম মিলন? হা হা হা (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে প্রায় সময় হয়ে এল, যাই পূর্ব্ব কার্যগুল শেষ করা যাগ্‌গে?

(প্রস্থান)

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিরাট অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর গৃহ।

(দ্রৌপদী সুধাপাত্র হস্তে প্রবেশ)

দ্রৌপ। আত্মগতঃ।

অনুরোধে কেন আজ বিরাটভাবিনী,
সদা পতীহিতচিন্তারত আহরিতে,
সুধা কীচক নিকট হতে? শুনি দুষ্ট,
বিঘ্নকারী সেই সতীত্ব পথের নিত্য,
মহাপাপী অসত আচারে সদা সুখী,
কি সাহসে রাণী পাঠাতেছে মোরে
নিকেতনে তার, একাকিনী অসহায়া
অবলা, আমি কি সাহসে বা পারি যেতে
নিলয়েতে তার? নিরপরাধিনী বলে
কুরঙ্গিনী কভু পায় পরিত্রাণ, পড়ে
যদি শার্দ্দূলের গ্রাসে? আর, সেইদিন
আলাপনে তার বুঝিলাম অভিসন্ধি
বড়ই নিষ্ঠুর। কে জানে দুরাত্মা যদি
পাতি থাকে প্রতারণা জাল, পরামর্শী
ভগিনীর-সনে অসমাহিতা হরিণী
পায় যবে ব্যাধ, বধে সে তারে যেমতি
বিনা দয়া ধর্ম্ম, পাপীর অসাধ্য কিবা;—
সম্পূরণে পাপ ইচ্ছা তার—কে বাধিবে?
অনাথিনী, মোরে উদ্ধারিতে কে বাধিবে
অস্ত্র তবে? যদি ফিরে গিয়ে বলি, ক্ষম
গো বিরাটপ্রাণ, আহরিতে সুধা আমি

হলাম অক্ষম ; হাসিবে মহিলা সবে—
'কই গো, সৈরিন্ধ্রি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর তব
পতিগণ কোথায় এখন, তবে বুঝি
ভুতের ভয় দেখাও আমাদের ?—বলি,
দিবে টিটুকারী। কিম্বা, কীচক জীবিকা,
বিরতা দেখিয়ে মোরে আদেশ পালনে,
ত্যজে ভ্রাতরনুরোধে ; নিরাশ্রয়া প্রতি
অত্যাচার ঘটিতে ত পারে বহুরূপ ?
মুকতি কি রূপে তবে রাক্ষসের ক্রূর
গ্রাসে ? হায় ! কে রক্ষিবে কমলিনী মত্ত
করীকরে ?—লইবশরণ কারইবা
এখন, সুরক্ষিবে কে অনাথিনী ? হায় !
কাঁদিতে কি সহায়, উপায় হীন হল
মোরে আজ্—মহানন্দে গায় যাঁর গুণ
একতান মনে, দেব দৈত্য, কাঁদিল কি,
বিধবার ন্যায়, হৃদয় ভাগিনী তাঁর—
অনাথিনী, আশ্রয় বিহীনা, নিঃসহায়া ?

(এক জন বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃঃ। কই গো, সৈরিন্ধ্রী কোথা গো (দেখিয়া) আহা ! তুমিই সৈরিন্ধ্রী ! আহা ! ধন্য রূপ ! আহা ! বাছা, যেন আমার লক্ষ্মী দাঁড়য়ে আছেন। আহা, তুমিই সৈরিন্ধ্রী, মা, তুমিই সেই ভাগ্যিমানী।

দ্রৌপ। কেন মা, আমিই সেই দুঃখিনী সৈরিন্ধ্রী বটে।

বৃঃ। বালাই, দুঃখিনী ! আজও তুমি দুঃখিনী, যেপুরুষের মন মজ্‌য়েছ, মা, সেকি সামান্য পুরুষ ! তোমার ভাগ্যির কি আজ সীমা আছে ? আজ্ তুমিই বা কে, আর সুদেষ্ণাই বা কে ? দেখ বাছা, কাকেও প্রকাশ করনা, একটা কথা বলি (কর্ণের নিকট)

সুদেষ্ণাত নামে রাণী, কীচক মহারাজ বলেছেন, আজই তোমাকে
——বুঝেছ বাছা—মহারাণী—

দ্রৌপ। স্বগতঃ। তবে আমি যা সন্দেহ করেছি, সত্যইত তাই ঘটেছে, এর কথায়ত নিশ্চতই তা প্রমাণ হচ্ছে। তবেত আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি! অহো! সুদেষ্ণার মনে এই ছিল? যাহগ্,এর কাছে কিন্তু আন্তরিক ভাব গোপন করাই উচিৎ। (প্রকাশে।) দেখ, মা, ও কথাগুল আমার নিকট বল্‌বার আবশ্যক নাই।

বৃঃ। আহা, যেমন রূপ, তেমনি গুন; মরি, মরি। আমাদের কীচক চন্দর সাধ করে কি মজেছেন? প্রাতঃকাল থেকে উঠে, বাছার মুখে আর কোন কথা নেই, কেবল বল্‌ছেন 'কতক্ষণ নীল পক্ষিটী' মা, কি বল্লে, বাছা, আমি ভাল করে বল্‌তে পারিনে বুকে আস্‌বে?———

দ্রৌপ। স্বগতঃ। হা কৃষ্ণ! এসব কথাও আমাকে কর্ণে শুন্‌তে হল? হে পাণ্ডুতনয়গণ! তোমরা যদি আজ্ স্বচক্ষে আমার এই দশা দেখ্‌তে!— (উপবেশন)

বৃঃ। আহা, বাছা, আমার কীচকচন্দরের নাম শুনেই, বিকল হয়েছেন। তা হয়, হয়, আমাদেরও এক্‌কালে অমনি হত, বাছা! -

দ্রৌপ। হেঁ মা, আমি যদি এখন না যাই।

বৃঃ। হুঁ! বাছা,——

এখন যারে পায়ে ঠেল যৌবনের ভরে:
দুদিন বাদে সাধ্‌তে হবে, তারি পায়ে ধরে।

তাই ঘট্‌বে শেষে; এমন কর্ম্ম, করনি, করনি; বাবা, আমার এমন অভিমানী নয়, তা হলে এর পর আবার—

দ্রৌপ। মা, আমার কথা গুলি অগ্রে শুন?

বৃঃ। ওকথা হবেনা বাছা, আহা, বাবা আমার ঘরে ছটফটাচ্ছে; এক একবার সূর্য্যপানে দেখ্‌ছে আর অস্থির হচ্ছে। বাবাকে আমার

যেন অমনি, এক্ শ বিছে কামড়াচ্চেছ। তোমার দেরি হচ্ছে বলে, আরও আমাকে দৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন; বল্লেন, দেখে এস পাছে তুমি না যাও বলে বাছার আমার কত ভয়? আর তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই বাবার আমার কত যত্ন? সকাল থেকে আপ্‌নি বেছে ২ বাবা আমার ভাল ২ গহনা, হীরে, জহরৎ—তার এক এক খানার দামে আর এই রাজ্যীটার দামে সমান, এমন সব, তাও কি দুখানা চারি খানা, বিশজন দাসী বয়ে আনতে পারে না, এত সব—বার করে রেখেছেন। আমায় বল্লেন, তুমি সম্বাদ জান গে, আমি দাসী দিয়ে এই সব আমার পরাণ সৈরিন্ধীর জন্যে এখনই পাঠ্যে দিচ্ছি। স্বধুই কি গহনা? কত কাপড়, কত চোপড়? আহা,——

দ্রৌপ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হঁা মা, আমায় কি নিশ্চন্তই যেতে হবে?

বৃঃ। আহা! পরথম মিলন, বাছার আমার কত রকম ভয়ই হচ্ছে? তা, কিছু ভয়নেই, বাছা, কিছু ভয় নেই। আমি বল্‌ছি। আর অমন দেখতে শুনতে, সোনার পুতুল, নবীন নাগর, কোথায় পাবে বল দেখি? তোমার ভাগ্যী।

দ্রৌপ। মা, তুমি বৃদ্ধা, তোমাকে আর কি বলব, ও কথাগুল আমার কাছে আর বল না, তুমি চল, আমি যাচ্ছি।

বৃ। আচ্ছা, আচ্ছা. তা যাবে বৈ কি, অমন নাগরের কাছে যাবে না ত, আর, যাবে কার কাছে। আহা, বাবাকে এত সব ভাল ভাল মেয়ে মানুষে সাধে. তাকারও উপর যদি বাবার, আমার, মন পড়ে। এইত এত দিন পরে, বাছা, তোমার উপর একটুকু মন পড়েছে। তা যদি মন যুগিয়ে থাকতে পার, তবে তোমায় পায় কে? বাছা! তবে আমি আসি, (গমনোদ্যত হইয়া) একটা কথা শিখিয়ে যাই;—

আঁচলে পেয়ে রতন ফেলো নাকো দূরে।
আপ্‌শোষেতে মরতে হবে কিছু দিন পরে।

সেটা যেন না হয়, বাছা! দেখ।

দ্রৌপ। (স্বগতঃ) সিংহীর, শৃগালী হস্তে অবমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়। এ আর সহ্য হয় না। (প্রকাশে) দেখ, মা, তুমি এখান থেকে যাও।

সু। (স্বগতঃ) হুঁ! গহনা পাবেন শুনেই এত তেজ; বাবা!! পেলে আর কতই নাহবে (প্রকাশে) আচ্ছা; আচ্ছা, আমি যাচ্চি, তুমি এখনই আস্‌ছ ত।

দ্রৌপ। আমিত এইমাত্র বলেছি, তুমি অগ্রসর হও।

সুঃ। বলেছ, বলেছ; আচ্ছা, তা দেখ, আমি চল্‌লুম আর দেরি কর না।

প্রস্থান।

সুবিচার এই কি গো তব, হে বিধাতঃ!
সাহসে শৃগাল মোহে হরিবর প্রাণ?
ধরিতে চন্দ্রমা বামনে বাড়ায় কর?
দুঃখ দিলে যে নিতান্ত ব্যরম্বার তবু
কি, গো, ক্ষোভ না মিটে তোমার? যত দুঃখ
দিলে তুমি, ভুলিলাম সে সকল চাহি
পতিমুখ; কিন্তু, তদুপরি এ আবার
কি? এ অপমান দাবানল সম দহে
নিরন্তর সহে না যে আর? স্বপনেতে
চিন্তি নাই কভু দ্রুপদের বালা, পার্থ,
নিবাত কবচ হন্তা দেবরাজপুত্র,
প্রিয়তমা, কাঁদিবেক অনাথিনী সম,
আক্রমণে দুষ্ট অসুরের। দময়ন্তী,
মহাদেবী, ক্রূর ব্যাধ প্রতাড়নে ভীতা
রোদিলা যেমতি, মহাবিপদে পতিতা,
একাকিনী, মোর সেই দশা আজ! কিন্তু,
কি ফল বিলাপি বৃথা? অশ্রুবারিধারা

জ্বালে মনের আগুন বাড়বাগ্নি সম,
সমধিক—ঘৃত হোমাগ্নি যেমন। তবে,
বর্ত্তমান যিনি নিত্য বন্ধু রূপে, দেন
পদছায়া দীনে, বিরাজেন নিজতেজে
ভারত অন্তরে, ধর্ম্ম সেতু রূপে; সঁপি
প্রাণ, মন, আত্মা, তাঁরি করে, যাইচলি,
নির্ভয় অন্তরে: দেখি না তারেন তিনি
নিতান্ত দুর্ম্মতি যদি পরশিতে অঙ্গ
করিবে সাহস, করি কৃষ্ণ, নাম তবে
ছাড়িব, এদেহ তখনই। মধুসূদন!
'দেখ, নাথ, প্রিয়সখী তব, পার্থ প্রাণ,
ভীতা পাষণ্ড পীড়নে লইল শরণ
শ্রীচরণে। কলঙ্ক তোমার, রাধানাথ,
তাজে প্রাণ দাসী, অসহায়, উপায় হীনা।
আহা! সম্ভবে কি, নাথ, তব প্রিয়সখী
কাঁদে চিরদুঃখিনীর মত, নাশ্রয়া?
দুরদশা দেখ মোর আজ্, মনক্ষোভ
মিটি কাঁদিব যে তব কাছে অবসর
নাহি তার—গঞ্জিবে বিরাটরাণী ভয়
মনে? একান্ত বাধিত চলি সংগ্রামিতে
পাপের সহিত, আবরহে অঙ্গমোর
অভেদ্যকবচ ধর্ম্ম আবরণে, যেন
পরশিতে অভাজন না করে সাহস—
কৃষ্ণপ্রিয়তমা সখী অঙ্গ কলুষিতে
নারে কদাচন। সঁপি তব শ্রীপদেতে
আত্মা, মন, প্রাণ, যাই, নির্ভয় হৃদয়ে,
দুর্ম্মতি কর-কবল দূরে রেখ মোরে;

যদি নাহি হয় দয়া, তবে এভারতে
এ দাসীর শেষ নিবেদন এই, নাথ,
দেখ ও পদযুগল, অভিমানী দাসী,
পূজে যাহা, পাই জন্মান্তরে। নমে, নাথ,
পূজে শেষ পূজা, দাসী প্রার্থয়ে প্রার্থনা
অন্তিম, শ্রীপদে, তবে শেষ নমস্কার।

(কিছুক্ষণ মৌনভাবাবলম্বন করিয়া)

প্রকাশিয়ে পূর্ণ জ্যোতি হৃদয় মাঝারে
দিতেছে আশ্বাস, কে যেন আমায়। আহা!
ধরি সেই আশা, (জলমগ্ন জন যেন
ধরে তৃণ, মনে করি এই মম ভেলা)
মরি! আশা কত সুমধুর;—চলি এবে, দেখি,
যদি না তারেণ তিনি, তবে নিরুপায়।
যত কাঁদি কেহ যেন যোগালেন বল,
তত মনের ভিতরে; কুসপানে ভীত
মানব যেমতি লভে বীরভাব, ক্রমে
বিমোচমে নিদ্রা। যাইহগ, পুজী এবে
ইষ্টদেব, বর দাতা মম, যাই চলি,
ভ্রাতৃকুলবধূ সুরক্ষণে প্রয়াশিবে
তিনি, সন্দ নাই তার। রক্ষে ছিলে, হে,
মরীচিমালি! যেমতি, ভীষণ গহনে
মোরে, অতিথি সেবার অক্ষম স্বরূপ
মহাপাপে; বাঁচাও তেমতি. হায়. নাথ,
পুনঃ, দুষ্ট হস্তে, কুলকন্যা তব। যদি
প্রকাশিতে বল দুষ্ট, পায় অবসর,
মোর প্রতি নিতান্ত কলঙ্ক তব, প্রভো,
তব কন্যা আমি, কলাক্ষ্ম পুত্র বধূ;

বুঝে ধনহীনা, নিরাশ্রয়া মোরে, দেখ,
দেব, করিতে উদ্যত গণিকার ন্যায়,
যথেচ্ছাচারিণী, মহাপাপী, আজ, । রক্ষ,
হে দৈত্যহা ! বিরাজিত সদা সাক্ষীরূপে
জগতের তুমি, লইল শরণ দাসী।

দৈববাণী ! অয়ি কৃষ্ণে ! তুমি নির্ভয়ে গমন কর, আমি তোমার রক্ষা জন্য অলক্ষে প্রহরী নিযুক্ত করিলাম।

নব জলধর স্বনে কে স্বনিল, মরি,
বরষিল সুধা যেন মৃত দেহে—ভীত
মৃত্যু ভয়ে জন, জানে কত সুমধুর
আশা বাক্য—বরষা ভীম নিদাঘ পরে,
চিরবিরহিনী কর্ণে পতির বারতা :—

দেব প্রহরী। জয় সতীর জয় : জয় সতীর জয়।
রক্ষা করে দেবগণ, যারা, অনুচিত
মনুষ্য হইতে ভীত তারা। নমস্কার
তোমার চরণে, হে দেব প্রহরি, রক্ষ
অনাথিনী আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নমি
ওপদেতে শরণ নিলাম তব। — আর,
অনুচিত অপেক্ষিতে ; নির্ভয় হৃদয়ে
যাই এবে, যাঁর হৃদয় ভাগিনী আমি,
ভীরু হৃদি মম পক্ষে নিতান্ত অন্যায়।
(গমনোদ্যত হইয়া) দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ আদি যত
শরণ নিলাম সকলের ; পতিপ্রাণা
যুবতী রক্ষণে করে অবহেলা, কে বা হেন,
নরাধম ভুভারত মাঝে, রক্ষিবারে
ধর্ম্ম ধন, থাকে প্যাছে, কে হেন পামর।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(কীচকালয়। কীচক প্রবেশ।)

উপবেশন।

কীচ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! এখনও সূর্য্যটা মধ্যপথে আসে নাই! হুঁ! অতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পাষণ্ড শাস্ত্রকারেরা ওঁকে আবার কমলিনীনাথ সুবর্ণানাথ! এইসব নামদিয়ে আদর করেছেন। দূর! দূর! অপ্রেমিকটা প্রিয়সীর কোন দেশ হতে কিরূপে মধুপান করিতে হয় তাই জানে না। যদি চতুর্থ প্রহরের মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র বাধ্য হয়ে ঠিক্ স্থানে যায়: তাও সে সময় আবার নিতান্ত নিষ্ঠুর, উগ্র ভাব। হুঁ, ক্রীতদাশ চণ্ডাল কি না? দূর, দূর! (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) অঃ গতরাত্রের স্বপ্নটা মনে পড়্লে এখনো সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে! যে সব ঘটনা দেখা গেল, তাতে কীচকের নির্ভীক হৃদয় বলে তাই, অন্য কেউ হলে, হয়ত ভয়ে সৈরিন্ধ্রীর আশাই ত্যাগ কর্‌ত। দূর কর, সে গুল এখন মনে করা আবশ্যক নাই। (উঠিয়া) কৈ, মনমোহিনী আমার এখনও আস্‌ছেন না কেন? বৃদ্ধা দূতী এসে বল্লে, আস্‌ছেন; কিন্তু, কৈ? এখনও ত দেখা নাই। ওঃ আর যে অপেক্ষা সহ্য হয় না। কোন বিঘ্ন হল না কি? না তা হওয়াও সম্ভব নয়। তবে কি হল? হয়তঃ মনোহর বেশভুষা কর্‌তে দেরি হচ্চে? আহা! আসুন, আগে, তাঁর উপমারহিত শরীরে প্রকৃতি যে রূপ নিপুণতা প্রকাশ করেছেন, তাতে কোন সজ্জাই যে অনাবশ্যক, সেটী আজ বিশ্বাষ কর্‌য়ে দেব। (অগ্রে দেখিয়া) আঃ এখনও না। (শরীর কম্পন পুর্ব্বক) উঃ হুঃ হুঃ আর যে অপেক্ষা সয় না! (নেপথ্যে পদও অলঙ্কার সঞ্চালন শব্দ শুনিয়া) এই আস্‌ছেন বুঝি? দেখি প্রত্যুদ্গমনের কবিতাটী মনে আছে ত?

বিচ্ছেদে তোমার, প্রিয়ে, দংশিল, লো, ফণী-
শত, এস মহৌষধী রূপ তব মুখ-
সুধা করি পান, হইব অমর, আজ্ ।

আঃ হাঃ হাঃ কি সুরসগর্ভপূর্ণ কবিতা, মরি, মরি !

(বারনারী চতুষ্টয়ের প্রবেশ)

আঃ এ বানরীগুলা এ সময়ে অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হল দেখ্‌চি ।

প্র,মা, বার । হৃদয়চোর ! তুমি নিশ্চিন্ত বসে আছ শুনে, নয়ন মন চরিতার্থ কর্‌তে এলাম । (বামপার্শ্বে উপবেশন)

কীচ । (স্বগতঃ) আঃ বিপত্তি কর্‌লে দেখ্‌ছি ! আপাততঃ কোন রূপে এদের বিদায় দেওয়াই বিধিসিদ্ধ ! কিন্তু, প্রেমের ভিখারী যুবতীগণের প্রতি, অন্যায় আচরণ করাও ত অনুচিত ।

দ্বিঃ বা । প্রাণকান্ত ! হঠাৎ হৃদয় মধ্যে তোমার অনুপমরূপবিশিষ্ট সুচেহারার, সুন্দর 'ছবি' প্রতিভাত হওয়াতে,স্বাস্থ্যময়ী নিদ্রাদেবীর সেবাতে অভিরুচি হল না, তাই দ্রুতপদবিক্ষেপে তোমার মদনানল নির্ব্বাণক্ষম বক্ষ মধ্যে শয়ন কর্‌বার জন্য এলাম । (সম্মুখে উপবেশন)

কীচ । (স্বগতঃ) আহা ! এরা যে নিতান্ত কীচকগতপ্রাণা সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই । সৈরিন্ধ্রীরূপ নীলপদ্মটি লাভ হলে, একেবারে না ও পারি, ক্রমে ক্রমে, এদিগে সান্ত্বনা করে পরিত্যাগ করা যাবে ।

তৃঃ বা । রসিক চূড়ামণি ! একে প্রখর রবিতেজে সন্তপ্ত, তার উপর আবার বিরহিনী উন্মত্তকারী কন্দর্প একাকিনী পেয়ে আমাকে নিতান্ত দগ্ধ কর্‌ছে, এইজন্য তোমার নিকট শীতল হতে এলাম । প্রাণ নাথ ! ত্বরায় উপায় কর,প্রাণ যায় ! (অঙ্গে অঙ্গস্পর্শ,আসীন)

কীচ । (স্বগতঃ) ভগিনী যে বলেন, এঁরা নিতান্ত অর্থপিশাচী, সে কথাটীরও বিচার কর্‌তে হবে ।

চ, র্থা। অয়িজীবিত নাথ! ঐদেখ, দুরাত্মা মন্মথ তোমার পদ্মচক্ষু মধ্যে লুক্কায়িত হয়ে আমার মনকে সাতিশয় উন্মথিত কর্‌ছে—প্রাণযায়, রক্ষা কর; আমি মদনবাণে পীড়িতা হয়ে, তোমার শরণাপন্ন হলাম। (ক্রোড়োপরি উপবেশন)

কীচ। আঃ! রস, রস,— (ক্রোড় হইতে নীচে স্থাপন।)

চ, র্থা। (রোদনস্বরে) আমিই কি সকলের চেয়ে অগ্রাহ্য হলাম?

কীচ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) না, না, বল্‌ছিলুম কি? বলি, তোমরাত অরসিক নও, বিবেচনা আছে, বুদ্ধি আছে—আজ একটা রাজকার্য্যে অন্যমনস্ক আছি:—আঁ যত মনে করি, বৈষয়িক চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, ততই বিরাট আমার উপরে দুরূহ কার্য্যের ভার দেন।

চ, র্থা। তুমিই বলেছিলে, 'আমি যখন কোন মনের অসুখে থাক্‌ব, তখন তোমরা অধিককরে আমার সঙ্গে প্রেম আলাপ করবে।' আর তুমিইত আমাদিগে ঐ সকল কবিতে শিখ্‌য়েছ—আমাদের আগেই কেন বল্লে না, অপমান করা কেন? তুমিই বল, তোমাদিকে না দেখ্‌লে এক্‌বারও বাঁচি না!

কীচ। (হস্ত ধারণ) আমি বলি বলে, প্রেম আলাপ কর? যথার্থ বল, সত্যবল?

অন্য সকলে। না, না, ও যেমন বারবচ্ছরের ছুকরীর মতকথাকইলে?

চ, র্থা। কেন, আমার কথাটার দোষ কি? আমরা কুক্কুরীর জাত্‌, যে আদর অপিক্ষে কর্‌বে তার্‌ই কাছে যাব। আর, কথাতেই বলে, 'খোলাখুলী করে কাম, দিই তারে মন প্রাণ'।

কীচ। ও পিশাচি! ও দানবি! তবে সাধ্বী ভগিনী আমার যা বলেছিলেন, সে সমুদয়ই সত্য। (কএকজনকে ধাক্কাদিয়া) চল। যাও! বারনারি! কুলকলঙ্কি, বলবীর্য্যহারি, সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্টে! কোইহ্যায় রে! (একজন দ্বারবানের প্রবেশ) দেখো, এ লোককো আবি বাহার কর দেও!

দ্বার। আও মাম্মি! বাহার আও! (স্বগতঃ) জল্দী কুচ কাম করা ভাল হয়, ক্যাজানি?

চ, র্থা ভিন্ন অন্য তিন জন। (সভয়ে) কেন আমরা কিসেদোষী হলাম?

কীচ। (দ্বারবানকে) কেয়া তোম এ লোক্‌কো ভাগানে সেক্‌তা নাই?

দ্বার। (স্বগতঃ) ন্যাই, কুছ খারাপি হুয়া, ঠিকবাৎ। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক। চল্‌বে! তোমারা ইঁয়াকা অনন্ উঠাহ্।।

দ্বি, য়া। (অন্যের প্রতি।) কি ভাই! আজ এ কি ভাব? —

কীচ। তোমরা প্রেতিনী, তোমারা মহামতি বীরসিংহ কীচকের ভাব কি বুঝ্‌বে?

দ্বিঃ য়া। আমরা যদি আজ প্রেতিনী হলাম, তবে নিজে কি?

কীচ। কি! এত উচ্চ কথা, জান না? আচ্ছা, আজই জানাব।

চ, র্থা। তুমি আর অধিক কি জানবে, আমাদের এক দ্বার রুদ্ধ শত দ্বার মুক্ত!

কীচ। (দ্বারবানকে চপেটাঘাত করিয়া) তোম্ সেকেন্সে নাই?

দ্বার। আলবৎ, যো হুকুম মহারাজ্‌কো। চল্‌হো তোম্ গৃধিনি, প্রেতিনি, ভুতিনি, সকুন্তনি! চলো। আ-রে! (ধাক্কা দিয়া) গিধ্বিড়ী ভাল মানুস্ কোপর জোর করতাহ্যায়, রে। (অন্তরালে এক জনকে) চলো হামার সাথ্ কেত্তা বড়া আদর মিল্‌বে।

প্র য়া। আচ্ছা, তুমি আমাদিকে দ্বারবানের হস্তে অপমান কর্‌লে, আমরা এখনই রাজ সভায় গিয়ে এ বিষয় জানাব।

কীচ। (কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিয়া) কি, পাপীয়সি, পুনরায় ছোট মুখে বড় কথা?

দ্বার নারীগণ। বাবা, গো!! (প্রস্থান)

কীচ। হুঁ! কীচককে রাজ সভার ভয় দর্শান, নিতান্ত নির্ব্বোধ কি না? (ক্ষণেক পরে) যাহগ, আমার আজ্‌কার ব্যবহারে নিতান্ত অরসিক, প্রেমনীতি শাস্ত্রাজ্ঞতা প্রকাশ হয়েচে — কিন্তু, তন্মধ্যে একটী গূঢ় কথা আছে—প্রেমনীতিশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মারা বলেন—

কমলিনীনাথ, রসিকবর অলিরাজ মধুবিহীন প্রাণতমীকে পরিত্যাগ কর্‌তে কখনই কুণ্ঠিত হন না; আ,হা, হা, ধন্য কীচক, ধন্য তোমার রতি শাস্ত্র আলোচনা, ধন্য তোমার দৃষ্টান্ত দর্শীতা গুণ! (নেপথ্যে মৃদঙ্গাদির শব্দ) ঐ বোধ হয়, বাদ্যকরেরা এল। আহা, সুলোচনা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সমূহ যুবা অর্থাৎ রসজ্ঞ যুবাবাঞ্ছিত গুণে ভূষিতা সখী সৈরিন্ধ্রীর অভিনন্দন উপযুক্ত কত প্রকার আয়োজন করাগেল, কিন্তু প্রিয়া এখন এলেন না কেন? দেখি, নিষ্ঠুর প্রেমরসোচ্ছেদক,বেল্লিক সূর্য্যটা কি কর্‌লে, (গবাক্ষে দর্শন) এখনও অভিলিপ্সিত স্থানে আস্‌ছে না? (পুনঃ দেখিয়া) কিন্তু, অল্পমাত্রই অবকাশ আছে। আহা, এই সামান্য কাল অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে অসহনীয় হচ্ছে! ততক্ষণ, নাহয়, প্রেমরসোদ্বেলক মনোহর সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করাযাগ্‌; কিজানি, সর্ব্বগুণ ভূষিতা প্রিয়া যদি আমার সংগীত শুন্‌তেই চান? (নেপথ্যাভিমুখে যন্ত্রীগণেরপ্রতি) যন্ত্রীগণ, প্রস্তুত হয়ে উপস্থিত হয়েছ?

নেপথ্যে যন্ত্রীগণ। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর।

কীচ। আচ্ছা, আমি একটী রমণীয় অভিনব গীত গান করি, তোমরা যথোপযুক্ত সঙ্গত কর।

রাঃ!!! তাল!—

বিধি কি, হইবে সদয়।
মিলাইবে সেই নিধি, প্রাণ যারে সদা চায়।
হৃদয় আকাশে মম, সুধাপূর্ণ চন্দ্রসম, নিত্য সে
নাশিবেতম,শশীরূপে, হইয়ে উদয়। 'বসে'—মানস
সরসে মম, ফুল্ল কুমুদিনী সম, মধুপান 'করাইবে'
কীচক ভৃঙ্গ মহোদয়;—মধুপান কর্ব্বেন সুখে,
কীচক ভৃঙ্গ মহোদয়। আ হা হা!! ২

(যন্ত্রীদিগের প্রতি) তোমরা নিরস্ত হওত। (স্বগতঃ) যেন অতি ধীর পদবিক্ষেপের শব্দ শুনা যাচ্চে না? কি আশ্চর্য্য! সমস্ত অঙ্গ এত কম্পিত হচ্চে কেন? দেবরাজ বজ্রধারীর বিপক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম, মহাবীর কীচকের হৃদয়, আজ্ ভীতিচিহ্ন প্রকাশ কচ্চে কেন? অঃ এই সময়েই আবার সেই স্বপ্নটাও মনে হল! কি পাপ! স্থূলদর্শী শাস্ত্রকরেরা এই সকলকে অলক্ষণ বলে থাকে;—কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী কীচক মহাজনের স্মৃতিপথে আজ্ এ অনাবশ্যকীয় কথাটী উদিত হল কেন? [ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া] আচ্ছা, যদি সৈরিন্ধ্রী-রূপ অমূল্য রত্নটীকে লাভ কর্‌তে পারি, তবে নাহয়, গোপনে এক দিন গরুড় বাহনের নাম কর্‌বো; সুদেষ্ণা আমার মদন পুরী মধ্যে যে সকল দেব দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাহাদিকেও নাহয়, সকলের অগোচরে, একবার দর্শন করে আস্‌ব—অহো! আমার অন্তঃকরণে আজ এ সমূহ ভীরুতার লক্ষণ দৃষ্টিহচ্চে কেন? যাহগ্, ক্ষতি কি? যে কোন উপায়ে, অসৎ বা সৎ বিচারে আবশ্যক নাই, আমার মানস সিদ্ধ হলেই হল!

(দ্রৌপদী সুধাপাত্র হস্তে প্রবেশ)

কীচ। (প্রত্যুদ্গমনে উদ্যত)

ছায়ারূপী দৈত্য। (ভীষণ মূর্ত্তি আদি প্রদর্শন।)

কীচ। (স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মাণ।)

দ্রৌপ। বিরাট সেনাপতে! মহারাণী সুদেষ্ণা তোমার নিকট সুধা যাচ্ঞা কারণ আমাকে পাঠালেন।

কীচ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য। মুখচন্দ্রিমার প্রতি দৃষ্টি কর্‌তেও সক্ষম হলাম না! হঠাৎ চাইতে বোধ হল, যেন স্বপ্নদৃষ্ট, বিকটাকার দানবএক্‌টা ওঁর পশ্চাৎ হতে আমাকে যম দণ্ডের ন্যায় একটা ভীষণ অস্ত্র দেখালে; আমি প্রত্যুদ্গমন কর্‌বার জন্য যে

সকল সুরসমুক্ত কবিতা অভ্যাস করে রাখ্‌লাম, তার একটীও স্মরণ হচ্ছে না ? আঃ—

দ্রৌপ। কীচক ! তোমার সহোদরা আমার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন : আমায় শীঘ্র বিদায় কর।

কীচ। (পুনরায় সরসযুক্ত বাক্য উচ্চারণে সমুদ্যত।)

ছায়ারূপী দৈত্য। (অতি ভীষণ আকার দর্শাওন।)

কীচ। (মস্তকাবনত পূর্ব্বক স্বগতঃ) আঃ মৃত্যু হউক, এটা কি ? আরে গেল যা ! আমার চক্ষের কোন দোষ ঘট্‌ল নাকি ? আঃ কি পাপ ! (চক্ষু মুছিয়া) কিন্তু যা থাক্‌ অদৃষ্টে, এমন অবকাশ নষ্ট করাও অকর্ত্তব্য। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ! আমার তালু শুষ্ক হয়ে এল ; বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্চে না ! হৃদয়, স্থির হও ! (প্রকাশে) হৃদিবিড়াসিনি ! কোন্ মা,মা,রাণীর নাম উল্লেখ কর্‌চ ? তুমিই এই অসীম বিরাটরাজ্যের মহারাণী। আজ বিরাটাবলম্বন কীচক তোমার সঙ্গে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে জীবন সার্থক কর্‌বেন !

দ্রৌপ। মহাশয় ! ওরূপ অসঙ্গত কথা দাসী সৈরিন্ধ্রীর কর্ণ যোগ্য নয় ! তোমার দুরভিসন্ধি থাকে অনুগত জন তাতে অজ্ঞাত থাকাই উচিৎ !

কীচ। সুশীলে ! আমার এরূপ অভিলাষের কারণই তুমি। দেখ, আমি তোমাকে ত্রিজগতের সকল নৃপেন্দ্রভাবিনীর অপেক্ষা সমধিক ভাগ্যবতী কর্‌ব ; দেবাসুর যুবতীদিকে তোমার সেবাতে অহরহঃ নিযুক্ত করিয়া দিব ; দ্বিতীয় ধনপতি যে আমি, আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া দিব, অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে হৃদয় মধ্যে লুকায়িত রাখ্‌ব। ভুবনমোহিনি ! আগে এইটীর মধ্যে আপনাকে দেখে, পরে তোমার প্রতি অনুরাগ জন্য আমায় ভৎর্সনা করিও (এক খানি দর্পন, দ্রৌপদীর সম্মুখে ধারণ করিয়া) চিত্ত বিকারিণি ! কোন ইন্দ্রিয়সংযমী পুরুষ এমন বিদ্যাধরী-

বিনিন্দিত, প্রেমপূর্ণ, অতুলরূপ দেখে কুসুমচাপ দেব রতিপতির বাণে আহত না হন? নিরুপমে,——

দ্রৌপ। সুদেষ্ণাসহোদর! আমি তোমাদিগের আশ্রিত দাসী, নীচবৃত্তি অবলম্বন করে তোমাদের আলয়ে বাস কর্‌ছি, ঐ সকল কথা আমার অশ্রাব্য—তুমি ক্ষমা কর, আমি কালব্যাজ কর্‌তে পারি না, প্রভুনী কুপিত হতে পারেন। (সলজ্জভাবে) সুদেষ্ণাসহোদরের অভদ্র ব্যবহারে আমি লজ্জিত হচ্ছি।

কীচ। স্বগতঃ। এ কি হল? মন্ত্রণার বিপরীত ফল হয় দেখ্‌ছি? না, না, অপেক্ষা করা নয়। (প্রকাশে।) সৈরিন্ধ্রি! প্রাণতমে, কীচক-মনমর্দ্দিনি, জীবন সর্ব্বস্ব! যদি তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তবে এই স্থানেই আমাকে হত্যা করে যাও। হৃদিবিহারিণি! যদি আমার কামনা সিদ্ধ না কর, তবে পুরুষহত্যা পাপ তোমাকে স্পর্শিবেক।

দ্রৌপ। কীচক! রাণী সুদেষ্ণার অনুরোধে তোমার নিকট যে জন্য এসেছিলাম তার অর্থসাধন না হয়, (পাত্র রাখিয়া) আমি চল্‌লাম; তোমার পাপালাপ যে কর্ণে স্থান দিয়েছি, সে জন্য অনুতাপ করি।

কীচ। মনোরমে! আমি তোমাকে দেখে নিতান্ত বিমোহিত হয়েছি, তাই বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছে না; কিন্তু দেখ, জন্য যেন অরসিক বা অপ্রেমিক মনে করে, অগ্রাহ্য কর না। (দ্বারমুখে দণ্ডায়মান) প্রেমময়ি! তুমি আমাকে চরিতার্থ কর; নচেৎ কোন মতেই যেতে পারে না; তোমাকে কোন মতেই যেতে দিব না। আহা!——

দ্রৌপ। দুর্ম্মতে! আমি তোমাকে সুদেষ্ণাসহোদর বলে ক্ষমা করেছি; ত্বরায় দ্বার মুক্ত কর, নচেৎ অনর্থ ঘটিবে।

কীচ। হা, হা, হা! মানময়ি! কীচকের প্রতি অনর্থ ঘটায়, এরূপ কেহ জগত মধ্যের ত কথাই নাই, সপ্তস্বর্গ বা সপ্তপাতালেও আজপর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই! তুমি নিশ্চিত জেন,

আমি বলাৎকার কর্‌লে তোমার গন্ধর্ব্বপতিগণ কোন প্রতিকারেই সক্ষম হবেন না। আমি এখনও তোমাকে সম্মান-সূচক বাক্যে আমন্ত্রণ করি, এসো অগ্রে হৃদয় তৎপর বিরাট সিংহাসনে উপবেশন করাই।

দ্রৌপ। মূর্খ! তুমি পাপমুখে আমার দেবতুল্য প্রাণেশ্বরদিগকে নিন্দা কর্‌লে, এর প্রতিফল তাঁরাই দিবেন। এখন পথ পরিস্কৃত কর, নচেৎ নিশ্চিত জান তোমরা অন্তীমকাল উপস্থিত! (গমনে উদ্যতা)

কীচ। সৈরিন্ধ্রি! তোমার 'সুগঠনী, মধুর মূরতি' দর্শনে তোমাকে প্রিয়তমা রূপে লাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়েছে; এই জন্য তুমি ঐ সকল কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিয়াও পরিত্রাণ পাচ্ছ। এখনও, আমি বারম্বার তোমাকে অনুনয় করিয়া বল্‌ছি। তুমি আমাকে কৃপা কর। সুধামুখি! তুমি নিশ্চিত জেন, কীচকের ইচ্ছা প্রতিরোধ কর্‌বার ক্ষমতা কারও নাই; এই কর কবল হতে রক্ষা কর্‌বার শত সহস্র বিরাটেরও ক্ষমতা নাই। আহা! আমি তোমার নিকট যেরূপনম্রতা স্বীকার কর্‌ছি, তাতে আমি আপনা আপনিই আশ্চর্য্য হচ্ছি! যাহগ্‌, অধিক বাক্যব্যয় করে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিৎ হচ্ছে না: এই দেখ, মদনানল আমার শরীরকে প্রজ্বলিত কর্‌ছে; আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে তোমাকে আলিঙ্গনে উদ্যত হয়েছে; ত্বরায় এর প্রতিকার কর, নচেৎ প্রাণ যায়!—

দ্রৌপ। দুরাচার! তুমি এখনই আমাকে পথ দেও; আমার মহাবল-পরাক্রান্ত প্রাণপতিগণ সর্ব্বত্রগামী, তাঁরা তোমাকে এই অসৎকার্য্যের সমুচিৎ শাস্তি দিবেন।

কীচ। সৈরিন্ধ্রি! তোমার স্বভাব তোমার বৃত্তি অনুযায়ী, এই জনাই অযাচিত মহোচ্চ পদের মূল্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হচ্ছ। আরও, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্ছি যে নিজ মুখেই

'বহুপতি' স্বীকার করে আপনার কুলনারীভ্রষ্ট স্বভাব প্রকাশে লজ্জিত হচ্চ না।

দ্রৌপ। দেবহিংসুক! আমার নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা স্বামীদিগের মহত্ব তুমি কি বুঝ্‌বে? তুমি সুদেষ্ণা-সহোদর, এই জন্যই, তোমার অভদ্র ব্যবহার এখনও সহ্য কর্‌ছি: এখনও তোমার নিতান্ত দুর্ব্বাক্য সকলেতে উপেক্ষা কর্‌ছি, নতুবা আমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী, তোমাকে এখনই অনুভব করাতাম।

কীচ। কি! দাসী!!

দ্রৌপ। আমি দাসী কি না, সেবিষয় শুন্‌বার যোগ্য পাত্র তুমি নয়। আর, যদিই কোন বিশেষঃ কারণে দাসীত্ব স্বীকার করে থাকি; কিন্তু তোমার অভদ্র নীচ ব্যবহারের পাত্রী নয়।

কীচ। স্বগতঃ। না! ক্রমে শেষ উপায় অবলম্বনই বিধেয়। (প্রকাশে) দেখ, সৈরিন্ধ্রি! তুমি যে সকল মানহানিকর, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ কর্‌চ, তাতে ক্রমে আমার কোপ উদ্রেক হচ্ছে। তোমাকে পুনঃ২ বল্‌ছি, আমি তোমার প্রতি অনিষ্ঠ-আচরণ কর্‌লে, কেহই রক্ষা কর্‌তে সক্ষম হবেন না। আর, তুমিই একটু স্থির হয়ে বিবেচনা করে দেখ দেখি, যে আমাকে সন্তুষ্ট কর্‌লেই কি সুফল, আর অসন্তুষ্ট করলেই বা তোমার কতদূর অমঙ্গল সম্ভাবনা। আমি এখনও তোমাকে সমাদর করে বল্‌ছি, তুমি ধনীব্যক্তি ও কীচকসহবাস লাভে অগ্রাহ্য করে নিতান্ত অল্প বুদ্ধির কার্য্য কর্‌ছ।

দ্রৌপ। তোমার প্রলোভন বাক্য তোমার মস্তকেই বজ্রপাত করুক। অভদ্র! তুমি আপনাকে বীরপুরুষ বলে পরিচয় দেও? অবলার প্রতি অত্যাচার কর্‌তে কিছুমাত্র লজ্জিত হচ্চ না? এখনও আমাকে স্বচ্ছন্দে যেতে দাও, আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌ব।

কীচ। (স্বগতঃ) আশালতার মূলচ্ছেদ হয় দেখ্‌ছি; আর অপেক্ষা করা নয়। (প্রকাশে) কুক্কুরী সমাদর পেলেই স্কন্ধে উঠ্‌বার অভিপ্রায়

করে: অগ্রাহ্য ব্যক্তিকে তোষামোদ কর্‌লেই স্ফীত হয়; দাস দাসীর সঙ্গে সমান ব্যবহার বা পরিহাস কর্‌লেই প্রভু হেয় হন; নীচ শ্রেণীর যুবা প্রশ্রয় পেলেই মস্তকে উঠে; কিন্তু, স্বৈরিণীর অভিমান বৃদ্ধি কর্‌লে সকল রকমেই সর্ব্বনাশ! আমি রতিশাস্ত্রকারদিগের অমূল্য উপদেশ অবহেলা কর্‌তে একান্ত কাতর, তাই এতক্ষণ সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর্‌লাম; এখন, (দক্ষিণ হস্ত ধারণ) কীচক হর্য্যক্ষ উত্থিত হল, দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করে? তোমার গন্ধর্ব্ব পতি, উপপতি সকলকে স্মরণ কর, আমি অর্থ সাধিত না হলে তোমায় ছাড়্‌ব না। তুমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী, সেটা রতিযুদ্ধেই বুঝা যাবে। হা, হা, হা!——

ছাঃ রূঃ দৈত্য। (ভয়ঙ্কর রূপ আদি প্রদর্শন।)

কীচ। (হস্ত শ্লথ করিয়া দণ্ডায়মান।)

দ্রৌপ। পাপিষ্ঠ! তুই অতি পাতকী, তাই, আমার প্রতি দুরভিসন্ধি করেও, তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হচ্চে না। কিন্তু, আর তোর নিস্তার নাই।——

ছাঃ রূঃ দৈত্য। (অতীব ভয়ঙ্কর ভীষণ আকার প্রদর্শন।)

কীচ। (ক্রোধে ও মোহে কম্পবান্।)

দ্রৌপ। আমি কিরূপ হরিবরের প্রণিতমা, তা তুমি শীঘ্রই জান্‌বে;——

(সবলে কীচককে ভূতলে পাতিত পূর্ব্বক ——প্রস্থান।)

কীচ। (কিছুক্ষণপর) ও, হো, হো! — হো, হো, হো! কি অপমান! সামান্য অবলার হস্তে? তাও আবার একটা দাসী? হায় হায়, হায়, হায়! কি? য়্যাঁ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না! এত জাগ্রত অবস্থাই বটে! য়্যাঁ, ছি, ছি, ছি! কি অপমান! অনায়াসলভ্য বরাঙ্গনাদিকে বিনা কারণে অপমান কর্‌লাম, তারই কি হাতে হাতে ফল হল? কি দুঃখ? সামান্য একটা রমণীর হাতে পরাস্ত? হা! বীরকেশরি মহাবাহু কীচকের কি আজ্ কোমলাঙ্গ-কামিনীর হস্তে এই দশা? আহা! আমার সকল দিকে সর্ব্বনাশ! যার

আপনার কীচকগতপ্রাণ প্রিয়বন্ধুদিকে অপমান অনলে দগ্ধ কর্‌লাম, যার জন্য কীচক হৃদয়াসন প্রার্থিনী, রূপসীদিকে বৃথা ছলনা করে ত্যাগ কর্‌লাম—তার হাতেই আমার এই অবস্থা? (উপাদান মধ্যে মুখ লুকাইয়া রোদন) হা! আমার কেন এমন হল? কেন আমি—হো, হো, হো!——

(বৃদ্ধাদূতীর প্রবেশ)

বৃঃ দূতী। রাক্ষসী, রাক্ষসী, বাছাকে আমার একবারে মেরে গেছে; আহা! এরি মধ্যে বাছা আমার পাতখানি হয়ে গেছেন। (নিকটে উপবেশন) মেয়ে নয়, রাক্ষসী, বাবা, ধনি৷ মেয়ে, ধনি৷ মেয়ে! (কীচকের মুখ তুলিয়া) বাবা! পিয়াস লেগেছে, জল এনে দেব? ও মা; বাছা আমার কাঁদ্‌ছে যে, এরই মধ্যে পেম এত বেঁধেছে?

কীচ। বাহার যাও হারামজাদি!

বৃঃ দূতী। কেন বাবা, কেন বাবা! তার কান্না কি? আবার এনে দেব!

কীচ। (চপেটাঘাত পূর্ব্বক) বেরও পাজী বেটী! তুই আমায় পরিহাস কর্‌তে এলি? বেরও, দূর হ!

বৃঃ দূতী। (স্বগতঃ) রাক্ষসীত সর্ব্বনাশ করে গেছে, বেটি একদিনেই আমাদের উপর মন চট্‌য়ে দিলে দেখ্‌তে পাচ্‌ছি? তখনই আমি জেনেছি বেটি ভারি খাগী! বার্‌ করছি বেটীর পাকাপানা, বার-কর্‌ছি— (ধূলা লইয়া)

তন্তর মন্তর ছিটে ফোঁটা আর ধূল পড়া।
ওর পরাণে মোর পরাণে লেগে জাগ্‌ জোড়া॥
ঢেঁকির যেন আঁকুশলি, বিক্ষের যেন গোড়া;
তেমনি এর আমি হব, ও আমার ভেড়া॥
আকাশ বুড়ির ধুল তুই তোর মায়ের কিরে।
হাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা নিবি পরাণ কেড়ে—ফুঃ)

কীচ। ডাকিনি! প্রেতিনি! বেরও। বীরসিংহ কীচক কি কুণ্ডুভী, তোর মন্ত্রে বশীভূত হবে?

বৃঃ দূতী। মন্তর খাটছে না কেন? পাবড়ী ভাঙ্গা হল না কি?

কীচ। এখনও দাঁড়য়ে আছিস? হারামজাদি? (ধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত করণ)

বৃঃ দূতী। ও বাবারে! রাক্ষসী আমার বাছাকে স'ত্যি সত্যিই পাগল করে দেগেছে।

কীচ। এখন তুমি বেরও হারামজাদী। (ধাক্কা দিয়া বহিস্কৃত পূর্ব্বক স্বগতঃ) যাহগ্, কিন্তু এ অপমানত সহ্য করা হবে না। এখন এইরূপ করা বিধিসিদ্ধ,—সৈরিন্ধ্রী যেমন সুদেষ্ণার ভরসায় আমাকে হতাদর কর্‌লে, তেমনি আমার কর্ত্তব্য, সুদেষ্ণার সমুখেই তাকে বলাৎকার করা; তাহলে আমার মূল্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। আর যদি বিরাট সভায় গিয়ে থাকে, হুঁ, তবে, সকলের সাক্ষাতেই তাকে লজ্জা মানভ্রষ্ট করাই, উচিৎ। আমার ইচ্ছা-শ্রোতের বেগ রোধ কর্ত্তে বিরাটের চৌদ্দপুরুষেরও ক্ষমতা নাই। এতে বিশেষঃ ফল এই হচ্ছে যে সর্ব্বসভাদিতে আমার কতদূর প্রতিপত্তি তাও সৈরিন্ধ্রী বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই করাই কর্ত্তব্য, উচিৎ, বিধি। কি! বিরাটের মস্তক-স্বরূপ কীচক মহাজনের আশা ভৃপ্ত না করে, কার সাধ্য সচ্ছন্দে থাকে? (ভূমিতলে মুষ্টাঘাত) কার সাধ্য কীচক মহাশার্দ্দূলের গ্রাস অপনীত করে? মহাবাহু, অদ্বিতীয় বীর কীচকের লাঙ্গুলে আঘাত করে, কে কোথা পরিত্রাণ লাভ করেছে? কীচকের করকবল হ'তে কার সাধ্য, কার ক্ষমতা আজ সৈরিন্ধ্রীকে রক্ষা করে? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গণ্ডদেশে চপেটাঘাত) এখন কীচক ব্যাঘ্র হল, কার স্কন্ধে বহু মস্তক আছে, সৈরিন্ধ্রীকে রক্ষা কত্তে অগ্রসর হক; বিরাটের এতদূর স্পর্দ্ধা! সুদেষ্ণার এত গরিমা! আমি কিছু

বলি না বলে, আমাকে, নিতান্ত, হেয়, করতে, আরম্ভ, করেচে !!
জানে না !!

(গর্জ্জন করিতে করিতে আলু থালু-বেশে—প্রস্থান উদ্যত)

যন্ত্রী। (প্রবেশ পূর্ব্বক) মহাশয়! আমাদের প্রতি কি অনুমতি হয়?

কীচ। আমি এক বিষয়ে হতাশ হয়েছি, তোমরাও সেই জন্য বিদ্রূপ কর্‌চ নাকি?

যন্ত্রী। আপনি কোন বিষয়ে পূর্ণআশ হচ্চেন, কি হতাশ হচ্চেন তা আমাদের দেখ্‌বার ক্ষমতা নাই!

কীচ। কি বিশ্বাসঘাতক! মহাবিল পরক্রান্ত কীচক হতাশ হয়েচেন? এমন কথা তোর ক্ষুদ্র মুখে? (যন্ত্রীর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) যাও গর্দ্দভ, দূর হয়ে যাও! আমি আর কখন তোমাদের মুখ দর্শন কর্ত্তে চাই না!

(যন্ত্রী অগ্রে, তৎপরে কীচক গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতবেগে—
প্রস্থান।)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

বিরাট সভা।

রাজা, যুধিষ্ঠির কঙ্কবেশে, অন্যান্য সচীবগণ এবং ভীমসেন বল্লভবেশে ও কতিপয় ব্যক্তি আসীন। এবং অন্য রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

বিরা। কঙ্কদেব! তুমি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়া অবধি, সৌভাগ্য যে প্রতিদিন নূতন ভাবে আমার প্রজাকুলকে আলিঙ্গন কর্‌ছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমার নিকট নিত্য বাধ্য রহিলাম তোমার উপর রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করে আমি নিশ্চিন্ত আছি; প্রজাকুলকে সর্ব্ব প্রকার সুখী করে তুমি আমার পরম সন্তোষ-বর্দ্ধন কর্‌ছ। আমার তোমা প্রতি যে দেবতাভ্রম হয়েছিল, তা অমূলক নয়। আমি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হয়ে তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ন্যায় সুবিজ্ঞ মন্ত্রী আমার সভাতে চিরকাল বিরাজ করেন।

যুধি। মহীপতে! আপনি নিত্য প্রজাকুলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; বৃদ্ধ অথচ পরিস্কৃত বুদ্ধি সচিবগণের সহিত যুক্তি করে সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন; আপনার রাজ্যের কেন না উন্নতি হবেক? আপনি নিজে অসাধুভাব-বর্জ্জিত, সভাসদগণ সকলেই বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে সম্যক উৎকর্ষ লাভ করেছেন, আপনকার শাসনাধীন ব্যক্তিদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি অবশ্যই স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব। মহারাজ! পৃথিবীর সকল রাজা অপেক্ষা আপনি সম্যক প্রকারে কুলীন; রাজনীতিশাস্ত্রে

সকল রাজকুমারের উপদেষ্টা, আপনি সর্ব্ববিধায়ে সমস্ত নরপাল-দিগেরও প্রসংশার যোগ্য। আপনকার কল্যাণ হউক, আমি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করি। বিরাট সভায় যেরূপ সমাদরের সহিত কাল অতিবাহন কর্‌ছি, তজ্জন্য চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

বিরা। কঙ্কদেব! তুমি যে নরেন্দ্রনাথের সখা বলে পরিচয় দেও, তাতে এরূপ শীলতা তোমারই উপযুক্ত। (দ্রৌপদী আলুলায়িত-বেশা, ক্ষণমাত্র দৃষ্ট হইয়া; পুরে স্তম্ভদ্বারা আবৃত) এ কি? ভূতলে ক্ষণপ্রভার সৃষ্টি হ'ল কি প্রকারে! (দ্রৌপদী আগতা) স্বগতঃ। ইনি কে? নীল-নলিনীগঞ্জিতরূপ; নবীনজলধর চন্দ্ররশ্মী আচ্ছাদিত হলে যেরূপ উজ্জ্বল লাবণ্য প্রকাশ করে, এঁর দেহের জ্যোতি যেন তদপেক্ষা অধিক। আহা! কি মনোহর রূপমাধুরী! যেন রুদ্ধ ব্যোমদেব-বিনোদিনী আমার সভামধ্যে আগমন কর্‌ছেন। বিরাটরাজ লক্ষ্মী, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু, হিমাবৃত পূর্ণশশীর ন্যায় অতীব কমনীয় মুখচন্দ্রিমা ম্লান কেন? পরপীড়িতার মত আলুলায়িত-বেশে আগমনের কারণ কি?

দ্রৌপ। (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) বিরাট! আমি সৈরিন্ধ্রী, বহুদিন আপনার হৃদয়ভাগিনীর দাসীরূপে তাঁর অন্তঃপুরে বসতি কর্‌ছি। রাজরাণী আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন, সে জন্য আপনি আমাকে দেখ্‌তে পান নাই। আমি এতকাল নিরাপদে বাস করছিলাম, কিন্তু আজ পাপাত্মা নিষ্ঠুর কীচক আমার জীবন সর্ব্বস্বধন ধর্ম্মরত্ন অপহরণে উদ্যত হয়েছে। ভূপাল! আমি কুল-যুবতী, পাষণ্ডদলিত হচ্চি, আমাকে রক্ষা করুন।

কঙ্ক। সৈরিন্ধ্রি! রাজা কোন বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত না হ'লে বিচার কর্‌তে বাধ্য নন।

দ্রৌপ। মন্ত্রিবর! তুমি রাজসেবা করে সুখে কালাতিপাত কর: তো-মার এ বিষয়ে অনুসন্ধান লবার ক্ষমতা অভাব। (বিরাট প্রতি)

দ্রৌপ। দুষ্টবুদ্ধি কীচক অসদভিসন্ধি সিদ্ধ কর্‌বার জন্য প্রতারণা করে, পাশবদ্ধ-কেশরীর ন্যায় আমাকে নিজ আলয়ে অবরুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল। আমি সুদেষ্ণার আদেশ মতে ঐ দেবদ্বেষ্টার নিকটে সুধা আহরণ কর্ত্তে গিয়েছিলাম—নচেৎ, কুলপাংশুল কীচকের ছায়া কুল-কামিনী মাত্রেরই পরিত্যাজ্য। মহারাজ! নিরুপায়, আশ্রয়হীন যুবতীর পক্ষে সুক্ষ্ম বিচার আজ্ঞা হ'ক্‌।

বিরা। (স্বগতঃ) সৈরিন্ধ্রী কি দাসী? কথাবার্ত্তা বা আচারে কিছু-মাত্রত তা বোধ হয় না? যাহক্‌, বুদ্ধিমতী সুদেষ্ণা এঁকে আমার অপরিচিতে স্থাপন করাতে অতি দূরদর্শীতার কার্য্য করেছেন, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ের বৃত্তান্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা ত অনুচিৎ।

(কীচক, স্খলিতবস্ত্র দ্রুতবেগে প্রবেশ পূর্ব্বক—দ্রৌপদীকে পাদাঘাত্‌।)

বিরাট, প্রভৃতি সকলে-হাহাকার রব করিয়া মস্তকাবনত।

ছায়ারূপী দৈত্য। ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কীচককে পাতিত পূর্ব্বক—

(প্রস্থান।)

ভীম। (করেকরস্পেসন পূর্ব্বক কীচকশাসনে উদ্যত; এবং যুধিষ্ঠিরদ্বারা ইঙ্গিত হওয়াতে উপবেশন।)

(কীচক, প্রতাড়িত শার্দ্দূলের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে ২ ——

(প্রস্থান।)

দ্রৌপ। বিরাট! আপনার নিরুত্তর থাক্‌বার কারণ কি? আমি দস্যুহস্তে অবমানিত হবার ভয়ে আপনাদের নিকট উপস্থিত হলাম, দুর্বৃত্ত নারকী সকলের সম্মুখেই আমার প্রতি বল প্রকাশ করিল? আপনি কি জন্য মৌনভাবে রয়েছেন? স্ত্রীজাতি যে নরপতির বিশেষঃ রক্ষণীয়, তাকি আপনার বিদিত নাই? স্বচক্ষে কুলকামিনীর প্রতি পীড়ন দেখেও

নিশ্চিন্ত থাকা পুরুষ মাত্রেরই অকর্ত্তব্য; এতে কুলধর্ম্মরক্ষার অপ্রস্তুত হেতু আপনাতে বিশেষঃ পাপ অর্শাচ্ছে। হে [illegible]! তোমরা সকলেই কি কাপুরুষ? না, বিরাট পুত্তলিকা সকল শুনে রেখেছেন? আজ, জান্‌ লাম, বিরাটসভার নপুংসকেরা বিরাজ করে থাকেন।

১ম সভ্য। (দ্বিতীয়ের প্রতি।) কীচকের ইটী অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হয়েছে, এমন নিরুপমা কামিনীর প্রতি অত্যাচার সকলেরই অসহ্য।

তৃতীয়সভ্য। (অন্যকে।) কীচকের সাধুবিগর্হিত কার্য্য দর্শনে আমি নিতান্ত কুপিত হয়েছি। বিরাটরাজ এবিষয়ের বিচারে অক্ষম, কারণ ওঁর প্রণয়িনী-সহোদর নিতান্ত দণ্ড যোগ্যহয়েছেন। আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে।।—

৪র্থ সভ্য। (অন্যের প্রতি) এই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবদনীকে যে মহাবীর হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই এজগতে ধন্য! কি আশ্চর্য্য! মহাবল কীচকের প্রচণ্ড আঘাতে কম্পিতমাত্রও হলেন না? ভূধরশৃঙ্গ, যেমন মদমত্ত হস্তীর গাত্রঘর্ষণ উপলব্ধিও করেনা, এই বীরেন্দ্র-ভামিনীর বীরকেশর কীচকের প্রচণ্ডআঘাত যেন তদপেক্ষা অনায়াসসহ্য বোধ হল।

অন্যসভ্য। কিন্তু, মহাশয়! কীচকের হঠাৎ ভূপতিত হবার কারণ কিছুই বুঝা গেল না। পবনদেব বীরেন্দ্র সহিত যুদ্ধকালে যেমন স্বয়ংই অপমান হয়ে প্রতিহত হন, ভুজবলদর্পিত কীচকেরও আজ সেই দশা হয়েছে, সন্দেহ নাই।

অন্য এক জন সভ্য। এমন কমনীয় অঙ্গে আঘাত করতে নিষ্ঠুর কীচকের দয়া হলনা? এমন সুকোমল, পবিত্র দেহতে পদাঘাত করে দুর্ম্মতি নীচজীবি; নিষাদাপেক্ষা নির্দ্দয়তা প্রকাশ করেচে। আহা, এই মনোরমা ভামিনী যে গৃহ উজ্জ্বল করেন, নারায়ণ হৃদিবিহারিণী লক্ষ্মী নিতান্ত চঞ্চলা হয়েও সে গৃহ কদাচ ত্যাগ করতে পারেন না।

অম্বালিকা। কীচক সকলের সম্মুখে এই অনুপমরূপ কামিনীর প্রতি অত্যাচার করাতে সভ্যবর্গেরই অপমান হয়েছে। এবিষয় মহারাজকে বিশেষরূপে জানান উচিত, যদি ক্রূরমতি, নিরকলঙ্কী দণ্ডিত নাহয় তাহলে আমাদের মানহানির প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

সৈরিন্ধ্রি! মুখরা কামিনীর ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করে কোন ফল দর্শান সম্ভব নয়। পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা কর, তিনিই প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডবিধান কর্‌বেন। আমার মতে সভামধ্যে নীচকুল-কামিনীর মত ক্রন্দন করে বাচলতা প্রকাশ করা কুলবালার অকর্ত্তব্য।

দ্রৌপ। বিরাট! তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত করলে না; আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান রয়েছেন, তাঁরা সর্ব্বত্রগামী, তাঁরাও আমার প্রতি এই ভয়ানক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখ্‌লেন; কিন্তু, শত্রু-দমনে মনোযোগ করলেন না? হায়, আমার মৃত্যুই ভাল! আমি পঞ্চ প্রধান পুরুষের গৃহিনী হয়েও নিরাশ্রয় যুবতীর মত অসচ্চরিত্র জনের হস্তে অপমান হলাম? আমি মৃগেন্দ্রনাথের প্রণয়িণী হয়েও শৃগালপদ দলিত হলাম? আমার জীবনে ধিক! তাঁরা কিরূপে নিশ্চিন্ত রইলেন? অতিমূর্খ, ধনহীন যুবারাও প্রাণপণে ভার্য্যাকে রক্ষা করে থাকেন, কি আশ্চর্য্য! কেহ উত্তর কর্‌লেননা? হে বিরাট, হে পুরুষবিহীন সভ্যগণ, তোমরা সকলে মূকের মত রএছ, এর কারণ কি? আমি এতক্ষণ কি অরণ্যে রোদন করলাম, আমি কি কারারুদ্ধ ব্যক্তির নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করছি? তোমরা ধর্ম্মকে কি একেবারে ত্যাগ করেছ? আমার বোধ হয়, প্রণয়িণীসহোদর বলে বিরাটরাজ কীচকশাসনে উপেক্ষা কর্‌ছেন। কিন্তু, মৎস্যনাথ! তুমি নিশ্চিত যেন, যুবরাজ, দোষী হলেও তার শাসন করা নরপতির কর্ত্তব্য।

১মসভ্য। মহারাজ, এবিষয়ের বিচার নিতান্ত আবশ্যক

ভীম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) মৎস্যরাজ! আপনার সত্য মহৎ ব্যক্তি মাত্রেরই পরিত্যাজ্য। রাজা অবিচারক হলে পৃথিবী হতে কুশল অন্তর্হিত হয়। কি আশ্চর্য্য, একজন যুবতী, নিরাশ্রয়, আপনার সভাতে অপমান হবার ভয়ে উপস্থিত হলেন, তাকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপনি অমাত্য ও প্রধান সভাগণ সহিত স্বচক্ষে তার প্রতি অত্যাচার দর্শন করলেন? যদি প্রমাণ অভাব হেতু এবিষয়ের যথার্থ নিরূপণে অক্ষম থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা আর কি দৃঢ় সাক্ষ্য আবশ্যক?

বিরা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগানন্তর) এবিষয়ের অন্য সাক্ষ্য অনাবশ্যক, সত্য, কিন্তু মহারাণীর নাম যেহেতু জড়ীভূত রয়েছে, ইহা তাঁর অজ্ঞাতে বিচার্য্য নয়—বিশেষতঃ পুণ্যশীলা স্ত্রী সকল বিষয়েরই অর্দ্ধভাগিনী। আর কীচকও তাঁরই —

যুধি। বল্লভ! তুমি মনুজশ্রেষ্ঠ তোমার ন্যায় ব্যক্তির এরূপ স্থলে কোপোদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু বিরাট-নৃপতি প্রত্যুত্তর না করেন কেন? তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ সৈরিন্ধ্রী সুদেষ্ণার নিকটে গমন করুন—পরে রাজাজ্ঞানুসারে এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।

বিরা। কঙ্কদেব! উপস্থিত বিষয়, বিশেষঃ তত্ত্বানুসন্ধান করে বিচার করতে হবে। আমি এই ঘটনার কারণ অবগত নাহলে কিছু স্থির করতে পারছি না।

দ্রৌপ। বিরাট! আপনি রাজা, আপনার সম্মুখেই যেরূপ অপমান হলাম, তা সভাগণ সহিত স্বচক্ষে দেখলেন। কিন্তু তত্রাচ আপনারা কেউ এবিষয়ের মর্ম্ম বুঝতে শক্ত হলেন না? ধন্য সূক্ষ্মদর্শন! মহারাজ, পাণ্ডবসখা শ্রীবাসুদেব এর বিচার করবেন। এখন আমি অন্তঃপুরে চললাম, আপনি অমাত্য সহিত স্বচ্ছন্দে থাকুন।

(প্রস্থান)

বিরা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক-স্বগতঃ) আমার কীচকের দুষ্কার্য্যতে উপেক্ষা করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু এর মূল বহির্গত করা উচিত, মহারাণী অবশ্যই বিশেষঃ বৃত্তান্ত বিদিত আছেন, এবিষয়ের প্রশ্ন তাঁর নিকট হওয়া বিধি। (প্রকাশে) কঙ্কদেব! আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে, সভাভঙ্গের অনুমতি দেন। সৈরিন্ধ্রীর বিষয় আগামী সভায় বিচার হবে।

(সকলে গাত্রোত্থান ও রাজার প্রস্থান।)

যুধি। মান্যবর সভাপতিগণ! মহারাজের অনুমতি অনুসারে এই বিশেষঃ সভাভঙ্গ হল। আমি আপনাদের নিকট বিদায় হলাম।

অগ্রে যুধিষ্ঠির তৎপশ্চাত ভীমসেন—প্রস্থান।

১ম সভ্য। (অন্যকে) মহাশয়! সৈরিন্ধ্রীর বিষয় মহারাজকে অনু-রোধ করে সূক্ষ্মরূপে বিচার কত্তে হবে। এ বিষয়ে অমনোযোগ কর্‌লে সকলেই নিন্দনীয় হব।

৩য় সভ্য। কিন্তু বিরাটরাজের অমনোযোগের মূল কারণটা বুঝেছেন? ব্যাঘ্র পাশে বদ্ধ, শৃগালমন্ত্রীতে কি ফল?

৪র্থ। আচ্ছা, মহারাজ আগামী সভায় কিরূপ বিচার করেন, দেখা আবশ্যক।

(নেপথ্যে সভাভঙ্গসূচক বাদ্যধ্বনি।)

অন্য সভ্য। সেই কথাই ভাল: এখন চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে সভা ভঙ্গ সূচক-সঙ্গীত।)

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুদেষ্ণার মন্দির।

রাজ্ঞী এবং তিন জন মহিলা আসীন।

দ্রৌপ। (রোরুদ্যমানা প্রবেশ পূর্ব্বক সুদেষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া) সুদেষ্ণে! দাসীকে পীড়ন করবার অন্য কোন উপায় ছিল না? সচ্ছন্দে আমাকে অধর্ম্মী রাক্ষসের মুখে পাঠিয়ে দিলেন? আপনাকে অবলম্বন করে আমি এখানে বাস করছি; পাপিষ্ঠ জনের আশঙ্কায় আপনার নিকট দাসীত্ব স্বীকার করেও সন্তুষ্ট রএছি; নিরুপায় হয়েই আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি — কেমন করে আপনি আমাকে ধর্ম্মদ্বেষী পাপাত্মার নিকট পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন? আজ্ দ্রৌপদীসখা বাসুদেবের অনুগ্রহেই আমি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিছি: নচেৎ কে অনাথিনীকে কুলকলঙ্কী হতে উদ্ধার কর্ত্ত?

সুদে। সখি! ছি! বালিকার মত কাঁদতে আছে? (অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া) যা ঘটেছে, আমি বুঝেছি: তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর কখন স্নেহের দাসী হয়ে এমন পাপ কার্য্যে উৎসাহ দিব না! (সজলনয়নে) আহা! সখি! তোমাকে কুটবুদ্ধি কীচকের নিকট পাঠিয়ে পর্য্যন্ত আমি যে কত মনের অসুখে রএছি, তা জগদীশ্বরই জানেন। ঐশ্বর্য্যই মনুষ্যের ভয়ানক পাপ! আমি সামান্য ধনরক্ষার জন্য কি বিপরীত অসৎকার্য্যেই মতি করেছিলাম? কেন আমার এমত অসদভিপ্রায় হল? আমি রাজ্যলোভ, ভ্রাতৃস্নেহকে পরাজয় করে কেন ধর্ম্মের জয় দিতে পার্লাম না? কেন

স্বার্থসাধনের জন্য আমি পরের ধর্ম্ম বিক্রয় কর্‌তে প্রস্তুত হলাম? ছি, ছি, কি জন্য, সামান্য অর্থ লালসায় নিরাশ্রয় সতীর প্রতি অত্যাচার সম্ভাবনা বুঝ্‌তে পেরেও তাতে উপেক্ষা করলাম? আমার এ মহাপাতকের কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে? আহা! আমার এখন এমন বিবেচনা হচ্চে, যে সুদেষ্ণাদুলাল যুবরাজকে ধর্ম্মের জন্য পরিত্যাগ করলেও এত মনের যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তাম না! প্রিয় সখি! আমায় মার্জ্জনা কর, আমি তোমার কাছে অত্যন্ত দোষী হয়েছি!

দ্রৌপ। ধার্ম্মিকে! আপনার কথায় আমার দুঃখ দূর হল! 'এতে' যদি আপনার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে অনুশোচনাতে সেটী ধ্বংস হয়েছে। আমি দাসী, আমার আত্মা মনভিন্ন সকলের উপরেই আপনার প্রভুত্ব আছে, কীচকের নিকট যাবার অনুমতি করাতেই আপনাতে অধর্ম্ম সম্ভবে না। আপুনি আর শোক করবেন না, আমি শান্ত হলাম; কিন্তু আপনকার সহোদর এই অপকর্ম্মের ফল ত্বরায় পাবেন।

সুদে। প্রিয়সখি! কীচক অতি পাতকী, তা আমি জানি। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। বিরাটেশ্বরি! মহারাজ শয়নমন্দিরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সুদে। (দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি! তুমি এখন নিজমন্দিরে বিশ্রাম করগে, সুদেষ্ণানাথ রাজসভায় গেলে তোমার ঠাঁই বিশেষঃ বৃত্তান্ত শুনব। ঐ বিষয় পুনরায় স্মরণ কর্‌তেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। আজুকের এই ঘটনার জন্য আমি আপনাকে শতবার ধিকার দিই! তুমি আমায় মাপ কর, দুরন্ত যাতে দণ্ড পায় তার জন্য আমি মহারাজকে বিশেষরূপে

অনুরোধ কর্‌বো, যাতে তোমার মান রক্ষা হয় সেজন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত থাকব। এখন আমি আসি. তুমি সরল অন্তঃকরণে বিদায় দেও।

দ্রৌপ। মহারাণী! অনুগতজনকে সন্তানের মত স্নেহ করা আপনারই সম্ভব। এখন সুখে মহারাজের নিকট জান্, আমার জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, সুদেষ্টামাথ আপনাকে নিত্য সুনয়নে দেখুন।

সুদে। পতিব্রতাচারী সৈরিন্ধ্রী সখীর অকপট প্রার্থনা, রাধাবিনোদ অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

(প্রস্থান)

প্রথম, রাঃ মহিঃ। হেঁ গা, সৈরিন্ধ্রি, সখি! কি হয়েছিল? তুমি মহারাণীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তাই জিজ্ঞাসা করিনাই— কীচক মহাশয় কেন তোমার অপমান করলেন? আহা, অবলার প্রতি অত্যাচার করতে অনেকেই সুখী হন! তোমার আসবার পূর্ব্বে, ভাই, রাজরাণী যে কত মনের অসুখে ছিলেন —একবার বল্লেন, 'সৈরিন্ধ্রীকে সুধা আন্‌তে পাঠালাম, কিন্তু এখনো আসচেন্ না। কেন?' তারপর আবার কতক্ষণপরে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন, 'আহা, তবে বুঝি অনুগতজনের আজ্ আমা হতেই সর্ব্বনাশ হল?' দেখ, সখি, মহারাণী কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন্। তা যাহগ্, এর বিবরণটা কি বলনা, ভাই?

দ্রৌপ। আমায় ক্ষমা করুন, আমি ঐ দুষ্টজনের চরিত্র উক্ত কর্ত্তেও অনেচ্ছুক।

দ্বি,রা। কেন গো? তা, আমরা মহারাণী নয় বলে কি কোন কথা শুনবারও অযোগ্য। হোগ, তা বুঝেছি; কিন্তু তুমি ভাই, তার নিকট গেলেই বা কেন? আর অপমানই বা কেন হতে গেলে?

দ্রৌপ। শুভে! মহারাণী যখন আমায় সুধা আন্‌তে অনুমতি করলেন, তখন ত জানতাম না, অভদ্র কীচকের এমন মন্দ মানস আছে।

তাও বরং ভাল, পাপিষ্ঠ যে বিরাটসভামধ্যেও আমাকে তাড়না করতে পারবে, তা আমার বিশ্বাস ছিলনা।

সুরমা। ওমা, সে কি গো? তুমি সভার মধ্যে গেছলে নাকি? তোমাকে রাজরাণী সহস্রবার নিষেধ করেছেন, তুমি মহারাজকে কখন দেখা দিওনা, আর তুমি কি সাহসে বিরাট সভায় রাজার সম্মুখে বেরুলে? একথা মহারাণী শুন্‌লেতো, আর রক্ষা থাকবে না?

দ্রৌপ। ভগিনি! সুদেষ্ণারাণী আমাকে মহারাজের অগোচরে থাকতে অনুনয় করেন সত্য, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক আর বিপদে পড়েই তাঁর নিকটে বিচার প্রার্থনায় গিএছিলাম। আমার তখন এরূপ আশঙ্কা হল, যে যদি সুদেষ্টার নিকট যাই তাহলে এই দুর্দ্দান্ত আমার অনুসরণ করে সেখানেও আমার প্রতি অত্যাচার করতে পারে; কুলমহিষী আমাকে যদি বাহুবলে উন্মত্ত পাপাত্মা হতে রক্ষা করতে অক্ষম হন? তবেই ত বিষম বিভ্রাটে পড়্‌ব। ভামিনি! এই রূপ বিচার করেই বিরাটসভায় গিএছিলাম,—এখন আপনারা আমায় বিদায় দিন্‌, আমি নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া বিশ্রাম করি।

প্রিয়া। কেন গো, আমাদের সঙ্গে কি দণ্ড ভাল করে আলাপ করতেও নাই? তা হবে না, মহারাণীর সখী বলে, কি আমাদের নিকট বসতেও অপমান হয়? তা, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা নাই, বলি, তোমার পাঁচটী না সাতটী কটীগন্ধর্ব্বস্বামী সে সময় কি, আহার খুঁজতে গেছলেন?

দ্রৌপ। কল্যাণি! কথার কটু অর্থ করে কেন আমায় অপরাধী করেন? আমি আশ্রিত দাসী আপনাদের সকলের কথা আমার শুনা উচিৎ। মনের উদ্বেগ প্রভৃতিতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে বিশ্রামকাতর হয়েছি। আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি অপেক্ষা কর্ত্তে পারছিনা। আর আপনি শেষে যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তর সত্বরে দিবার চেষ্টা করব, এক্ষণে অনুমতি করুন আমি যাই।

প্রঃ মহিঃ। তোমাদের অত্যন্ত অন্যায়, ওঁর কষ্ট হয়েছে বল্‌চেন, শ্রমশান্তির ইচ্ছা হয়েছে, তাতে তোমাদের প্রতিবন্ধক করা কেন ?
সৈরিন্ধ্রি। তুমি এখন সচ্ছন্দে যাও: আহা ! ক্লেশ হয়েছে, তার সন্দেহ কি ?

দ্রৌপ। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

দু. দা। আহা ! (দ্রৌপদীর পশ্চাত অবলোকন পূর্ব্বক-মুখ ভঙ্গি করণ)। পরিচারিনী সতী বলচেন গো ? আমরা যাই ! বহুভাবিনী বেশ্যা তবুও আবার ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবতী হয়ে আছেন। কি বল্লে ? কি ? আহা ! স্বধর্ম্ম রক্ষা ভয়ে রাজার সমীপে গেছলেন ! আজ সখীর সতীত্ব প্রকাশ হবে এখন ! এ সংবাদ শুন্‌লে বিরাটেশ্বরী, হুঁ উঁ ? [illegible]নাশিনী চণ্ডীকার মতন উমত্তা হবেন এখন, এমন নয় !

প্রঃ মহিঃ। কেন ভাই ? সৈরিন্ধ্রীর দোষ কি ? মহারাণীর ওকে কীচকের নিকট পাঠানেই অন্যায় হয়েছে। তিনি ত সহোদরের স্বভাব বিশেষরূপ জানেন ?

দা। কেন ? ও না গেলেই হত, বিরাটরাণী তাতে ত আর প্রাণদণ্ড কর্ত্তে পার্ত্তেন না ! আমি একর্ম্ম কর্ত্তে অক্ষম, এই কথা বল্লেই ত হত ? উনি ত আর বৎসরের বালিকা নন, যে কেউ জোর করে পাঠিয়েছিল। তখন আপনিই বোধ হয় সন্তোষ হয়ে গেছেন. তার পর আবার প্রথম যৌবনে স্বভাবভীরু বালিকা যেমন স্বামীর নিকট থেকে পালিয়ে এসে, কাঁদে, তেমনি আরম্ভ করলেন। মহারাণী অঞ্চল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে যেন আরো বৃদ্ধি হল।

দা। কথা নয় ? আবার সেবার যে ভাই, রাগ হল, কি হয়েছে তা বলা দূরে থাক্‌, নিতান্ত ছেলে মানুষের মত কেঁদেই অস্থির। কি আশ্চর্য্য ! আমার নিজের কোন দাসী হলে, তৎক্ষণাৎ পুরীর বাহির করে দিতাম।

প্রঃ য়া। কেন ভাই? তোমার এত রাগের কারণত কিছুই নাই। তোমরা সকলেই জান যে নারী জাতিতে মান ধনকে প্রাণপণে রক্ষা করে থাকেন। সৈরিন্ধ্রী সেই জাতি প্রধান সুতরাং অপমান হওয়াতে শোকের বেগ সম্বরণকর্‌তে নাপেরেই কাঁদ্‌লেন। এতে ওঁর দোষ কি? আর বিশেষঃ সৈরিন্ধ্রী সখী যে একান্ত স্বামীগতপ্রাণ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; উনি ধর্ম্ম নষ্ট ভয়ে ভীত হয়েই অতিশয় কাতর হয়েচেন! আহা! আমার ত ভাই ওঁর কাঁদুনা দেখে, চক্ষুতে জল এসে ছিল!

তৃঃ য়া। আহা! এত গা? মাতা অরুন্ধতী বলেন—স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষ স্পর্শমাত্র স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ঠ হয়; তা স্পর্শ দূরে থাক, এক টীকে না হয় নাই যদি ধর; তার উপর আবার তিনটী; কি আশ্চর্য্য, ওর গলায় দড়ী দিয়ে মরাই উচিৎ। আর মহাবল কীচকের হাত থেকেই যে ধর্ম্মে ধর্ম্মে মুক্ত হয়েছে, তারই বা নিশ্চিত কি? আমার বোধ হয় রাজবাটির কারও চক্ষুগোচর হয়ে থাক্‌বে, তাই গোপন করবার জন্য এত রকম উপায় হচ্চে,—মুল শক্ত করে রাখা হচ্‌চে!

দ্বিঃ য়া। এ কথা হলেও হতে পারে, এও সম্ভব্‌ বটে—এইকথাই সত্য। এতে আর কোন সংশয় নাই। ওঃ! দশসহস্র মত্তহস্তীরমত বলবান্‌ মহাবীর কীচকের গ্রাস হতে মুক্ত হওয়া, সামান্য কথা নয়! বিশেষঃ সকলেইত জান, ভাই, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে কার ক্ষমতা, নিবারণ করে: তার মন হলে মহারাণীরও বাধা দিবার শক্তি নাই! সুদেষ্ণাত বালিকা নন, বৃদ্ধ বিরাটমহিষী সহোদরকে ঘাঁটাবেন! এমন কীচক নয়, জানত?

প্রঃ য়া। মানুষ মাত্রেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সকলকে দেখে। দস্যু কাহাকেই চোর বল্‌তে শঙ্কিত হয় না!

দ্বিঃ য়া। তুমি, ভাই, সকল বিষয়েই আমাদের বিপরীত থাক। আমার প্রকৃতি কি দেখ্‌লে, বল দেখি? একজন দাসীর কথা আন্দোলন হচ্‌চে, আমরা কি তার দৃষ্টান্ত মধ্যে গণ্য হলাম না কি?

প্রঃ মা। কৈ ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে তার দফা [illegible] দিলাম ?

তৃঃ মা। দিলেন নাই বা কিসে ? না ভাই, তুমি আমাদিকে সর্ব্বদাই তাচ্ছল্য কর ? কেন আমাদের ওকে দোষী বলা অন্যায় কিসে ? আর তোমারই তা অসহ্য বোধ হল কেন ?

প্রঃ মা। কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি বিনা কারণে দোষ আরোপিত হলে সকলেরই অসহ্য হওয়া কর্ত্তব্য। আরো বিশেষতঃ আপনার অঙ্গ প্রকৃত পরিষ্কার কি না, দেখে, পরে অন্যকে "তুমি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, তুমি আমায় ছুঁওনা" — বলে উপহাস বা ঘৃণা করা উচিৎ।

দ্বিঃ মা। তুমি আমাদিকে কি অপরিস্কার, অপরিচ্ছন্ন দেখলে ?

তৃঃ মা। সত্যইত, তোমার কথার অর্থ ত ভাল নয় ? তুমি আমাদের যখন তখন এইরূপ নিন্দা কর ? আমরা কিছু বলি নাই ; কিন্তু আজ বলতেই হবে, কেন ভাই ? মনে করত এখানে সকলেই সমান, তুমিই কেন আমাদিকে ঘৃণা কর ?

প্রঃ মা। কেন, ভাই, তোমরা যে সৈরিন্ধ্রীকে দোষী বল্লে তার প্রমাণ কি বল দেখি ? আর কীচক যে ওঁর ধর্ম্ম নষ্টই করেছে, তারই বা নিশ্চিত হল কিসে ?

দ্বিঃ মা। আহা ! এত গর্ব্ব গা ? বল দেখি, কোন শাস্ত্র অনুসারে ও পাঁচটি পুরুষের সহগমন করে ?

তৃঃ মা। তা হবার যো নাই, সেদিকে শূন্য, মাত্রা যা শিক্ষা দেন সেটা ওঁর গ্রাহ্য হল না। ওঁরও সৈরিন্ধ্রীর মত অবলম্বনে ইচ্ছা আছে বুঝি ?

প্রঃ মা। আমার যেন ওঁর মত অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু অনেকেরই যে যৌবন-পদ্ম ফুটতে অপেক্ষা সয়না, গোপনে২ ব্রতচারিনী হয়ে বসে থাকেন ? সৈরিন্ধ্রীত বেদ বাহিতে পাঁচজনের পত্নী হয়েছেন, ওঁর দোষ কি ? ওঁর মা বাপকে বরং দোষী করা যায়।

দ্বিঃস্ত্রী। তবে তোমার আমাদিকে কুলটা, ব্যভিচারিণী বলা হল? তোমার কথার অর্থত ভাল নয়? আজ মহারাণীর কাছে এই কথা উত্থাপন হবে? আমি শপথ করে বলচি, যে যদি সুদেষ্ণা এর বিচার করেন ভালই নচেৎ আজই এ পুরী ত্যাগ করব। আমি ইষ্ট দেবের—

তৃঃস্ত্রী। সত্যইত? কেন তুমি যখন তখন আমাদের নিন্দাবাদ দেবে? তুমি আমাদের কি দোষ পেএছ, যদি প্রকাশ করে নাবল, তবে 'সপতি অনন্তকাল নরকে বাস করবে'!

প্রঃস্ত্রী। এত অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ। আমরা এজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে যাচ্চি তাতে স্বর্গেতো স্থান অভাব হবেই তার সন্দেহ নাই, তবে নরকেও যদি প্রাণপতির সঙ্গে বাস কর্‌তে পারি, তার অপেক্ষা আর কি ভাল বর রমণীর প্রার্থনা। কুলকামিনী স্বামীর সঙ্গে যেখানে থাকেন সেই স্বর্গ, তাঁর পক্ষে সেইটাই বৈকুণ্ঠ, কৈবল্য-দায়িনী উমাদেবী তাই করুন! তোমরা আজ আমার যে শুভকামনা কর্‌লে, তারজন্য চিরকাল বাধ্য রইলাম।

দ্বিঃস্ত্রী। আহা! কি আমার পতিপ্রাণা গা? কি আমার সতী সাবিত্রী গা? তবু যদি সেদিন কীচক আঁচলধরে আকর্ষণ কর্‌তে না দেখ্‌তে!

প্রঃস্ত্রী। সে মহাপাতকী আমার আঁচল ধর্‌তে উদ্যত হয়েছিল, সত্য, কিন্তু বিরাট অন্তঃপুরে অধীনা ব্যতীত আর কে আছেন যাঁরা মদোন্মত্ত কীচকহস্তীর শুণ্ডজড়িত না হয়েছেন। চুরুক সত্যই ধর্ম্ম পক্ষে দ্বিতীয় কৈটভ জন্মেছে; কুলধর্ম্ম পথে ভয়ানক কণ্টক হএচে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

দ্বিঃস্ত্রী। (রোদনস্বরে) তুমি এমন কথা বল? রাজপুরী মধ্যে এমন যুবতী কেউ নাই, কীচক যার ধর্ম্ম নষ্ট না করেছেন? আমি মাতা অরুন্ধতী দিয়ে, এখনি এ কথা মহারাণীকে জানাব। তোমার এত অহঙ্কার কিসে হয়েছে, তাই আমায় দেখ্‌তে হবে? তুমি কেন আমাদিকে নানা কথা শুনাবে? তোমার অহঙ্কার

আমরা কেন সহ্য কর্‌বো? তুমি আমাদিকে কেন তুচ্ছ তাচ্ছল্য কর্বে?

তৃঃয়া। তা সত্যইত, এখানে সকলেই সমতুল। কেন আমরা তোমার দম্ভ সহ্য কর্‌ব? (দ্বিতীয়ার হস্ত ধারণ করি) চলত, এবিষয় তন্ন২ করে বিচার করাতে হবে! মাতা অরুন্ধতী ওঁকে কিছু ভাল বাসেন সেই গর্ব্ব করেন; বটে আচ্ছা; আজ, হয় স্বর্গ নয় পাতাল, হয় এদিক নাহয় ওদিক। চলতো এখনই এবিষয়ের বিশেষঃ রূপে বিবেচনা করাতে হবে। চল, ওঁর অতিশয় তেজ হএচে।

(দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার প্রস্থান)*

প্রঃমা। যাও, যত পার খোষামোদ করগে। আমি বিনা কারনে দোষ দিই নাই। (অগতঃ।) কিন্তু, আমারও মাতার কাছে ওঁর সৈরিন্ধ্রীর যেরূপ প্রশংসা কল্লেন, জানান উচিৎ! তাহলে সঙ্গিনীদের বেশ মান্‌ বৃদ্ধি হবে এখন? আমার ইচ্ছা ছিলনা; একথা দেবী অরুন্ধতীর কর্ণগোচর করি। কিন্তু এখন মাতাকে বৃত্তান্ত না শুনালে তিনি অবশ্য আমাকেই দোষী বিবেচনায় ভর্ৎসনা কর্ত্তে পারেন। এরূপ স্থলে মুখরারই জিৎ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয়গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর।

বিরাটরাজ একান্তে আসীন।

(রাজ্ঞীর প্রবেশ।)

বিরা। (সসব্যস্তে) এস, এস প্রিয়ে! আহা! তোমার অমিয় মধুর নাম স্মরণ হবামাত্রেই মনটা এমনি ব্যাকুল হল; যে, অকালেই সভা-ভঙ্গের অনুমতি ক'রে তোমার কাছে এলাম।

সুদে। সুদেষ্ণাদেবীকে ভক্তি ভাবে নমস্কার করি।

বিরা। থাক্ থাক্, হয়েচে, বস। আহা! প্রেয়সি! তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকা গৃহিনী লাভ করেই আমি ধন্য হয়েছি।

সুদে। আর্য্য! এমন অসময়ে সভাভঙ্গের কারণ কি? আর হঠাৎ দাসীর নামই বা স্মরণ হল কেন?

বিরা। প্রিয়তমে! আমি অহোরাত্র তোমার ঐ সুধাধর হৃদয় মধ্যে প্রতিভাত দেখি! তাতে তোমার মনোরম অমৃতময় নামটি নিত্য স্মৃতিপথে উদিত থাকার অসম্ভব কি? আহা, বিরাটভাবিনি! নিকটে ভাল করে বস না?

সুদে। মহারাজ! আপনার করুণ স্বভাবে এত অনুগ্রহ উপযুক্ত বটে?

বিরা। বিরাটেশ্বরি! আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেবে ত?

সুদে। কেন নাথ, আজ এরূপ আজ্ঞা কর্ব্বার আবশ্যক কি? দাসীকে কোন্ আদেশ পালনে অপ্রস্তুত দেখেছেন?

বিরা। না না, তা নয়! তবে কি না, যে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সভাগণ সহিত না কি, অসমর্থ হলাম; তাই আমার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে জানাতে বাধিত হচ্ছি।

সুদে। নাথ! আপনার প্রবীণ বুদ্ধির অগম্য কি বিষয় আছে, বুঝতে পারছি না। অনুমতি করুন, দাসীর সাধ্য হয়,——

বিরা। তোমার সাধ্য বৈ কি, সে তোমারই ——

সুদে। মহারাজ! কি জন্য উতলা হচ্ছেন? এমন কি বিষয়, যে আপনার বুদ্ধিকে চঞ্চল করেছে?

বিরা। না, তেমন কিছু নয়; বলছিলুম কি? বলি, তোমার ঐ নবাগত দাসীটী কত কাল এখানে বাস করচেন, আর ওঁর স্বভাব চরিত্রই কেমন?

সুদে। মহারাজ, কোন নবাগত দাসীর তত্ত্ব করছেন, বুঝলাম না।

বিরা। ঐ যে কি নামটী বল্লে? আহা! স্মরণ হচ্চে না। দুঃখিনী যোগ্য নামটি বটে! কি নামটী বল্লে আহা! ——

সুদে। সৈরিন্ধ্রী!

বিরা। হঁ, হঁা, হঁা! সৈরিন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী বটে। উনি কত দিন তোমার নিকট নিযুক্ত হয়েচেন!

সুদে। বিরাট অধিপতির তার অনুসন্ধান লবার কারণ কি? আর, তিনিই বা তাকে দেখ্‌লেন কি করে?

বিরা। না না, আমি তার প্রতি নিরীক্ষণ করি নাই। তবে যখন তিনি সন্মুখে আসেন, তখন প্রথম বোধ হল, যেন ভূতলে বিদ্যুদোৎপত্তি হচ্ছে, এ কারণেই হঠাৎ ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করেছিলাম। তা ওঁকে মানবী বলে প্রতীতি জন্মাতে কিছু বিবেচনা কর্‌তে হএছিল, বটে, কিন্তু আমি আর ওঁর মুখচন্দ্রিমার দিকে অবলোকনও করি নাই।

সুদে। কিন্তু, অদৃষ্ট বস্তুর যে কেউ উপমা দিতে পারেন, তা ত শুনিনি।

বিরা। প্রিয়ে! আমার কথাটা প্রণিধান করে, তার‌পর অপরাধী কি না বিবেচনা কর।

সুদে। কি অনুমতি করুন।

বিরা। অর্থাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হবা মাত্র, মস্তক অবনত করে ছিলাম।

সুদে। দেব! দাসীর তর্ক করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু নিবেদন করি, যে না দেখেই কি করে তাঁর মুখের বর্ণনা করা হল?

বিরা। বিরাটলক্ষ্মি! আমি এই কথা উত্থাপন কর্‌বার পূর্ব্বে অনেক বিবেচনা করেছিলাম। আমারও মনে মনে শঙ্কা ছিল, যে এই প্রশ্নতে যদি বিরাটমোহিনী সন্দিগ্ধ চিত্ত হন। কিম্বা——

সুদে। আপনার কথায় বাধা দিতে বাধ্য হলাম। মহারাজ! জগদীশ্বর দাসীর চিত্তকে আমরণ আপনার চরিত্রে অসন্দিগ্ধ রাখুন। কিন্তু আমার একটী নিবেদন হচ্ছে, যে সুদেষ্ণাজীবন ও বিশেষঃ রূপ জানেন—মনে পাপ না থাকলে কখন মানুষের শঙ্কা হয় না।

বিরা। বিরাটমোহিনি! অশেষ বিদ্যাবতী, রাজরাজেশ্বরী সুদেষ্ণার নিকট যুদ্ধে মৎস্যাধিপ বিরাট পরাজিত হলেন।

সুদে। (সহাস্যে) কিন্তু পরাজিত হলাম বল্লেইত পার পান না!

বিরা। প্রেমনীতিশাস্ত্র রাজমহিষী বিশেষঃ পরিচিত আছেন। পরাজিতকে বিধি বিহিতে দণ্ডনীয় করুন। (ক্রোড়ে শয়ন)

সুদে। স্বগতঃ। সুদেষ্ণার মত স্ত্রী হলেই পুরুষকে এমনি করে শুতে হয়। (সহাস্যে—প্রকাশ পূর্ব্বক) নিদ্রাবেশ হয়ে থাকে, শয়ন মন্দিরে চলুন।

বিরা। (অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করি) হঁ, হঁ, চলুন। আহা! আমার রাজলক্ষ্মি!——

সুদে। স্বগতঃ। পুরুষকে বশ কর্ব্বার জন্য স্ত্রীর আমরণ যত্ন হয়, সত্য কিন্তু, এতটাও আবার সময়ে২ ভাল লাগে না।

(অগ্রে রাণী পশ্চাৎ বিরাটসমাদর পূর্ণ সম্বোধন করিতে২ প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উত্তরার মহল।

(উত্তরা বৃহন্নলা ও অন্যান্য সখীগণ প্রভৃতি।)

বৃহঃ। উত্তরে! তুমি কমনীয়রূপে অর্জ্জুনগতপ্রাণ সুভদ্রার অপেক্ষা নিকৃষ্টা নও, সেই জন্যই বলি, অতুলগুণে যদি তার সমান হতে পার, তাহলে বিরাটের সৌভাগ্যের অবধি নাই। যাহগ, তুমি এত যত্ন করে সংগীত বিদ্যা যত দূর শিক্ষা করেছ, আজ আমার নিকট তার পরীক্ষা দেও। বিরাটেশ্বরী অনুমতি করেছেন, এরই মধ্যে একদিন তোমার নৃত্যগীত শিক্ষার পরিচয় লওয়া হবে। নবীনে! গুরুর সম্মুখে আগে পরীক্ষা হওয়া উচিৎ; এতে লজ্জা কর না।

উত্ত। গুরো! আপনার নিকট আমার অবৈধ লজ্জা করাই অন্যায়। আমি শিক্ষার পরিচয় দিতে প্রস্তুত আছি।

বৃহঃ। বৎসে! আগে বীণাতানমিলিত স্বরে সংগীত আরম্ভ কর। (বাদ্যকরীদিগের প্রতি) তোমাদের যন্ত্র সকল মিলিত হয়েছে?

বঃ সকলে। আজ্ঞা, হাঁ।

নিপুঃ। রাজকুমারি! আপনি কাল রাত্রে যে অভিনব গীতটি গান করেছিলেন। সেইটি আগে গান।

উত্তঃ। প্রিয়সখীর মতই গ্রাহ্য। আমি কয়েকদিন পরিশ্রম করে ঐ গীতটিকে এক প্রকার মনের মত করেছি; সুন্দর হয়েছে, কি না, তা গুরুদেব বিচারকর্ব্বেন।

(অর্জ্জুনের অনুপস্থিতে উপবনে পুরবী রাগিণীতে যে গীত গান করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীতানন্তর বৃহন্নলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক)—
গুরো! আজ প্রাতে অন্য একটি গীত রচনা করেছি; অনুমতি,

করেন ত, সেইটিও গান করি, কিন্তু দোষ গুলি সংশোধন করে দিতে হবে।

বৃহ। সুকুসুমে! রচিত গীতে আন্তরিক ভাব প্রকাশ করা মাত্র; সেটী স্বয়ং প্রতিপন্ন কর্‌লেই অতি পরিস্কার হয়। বিশেষঃ তোমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংসোধনের অভাব থাকা সম্ভব নয়।

উত্ত। বৃহন্নলে! আমি আপনার আদেশানুবর্ত্তিনী। সেই গীতটী গান করি। কুমারীর চপলতা ক্ষমা কর্‌বেন!

রাঃ ইমন। তাল একতালা।

বরিলাম তারে মনে।
মন-নলিন প্রফুল্লিত যাঁহারি স্মরণে।
নিবেদন তোরে বিধি, মিলাও সে গুণনিধি,
ভাবি যাঁরে নিরবধি, জুড়াই তাপিত প্রাণে॥

বৃহ। সুভগে! এই গীতটি সরলভাবে কোন নব প্রেমানুরাগিণী কুলবালার নিষ্কলঙ্ক প্রীতিভাব প্রকাশ কর্‌ছে, সন্দেহ নাই। যদি কোন সখীর অনুরোধে প্রস্তুত করে থাক, তবে সেই পবিত্র হৃদয়া, প্রথম প্রণয়িণীকে ত্বরায় ইটী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। গীত দুটীতেই অতি সুন্দররূপে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, বোধ হয়, তার মনোনীত হবে। (স্বগতঃ) ইহার অর্থ আমার মনেই থাকা উচিৎ, আমি যে উহার প্রেমউদ্রেকের বিষয় অবগত হয়েছি, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ রাখাই কর্ত্তব্য।

উত্ত। (সলজ্জভাবে) বৃহন্নলে! এই নূতন গীত আমার কোন আত্মসখীর অভিমতে রচনা করেছি বটে; যদি কোন দোষ থাকে প্রসন্ন হয়ে সংসোধন করে দিন্‌।

বৃহ। অতি উত্তম হয়েছে। গীতের ভাষা সরল হওয়াই উচিৎ।

উত্ত। নিপুণিকে! আমার হস্তে বীণা দেও, তুমিও আজ একটি নূতন

গীত আলাপ কর্‌ছিলে আমি শুনেছি, সেটি মিশ্র রাগিণীতে অতি চমৎকার হয়েছে। (বীণালইয়া) কেন ভাই, তুমিওত আমার সঙ্গে এই উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা কচ্চো? গুরুদেবের সাক্ষাতে লজ্জা কি?

বৃহ। অবশ্য; আমি নিপুণীকাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, ওঁকেও যত্নের সহিত এই মনোহর বিদ্যায় সুনিপুণ কর্‌ছি। তোমরা গীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া, তার পর, উভয়েই নৃত্যশিক্ষার পরীক্ষা দিবে।

নিপু। আমাদের রাজকুমারীর বাগ্মীপকশক্তি অসাধারণ। আমি কখন গোপনে একটি গীত গেয়েছিলাম, অমনি কাণে উঠেছে। সে কি গুরু-দেবের নিকট প্রকাশ যোগ্য?

উত্ত। সে হবেনা ভাই. কেন, আমাকে আমার গীতটীই গান কর্‌তে বল্লে? নিপুণিকে! তোমাকে সেইটীই গাইতে হবে।

নিপু। আচার্য্য মহাশয়ের আজ্ঞা, আর রাজনন্দিনীর আদেশ, কাযে কাযেই, বাধ্য হলাম, বিশেষতঃ নিজ গুণে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাগ— [illegible] একতালা।

নট—নাগরবর, রসিক সাগর, প্রেম আগর; হো।
গোপী জন মন মোহন মুরারি, অধরে বাঁশরী
বাজাও; হো। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, জলধর শ্যাম,
মরি কি সুঠাম, রাধা বিনোদন; এস হে সত্বরে,
বিরাজ অন্তরে, মদন দমন নিবার; হো—

রাজনন্দিনি! অনুগত সখীকে অপ্রস্তুত কর্‌বার আর কি উপায় ছিলনা?

উত্ত। কেন ভগিনি, এই গীতটিতো সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়েছে?

বৃহ। নিপুণিকে! লজ্জিত হবার আবশ্যক নাই। আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তোষ হলাম। এখন তোমরা উভয়ে তালবিশুদ্ধ

নৃত্যকর ; আমি স্বয়ং জয়মতী মন্দিরা বাদ্য করি।

(রাজকুমারী ও নিপুণীকার ক্রমে সকল নৃত্যোপযোগী তালে নৃত্যের পর—উপবেশন)

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

। ওহে, নটের গুরো! আপনাকে রাজমাতা স্মরণ করেছেন, শীঘ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌গে।

বৃহ। উত্তরে! তোমরা শ্রম অপনোদন কর, আমি বিরাটেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করে আসি।

উত্ত। আসুন।

(বৃহন্নলার প্রস্থান

কঞ্চু। হা, হা, হা, রসিকই পুরুষের চতুরতাই প্রধান অবলম্বন। হা, হা এমন সুরসিক, সুপুরুষ যুবাকেও রাজকুমারী গ্রাহ্য করেন না কি আশ্চর্য্য, কিশোর বয়সে শতগুণে বিদ্যাবতী হলেও প্রেমপদ্মটি প্রস্ফুটীত হয়না। আমি বহুপরিশ্রম করে যে, রতিশাস্ত্রটা গ্রাস কর্‌লুম, তা বৃথা হল। তা হগ, উষ্ণ অন্নটা, শীতল করে আহার করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। হা, হা, হা!

উত্ত। কর্ত্তাদাদার, কি অনুমতি হয়? আসুন, এইখানে বসুন কি বল্‌চেন কি?

কঃ। (উপবেশন—মস্তক কণ্ডুয়ন) হুঁ, তাই ত বলি, ক্রমে উৎফুল্ল হচ্‌চেন কিনা? হা, হা, হা!—বলছিলাম কি? বলি, সংগীত বিদ্যা শিখ্‌ছেন শুনলু, তাই একবার এলাম—বলি, আমার কোকিলকণ্ঠা ময়ূরীটি স্বভাবের কেমন উন্নতি কর্‌চেন এক্‌বার দেখে আসি? আর একটী নূতন গীত 'নির্ম্মাণ' করেছি, তাই শুনাতেও এলেম, আর শুন্তে, আসা তো, বটেই।

নিপু। আচ্ছা, আপনার গীতটি আগে শুনান; তারপরে আমাদিকে যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো।

কঃ। হাঁ, হাঁ, তা, এমনি দাতাই ত বটে? রাজকুমারীর প্রিয়সখী কিনা? তা হবেইত। তা আচ্ছা, [illegible] মধুরভাবসঙ্গত গীতটী আলাপ করি—কিন্তু তোমাদিকে নৃত্য কর্‌তে হবে।

নিপু। তা অবশ্য; আমাকে আপনি যা আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি সম্মত আছি।

কঃ। আর, কেন? ওঁরও কি অনুগ্রহ হবেনা নাকি?

উত্ত। মহাশয়! আমায় মাপ করুন। আমি কিছু অসুস্থ আছি।

কঃ। হাঁ, তা—কমলিনী মুকুলাবস্থায়, ভৃঙ্গরাজের আলাপে কর্ণপাত করেন না সত্য, কিন্তু তা ত নয়, তা হবে না। তোমাকে আমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তেই হবে। উঠ্‌বে না? আচ্ছা আমিও এই অভিমান করে চল্লাম; মহারাজকে বলিগে, বলি, আপনার কুমারী আমায় প্রত্যাখ্যান কল্লেন।

(উত্থানে উদ্যত)

উ। (হস্তধারণ করিয়া) না, না, বসুন বসুন, রাগ কর্চ্চে আছে? আমি এক্‌টা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি একান্ত বিবাহ না করে ছাড়্‌বেন না?

কঃ। হাঁ, হাঁ, তাইত বলছিনু, সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন কর্‌চেন কি না? তা রসজ্ঞ সারগ্রাহী হবেন তার সন্দেহ কি?—কিন্তু এত দিনের পর আবার কথাটা পুনঃপ্রশ্ন হল যে?

উত্ত। না,—বলি, তা হলে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কোথায় যাবেন?

কঃ। কেন? তাকে পরিত্যাগ কর্‌ব। সে ত নিষ্পীড়িত চ্যুত ফলের ন্যায়—বুঝেছ কি না?—তাতে আর আবশ্যক কি?

নিপু। বস, আমি কালই দিদীঠাকুরাণীকে এই সংবাদ দিয়ে আস্‌চি।

কঃ। নিপুনিকে! তোর পায় পড়ি, তুই ব্রহ্ম হত্যা করিস না। হায় ২ এ কথা শুনলে তিনি এক মাস সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌বেন না, এক বৎসর আমার সঙ্গে——আহা! তা হলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

প্রাণটি এমন স্বরূপ জীবনাধারকে অতিশয় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ কর্বে। আহা, ব্রাহ্মণী আমার,—

উত্ত। সে কি মহাশয়? আপুনি এইমাত্র তাকে ত্যাগ কর্ত্তে চাইলেন, আবার তাঁর নামে এত প্রেম প্রকাশ কচ্ছেন?

কঞ্চু। না, বলি, তাকে না হয়, তোমার পাচকী করে রেখে দেব।

উত্ত। তা হবে না, আমি সপত্নীর সঙ্গে একত্রে থাকতে পার্ব্বোনা; সপত্নী জালা আমাদের পক্ষে একটী অভিশাপ।

কঞ্চু। তা তুমি যা বলবে, তাইতেই প্রস্তুত আছি। আরো একটা কথা বলি, এমন সুন্দর, সুরসিক, সুগঠন, সুপুরুষ, আর কোথা পাবে বল দেখি? মহারাজ কি, অল্প দুঃখে আমাকে জামাতা কর্ত্তে চান শত বলি আমাকে ঐটী ক্ষমা করুন ততই কেবল লোভ দেখিয়ে ২ ভুলান।

উত্ত। তাসত্যই ত, এমন যুবাকুলের দর্পচূর্ণ, পুরুষকে কে না বরণে ইচ্ছা করে।

কঃ। হা! হা! হা! আমি ত ঐ গুণেতেই মুগ্ধ হয়ে আছি। আজ এমন কুমুদিনী যে চন্দ্রের জন্য প্রস্ফুটিত হচ্চেন তিনিই পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভাগ্যবান!

নিপু। কেন, কর্ত্তা কি ভয়ে পেচ্ছু হলেন নাকি?

কঃ। নিপুণিকে! তুমি নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, কথাটির তাৎপর্য্যটাই গ্রহণ করলে না? এইজন্যই আমি তোমায় অরসিকা বলি।

নিপু। আপনি আমায় ঘৃণা করেন, আচ্ছা, আর আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আমি বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে মরেও যাই, সে স্বীকার; কিন্তু—

কঃ। ও নিপুনিকে! আমায় রক্ষা কর। আমি তোর সঙ্গে না বকে এক মুহুর্ত্তও বাঁচবনা। নিপুনিকে! আমায় রক্ষা কর, আমি 'পলকে প্রলয় জ্ঞান না হেরিলে মরি'! আমি তোর পায়ে পড়ি ভাই, তুই আমার স্বর্ব্বস্ব ধন, তুই আমার আর—কত বলবো।

পু। ছি, ছি, আপুনি ব্রাহ্মণ, ও কি? ও কথা কি বলতে আছে?

কঃ। হাঁ হাঁ! দায়ে পড়ে জানতো, তিনিও, ঐটে—আর নাম কর্ বনা বক্ষে গ্রহণ করেছিলেন।

নপু। আবার ঐ কথা! তবে যাও, তবে আমি কথা কইব না।

কঃ। আচ্ছা, হস্তে ধর্‌চি কথা কও, অভিমানিনী মান ভঙ্গ কর? আদরিণি! তোমার—এর জীবন রক্ষা কর। আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েচে।

নপু। আচ্ছা, আগে বলুন দেখি; রাজনন্দিনী কি আমি; আপুনি এর মধ্যে কাকে অধিক ভাল বাসেন? তবে কথা কইবো, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

কঃ। (অন্তরালে) আহা! নিপুণিকে! চক্ষুচকোর তোমারি বদন-সুধাকর দর্শন আশে ব্যস্ত কালেই, অমনি ব্যগ্র হয়ে এখানে আসি!

উত্ত। ওকি মহাশয়! আপনি নিপুনিকাকে যা গোপনে বল্লেন, আমি বুঝেছি। আচ্ছা! আর আপনার সঙ্গে কথন আলাপ কর্‌বে না। আমি এখান থেকে যাই, আমার উপস্থিতে আপনার নিপুনিকার সঙ্গে বিশেষরূপ আমোদ প্রমোদ হচ্চেনা, বুঝেছি।

কঃ। স্বগতঃ। এই বারেই সর্ব্বনাশ! এঁকে সান্ত্বনা করা বড় সহজ নয়, আচ্ছা গান শুন্তে এসেছিলাম—বাপ্! যাহগ, দেখি, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, (প্রকাশে) ভদ্রে! নিপুণীকাকে তুমি সহোদরার মত স্নেহ কর, এইজন্যই উনি সমতুল্যরূপে আমার প্রণয় ভাগিনী হয়েচেন। আপনাতে আর ওঁতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; এইজন্য আপনাকে তুল্য অংশে বিভক্ত করে, উভয়ের অন্তরেই বিরাজ কচ্ছি।

উত্ত। এ বুঝি দুদিক্ বজায় রাখা হল? যাহগ, এখন আপনার গীতটী আরম্ভ করুন। আমি বীণাবাদন করি; নিপুনিকা নৃত্য করুণ।

কঃ। কেন, তোমার অনুগ্রহ হবে না? তবে আমার এখানে থাকা অনুচিৎ।

উত্ত। সে কি, মহাশয়! অমন কথা বল্‌তে আছে? আমি আপনাকে নমস্কার করি, আমাকে ক্ষমা করুন।

কঃ। আচ্ছা, তবে নিপুণীকা নৃত্য কর, আমি সপ্তস্বর সংযুক্ত 'অমিয় মধুর সঙ্গীতটি আলাপ করি। (বাদ্যকরীর প্রতি) কিগো, ঠিক তাল দিতে পারবে তো?

বাদ্যকরী। আজ্ঞে সঙ্গে করে নালয়ে গেলে, বোধ হয় পারবো না।

কঃ। আচ্ছা। তার চিন্তা নাই। নিপুনিকে! উঠ, আর লজ্জায় কাজ কি? আমার নিকট লজ্জা করতে আছে? ছি! উঠ!

নিপু। এই উঠিছি। (স্বগতঃ।) তোমায় নাচাতেই উঠলুম। (অপর এক সখীকে) তুমিও উঠত ভাই, বুড়ত ছাড়বে না, তামাসা দেখনা?

অনা সখি। আচ্ছা, কি কর্‌তে হবে বল?

কঃ। নাচ্‌তে হবে সো, নাচ্‌তে হবে। (সঙ্গীত)

এমন দিন কি হবে। হায়!

মনের মতন, প্রাণের রতন, বিধি মিলাইবে।

যতন করে বক্ষে ধরে, তুষ্‌ব তারে প্রেমাদরে;

তোমরা তখন সাধকরে, যুগলরূপ দেখিতে যাবে।

(হায় ২ তোমরা ইত্যাদি।)

আহা, হা। ২ মরে যাই, মরে যাই। নিপুনিকে! তুমি চিরজীবি হও! নবীনে! তুমি চির যৌবনা হও। আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করি। আহা! "গজেন্দ্র গামিনীধনি, কোটিকরি অরি জিনি"। আমরি২ আহা, হা! বাথাক্ অদৃষ্টে। (উঠীয়া নৃত্যারম্ভ এবং গীত) "মরিমর বো ক্ষতি কি তায়," ইত্যাদি (উত্তরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক,) রাজকুমারি! এদিকে দেখুন, কেমন ময়ূর গঞ্জিত পদ বিক্ষেপ দেখুন? "হায়, হায়," 'সেদিনে কি বাঁচে প্রাণ। যারজন্যে মরি আমি ";—বিরাটনন্দিনি! দেখুন একবারকটীদেশের ভাব্‌খানা দেখুন! আপনাদের দৌরাত্মে রাজহংস এসে এই

-খানেই লুকিয়েছে, (নিপুণীকার উপবেশন) দেখুন্ একবার, আপনার নিপুণীকার আর পদক্ষেপণ দূরে থাক্ দাঁড়াবারও ক্ষমতা নাই? হা! হা! হা!—

উত্ত। ঠাকুরদাদা! আবার নিজের চাল্ টি ভুলে যাবেন; স্থির হন। পৃথ্বী মাতা বাঁচুন্। আসুন, আমি বাতাস করি।

কঃ।(রাজকুমারীর হস্ত হইতে ব্যজন লইয়া) তা অবশ্য; এ শ্রমের পুরস্কার আপনি না হলে দেয় কে? কিন্তু তাহলে যে এখানে হয় না, আপনার আদরের সখী যে আজ, আসল কাজে যত না হগ্ লজ্জায় দ্বিতীয় সরিদ্বরা উৎপত্তি কর্‌চেন। (নিপুণীকাকে ব্যজন) আহা! জীতব্যক্তি অপেক্ষা ঘর্ম্মটা পরাজিতেরই অধিক হয়ে থাকে।

নিপু। ঐ ত, আপনার কথা গুল নিতান্ত অসহ্য। (ব্যজন লইয়া) দিন্ আমায় দিন্। (ব্যজন)

কঃ। এই দেখ দেখি, ঘুরে ফিরে কেমন আসলে দাঁড়াল? হা, হা, হা! পুরুষের চতুরতাই প্রধান অবলম্বন।

(বৃহন্নলার প্রবেশ)

বৃহ। প্রিয়দৃষ্টে! রাজমাতার আজ্ঞা, কালই তোমার সঙ্গীত বিদ্যার পরীক্ষা হবে।

উত্ত। মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

কঃ। আমাকে সঙ্গে নাচ্‌তে হবে?

বৃহ। আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে সঙ্গে নাচ্‌তে হবে বৈ কি; গুরু সঙ্গে না থাকলে কি শিষ্যের ভরসা হয়?

কঃ। হা, হা, হা! বুঝ ত? আচ্ছা, রাজকুমার! তবে আপনারা বসুন আমি আসি?

উত্ত। আবার কাল আসবেন?

কঃ। বাঃ আসব না? এরি মধ্যে পুরাতন হয়ে গেলুম বুঝি? ছি! হা, হা, হা।

উত্ত। ([illegible]) মামা, আপুনি আসুন, আমার দোষ হয়েছে।

কঃ। (সহাস্যে) তাই বল—আসব বৈ কি—কোন দিনইনা আসি? নিপুনিকে! আসি তবে ভাই, মনে রেখ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

উত্ত। সৈরিন্ধ্রি! (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এস, এস, (অর্জ্জুনের প্রতি) বৃহন্নলে! আমি মাতার কাছে শুনেছি, রমণীতে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সৈরিন্ধ্রীতেই সেগুলি আছে, এঁকে আমার আপনার মায়ের মতন ভক্তি কর্ত্তে ইচ্ছা যায়। (দ্রৌপদীর প্রতি) সৈরিন্ধ্রি! ভদ্রে। তুমি আমার কাছেই বস।

দ্রৌপ। কুমারিকুলচন্দ্রিকে! আপনার সরলতাতে বিশেষঃ বাধ্য হলাম। আপুনি মার্জ্জনা করুন, আমি দাসী, দাসীর আসনই আমার উপযুক্ত!

উত্ত। তা হবেনা, ভগিনি! তুমি যদি ঐখানে বস, তবে আমিও তোমার নিকটে যাব! (নিকটে গমন)

দ্রৌপ। সুশীলে! এরূপ শীলতা বৃহন্নলা শিষ্যার পক্ষে অসম্ভব নয়। (হস্ত ধারণ করে) আচ্ছা, চলুন, আমি আপনার নিকটেই বস্‌চি।

১ মা। (২ য়া সখীকে) আহা, সৈরিন্ধ্রীকে দেখ্‌লে আমাদের জীবনে ঘৃণা হয়, দেখছ ভাই, রাজনন্দিনীর কাছে বসতে কে দাসী,——

২ য়া। আহা, যেন পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্রটীকে ঢাকা দিলেন।

তৃ য়া। কেন ভাই আমাদের রাজকুমারী বা দেখ্‌তে মন্দ কি?

১ মা। না, না, মন্দ কে বল্লে, এ রাজ্যে ওঁর মত আর কটী আছে, দেখাও দেখি।

তৃ য়া। চুপ কর ভাই, আস্তে কথা কও!

২ য়া। কেন? সত্য কথার মার নেই; আমরাত আর কাকে নিন্দা কচ্চি না।

তৃ য়া। আমরা দাসী আমাদের ওসব কথায় কাজ কি, ভাই চুপ কর।

অর্জ্জু। সৈরিন্ধ্রি! কীচক তোমাকে বিনা দোষে অপমান করেছে শুনে, অন্তরে ব্যথা পেলাম।

দ্রৌপ। নপুংসক স্ত্রীদুঃখে দুঃখিত হন, কখন শুনি নাই; আর, আপনি 'অন্তরে ব্যথা পেলাম' বল্লেইত কারো অপমান দূর বা মান বৃদ্ধি হল না।

১মা। আহা, কেমন মিষ্টস্বরে কথা কচ্চেন! বোধ হয় বীণাযন্ত্র মিলয়ে সুর দিলে ঠিক মিলে! আহা, যদি কখন নারীজন্ম লতে হয় তবে যেন সৈরিন্ধ্রী হয়ে জন্মাই।

অর্জ্জু। সুদেষ্ণাসখি। জগদীশ্বর আমাকে ক্লীব করেছেন, আমিও বাধ্য হয়ে স্ত্রীগণের অন্তঃপুরে বাস কচ্চি, আমাকে এখন তার মধ্যে গণ্য করাই উচিৎ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আলয়ে উভয়ে বহুকাল একত্রে বসতি করেছি. সুতরাং পরস্পরের দুঃখে কাতর বা সুখে আনন্দিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

দ্রৌপ। স্বগতঃ; কালে কত দূর বিপর্য্যয় ঘটাতে পারে? দেবপতিশচী-নাথ যাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনিও আজ. 'আমাকে অবলাজাতি মধ্যেই গণ্য কর,' অম্লান মুখে বল্লেন। কিন্তু এ অবস্থায় এঁর আশ্রয় লওয়া কিম্বা দুরন্তের শাসন কর, বলে অনুরোধ করাত উচিত নয়।

উত্ত। সৈরিন্ধ্রি! ক্রূরবুদ্ধি কীচক তোমার প্রতি অত্যাচার করেও উপযুক্ত দণ্ড পেলেন না; এইজন্য আমরা নিতান্ত দুঃখিত হয়েছি। বারবার মাতুলের অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখে আমি মাতার সহিত যে কত লজ্জিত আছি, তা বল্‌তে পারি না।

দ্রৌপ। সরলে! আপনারা আমার দুঃখে কাতর আছেন, এইজন্যই আমি কোনরূপে তা সহ্য কর্‌ছি। কিন্তু কীচকের দণ্ড পাওয়ার জন্য চিন্তা কর্‌বেন না; পাপের বৃদ্ধি অতি অল্প দিনের জন্যই হয়ে থাকে।

নিপুণিকাপ্রভৃতি সকলে। আহা! জগদীশ্বর করুন্, তাই হোক্।

দ্রৌপ। তোমাদের সরল হৃদয়ের প্রার্থনা দ্রৌপদীসখা বাসুদেব অবশ্যই পূর্ণ কর্বেন। (অর্জ্জুনের প্রতি) বৃহন্নলে! আমি দুঃখ জানাতে,আপনার নিকট আসিনাই; কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যাকে শিক্ষা দিয়া আপনিত সন্তুষ্ট আছেন; এটিই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছিলাম।

বৃহ। সৈরিন্ধ্রি! এমন বুদ্ধিমতী, নম্রস্বভাবশিষ্যাকে শিক্ষা দিয়ে আনন্দলাভ করা আশ্চর্য্য নয়। আমি নিয়ত অর্জ্জুনসখার নিকট প্রার্থনা করি যেন বৎস উত্তরা, পাণ্ডবদিগের লক্ষ্মী ও অর্জ্জুনহৃদয়বাসিনী কৃষ্ণার ন্যায়সমূহ উৎকৃষ্টগুণে ভূষিত হন্।

দ্রৌপ। পাঞ্চালী মস্তকমণি পার্থের প্রিয়বন্ধু এই প্রার্থনা পূর্ণ নাকরাই অসম্ভব। (উত্তরার প্রতি) নিরুপমে! আমি, উপস্থিত হওয়াতে বোধহয় আপনকার পাঠের ব্যাঘাৎ হচ্ছে, — এখন আসি।

উত্ত। কাল্ আবার একবার আসবেন?

দ্রৌপ। রাজবালে! সৈরিন্ধ্রী দাসী, আপনাদের অনুমতি পালনে অক্ষম থাকাই তার অন্যায়।

উত্ত। (গাত্রোত্থান-করিয়া) আচ্ছা, তবে আসুন্।

দ্রৌপ। বৃহন্নলে! দুঃখ মোচন কর্ত্তে নাপাল্লে বিজ্ঞ লোকে কাতরমাত্র হয়ে শরীরশীর্ণ করেন না। তুমি সচ্ছন্দে রাজকুমারীর সহিত অবস্থান কর; সখী সম্বোধন করে যিনি দ্রৌপদীকে গৌরবান্বিত করেছেন, তিনিই তাঁকে রক্ষা করবেন।

বৃহ। ভদ্রে! তুমি পাণ্ডুনন্দনদিগের যাজ্ঞসেনীর আত্মসমা সখী, সুতরাং তাঁর পবিত্র স্বভাব তোমাতে বিশেষঃ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

দ্রৌপ। নিপুণিকে! তবে তোমরা বস আমি এখন আসি।

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) এস, এস, আহা, সৈরিন্ধ্রি! আমরা তোমার সঙ্গে আলাপ করে কত সন্তুষ্ট থাকি তা বল্‌তে পারি না।

দ্রৌপ। পার্থহৃদয়ভাগিনীর প্রিয়সখা তোমাদের মঙ্গল করুণ, তামরা বস, আমি আসি।

(প্রস্থান)

উত্ত। বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মতন রূপ গুণপূর্ণ কামিনী আপনি আর কোথাও দেখেছেন? আমার বোধ হয় ওঁর তুলনা নাই। আর দেখুন, ওঁতে যে একটি বিশেষ মহত্ত্ব আছে, আর সেটী যে উনি অতি কষ্টেই গোপন করে রাখেন, তা ওঁর সঙ্গে আলাপ কল্লেই বুঝতে পারা যায়।

নিপু। রূপগুণ সকল রকমেই বড়, আমার বোধ হয় ওঁর মত আর কেউ নাই। আহা! উনি যাঁর সখী বলে পরিচয় দেন, তিনি যে কেমন্, তা আমাদের মনেও ধারণা হয় না।

সখীগণ। আ, হা, হা! তা বৈ কি, তার সন্দেহ আছে? ওঁকে দেখ্লেই যেন কোন দেবী বলে, বোধ হয়। আহা, শরীরে কি মনে, কোন খানে যদি একটাও দোষ আছে; স্ত্রীজন্ম নিতে হয়, তবে অমনি হওয়াই ভাল।

উত্ত। বাস্তবিকই তাই। কিন্তু মাতুল আমার কি নিষ্ঠুর, কি মহাপাতকী? মানুষে যে এতদূর অসৎ হয়, আমি স্বপ্নেও তা বিশ্বাস করিনি। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন ওঁর মনের শীঘ্র সুপরিবর্ত্তন হয়।

নিপু। রুক্মিণীমোহন করুণ যেন উনি উপযুক্ত শাস্তি পান।

সকলে। তা নয়ত কি? "উনি আবার সচ্চরিত্র হবেন?" তা কখনই না। কলির শেষে যখন সত্যকাল হবে, তখনও বোধহয় অমন প্রকৃতির লোকে ভাল হওয়া ভার।

অর্জ্জু। বৎসে, উত্তরে! আজ তোমাদের পাঠ এই পর্য্যন্ত থাক, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হল; চল সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা জন্য উপবন কেমন সজ্জা কর্‌ছেন দেখে মনকে সুস্থ করিগে।

উত্ত। চলুন,—স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌তে আমি বড় ভাল বাসি। নিপুনিকে! চল, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল।

সকলে। চলুন।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনশালা, ভীমসেন গৃহ।

(ভীমসেন নিদ্রিত এবং দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ। হিড়িম্বানাথ! সুখে নিদ্রা যাচ্ছ? যুবতী রমণীকে পাপাত্মা অসৎ ব্যবহার করবার সম্ভাবনা জেনেও নিশ্চিন্ত রএছ? (নিকটে গিয়া) আহা, চিরদুঃখিনী পাঞ্চালী, প্রাণেশ্বরদিকে সচ্ছন্দে থাকতে দেখলেই সুখী হতে পারে, কিন্তু, নীচমতি কীচকের পদদলিত হয়েও তার শাসনে উপেক্ষা করলে, মহাবাহু পবনাত্মজের হৃদয়ভাগিনী বলে পরিচয় দিতে তাকে যে লজ্জিত হতে হবে। হায়, যে স্বরবারের প্রণয়ভাগিনী হয়ে, রাজমাতা হিড়িম্বা অসীম রাক্ষসরাজ্যের ঈশ্বরী হলেন, তার ধর্ম্মপত্নীই আজ পাষণ্ড হস্তে অপমান হল? (পদতলে উপবেশন) প্রাণনাথ! বীরচূড়ামণি, মধ্যম পাণ্ডবের শ্রীচরণ সেবা নিরত দাসীকে আজ কুমতি বিরাট সেনাপতি পদাঘাৎ করলে?, প্রাণেশ্বর! দুঃশলানাথ তোমার ভগ্নিপতী হয়েওত এর অপেক্ষা সামান্য দোষে নিস্কৃতি পান নাই। (আত্মগতঃ) কিন্তু আমার এস্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা উচিৎ নয়। (ভীমসেনের ক্রোড়সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক) হৃদয়েশ্বর, একে তোমাদের বিরহ অনলে দগ্ধ হচ্ছি, তার উপর এ অপমান বিষ যে আর সহ্য হয় না? কৃষ্ণাপ্রিয়! বিরাট অন্তঃপুরবাসি প্রমিলাদের তাড়নাতে আমার শরীর কত শীর্ণ হয়েছে দেখ? নাথ! তোমার গভীর নিদ্রাত আমি স্পর্শমাত্র ভঙ্গ হত? কিন্তুআজ তোমার সে সুখ অনুভব হচ্চে না?

ভীম। (স্বপ্নাবস্থায়) অয়ি পাঞ্চালি! ভয় নাই, দুর্ম্মতি সত্বরেই যম সদনে গমন কর্ব্বে!

দ্রৌপ। আহা! প্রাণকান্ত! নিদ্রাবস্থাতেও তোমার পাঞ্চালীর দুঃখ আলোচনা কচ্ছ! আমি ব্রজকিশোরের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি, যেন অবলামাত্রেই তোমার মত পতী পান।

ভীম। (অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায়) কৃষ্ণে! তোমার সহিত সপ্নের আলাপনও নিতান্ত সুখকর।

দ্রৌপ। পাণ্ডবদাসী মহাগুরু স্বামীর চরণে প্রণিপাত কচ্ছে।

ভীম। (নিদ্রাভঙ্গ) একি? বিরহদগ্ধ আমাদের দুঃখভাগিনী-কৃষ্ণা, কি সত্যই আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন? স্বপ্নে প্রকৃত স্পর্শ-সুখ অনুভব হওয়া ত অতিশয় বিচিত্র!

দ্রৌপ। দাসী যে অনেক দিন তোমার শ্রীচরণ সেবা কর্ত্তে পায় নাই—

ভীম। পাণ্ডবসম্পত্তি! এ কি? তুমি কি প্রকারে এখানে এলে? এ বিষয় কেউ অঙ্কুশমাত্র জান্তে পাল্লেই ত অনর্থ ঘট্‌বে। আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তাতে এরূপ অসাবধান নিতান্ত অন্যায়। কি জন্য তুমি আমার কাছে এসেছ, তা শীঘ্র প্রকাশ করে বল— প্রিয়ে! মধ্যম পাণ্ডব নিতান্ত বাধ্য হয়েই যাজ্ঞসেনীর প্রতি এরূপ অসরস বাক্য প্রয়োগ কচ্ছেন!

দ্রৌপ। হৃদয়নাথ! আপনার সে শঙ্কার আবশ্যক নাই, আমি সাবধান হয়েই এসেছি। কিন্তু আমার এখানে আসবার কারণ আপনার কি জন্য স্মরণ নাই, তা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। পাণ্ডু সন্তানেরা পাঞ্চালীর প্রতি নির্দ্দয় হয়েছেন এ কথা আমি প্রাণ থাক্তেও বিশ্বাস করি না; আর তাকে অপমান হতে দেখেও তাঁরা যে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন সেটিও নিতান্ত অসম্ভব। প্রাণনাথ! দুষ্ট কীচক আমার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করেও শাসিত হল না এজন্যে আমি সুদেষ্ণার দাসীদের পর্য্যন্ত কত উপহাস সহ্য কচ্ছি তা কি করে বল্‌ব? তারা সর্ব্বদাই বলে, গন্ধর্ব্বরা বুঝি

সৈরিন্ধ্রীকে ছেড়ে গেছে? তাও যাহগ্ আপনাদের অপেক্ষায় এ সব আমি সহ্য কর্তাম কিন্তু মন্দস্বভাব কীচক যে, যখন তখন "সৈরিন্ধ্রি! কৈ তোমার নপুংসক গন্ধর্ব্বপতিগণ আমার কিছুই কর্ত্তে পাল্লেনা?" বলে উপহাস করে, সেটী বিষযুক্ত শূলের মত মর্ম্ম ভেদ করে আমার হৃদয়কে ব্যথা দিচ্ছে।

ভীম। পাণ্ডবজীবন! দুর্ম্মতি যখন তোমার অঙ্গে পদাঘাৎ করিল, আমি তৎক্ষণেই তাকে যম সদনে প্রেরণ কর্ত্তে প্রস্তুত হয়ে ছিলাম, কিন্তু পরমপূজ্য ধর্ম্মরাজ প্রকাশ আশঙ্কায় আমাকে ইঙ্গিত করে নিবারণ কল্লেন সুতরাং শৃগাল কেশরীকে স্পর্শ করেও পরিত্রাণ লাভ করেছে। প্রিয়ে! আমাদের অজ্ঞাতকাল অধিকাংশই গত হয়েছে, অবশিষ্ট সময় অপেক্ষা কর, আমি কীচককে এ পৃথিবী হতে অপসৃত করে বিরাটের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করব।

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত! পাঞ্চালীর অভিলষিত কুসুম আহরণ জন্য আপনি সমস্ত যক্ষকুলের বিপক্ষে দাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আপনার আজকার এই উত্তরে বিবেচনা হচ্ছে, অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটলে আপনার ন্যায় মহাত্মার অপরিবর্ত্তনশীল চিত্তের ও বিকৃতি জন্মাতে পারে। নাথ! মহাযশা ভীমসেন অজ্ঞাতবসৎর অপেক্ষা করে শত্রুশাসনে অনুদ্যত ছিলেন, ভারতরাজ্য মধ্যে ইটি কেহই বিশ্বাস কর্বেন না। আরকাল প্রাতেই পুনরায় মহিলারা আমাকে ঘৃণা করে বলবে "কই সৈরিন্ধ্রি! তোমার গন্ধর্ব্বপতিগণ কীচক সিংহের লাঙ্গুল লোমও উৎপাটন করতে পাল্লেনা?" আপনাদের এরূপ নিন্দা শুনে কিকরে প্রাণ ধারণ কর্ব্ব বলুন দেখি? পতী নিন্দা শুনলে সতীর মহাপাতক হয়, কিন্তু সেই যদি নিন্দার কারণ হয়, তবে তার মৃত্যুই ভাল! যাহগ্ এখন আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন, যদি কালি ঐ অসৎ পুরুষকে উপযুক্ত শাসন না করেন, তবে আমি নিতান্তই এ জীবন ত্যাগ কর্ব।

ভীম। প্রিয়ে! পাণ্ডবলক্ষ্মী পাঞ্চালীর জীবন যে কুন্তীনন্দনদের

অমূল্যধন তা পুণ্যকর্ম্মা দেবগণও বিবেচনা করেছেন। প্রাণধন! তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেও যে কীচক জীবিত রয়েছে, এজন্য আমি আপনাকে ধিক্কার দিই। যাহ'ক, যদি কীচককে উপযুক্ত দণ্ডই দিতে হয়, তবে উপস্থিত অবস্থাতে এমত কোন উপায় উদ্ভাবন করাই বিহিত, যে আমাদের অর্থসাধন হয়, অথচ প্রকাশ আশঙ্কাও থাকে। কাল তুমি তাকে কোন নির্জন স্থানে আহ্বান ক'র, পরে আমি তথায় গিয়ে তার সঙ্গে উপযুক্ত আলাপ কর্ব্ব।

দ্রৌপ। এই পরামর্শই ভাল, এতে উভয় দিগ বজায় থাক্‌বে। কাল কীচক যখন সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে আস্‌বে সেই সময় আমি তাকে গোপনে বল্‌ব 'কীচক! যদি তুমি আজ রাত্র দুই প্রহরেরসময় একাকী আস্‌তে পার, তবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে' কিন্তু, নাথ! আপনি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে নারীবেশে তথায় অপেক্ষা কর্ব্বেন। এতে বোধ হয় ধর্ম্মরাজ অসন্তোষ হবেন না।

ভীম। হৃদয়েশ্বরি! ভীমসেন, 'প্রিয়তমা পাঞ্চালীর অনুরোধে দুরূহ ব্যাপারও সাধন করা কর্ত্তব্য' এইটীই জানেন। তুমি নিঃশঙ্কে কীচকের সহিত ঐ কাল নির্দ্দেশ ক'র। যাজ্ঞসেনীর কন্টক নাশনে ভীমসেন সদাই অগ্রশীল। প্রিয়ে! এখন তোমার এস্থানে অপেক্ষা করা নয়; এ কথা বলতে কুন্তীপুত্রের হৃদয় যে বিদীর্ণ হল?

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত! 'স্বামীগতপ্রাণ-কৃষ্ণাও নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ কচ্ছে। (নমস্কার পূর্ব্বক) এখন প্রাণপতির চরণে প্রণিপাত করে, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, যেন জন্ম জন্মান্তরে তাঁকে প্রাণেশ্বররূপে পাই।

ভীম। কুন্তিনন্দনদেরও এই কামনা যে তারা যেন চিরজন্ম কৃষ্ণাকে পত্নীরূপে লাভ করেন।

[ভীমসেন তদবস্থায় শয়ন এবং দ্রৌপদীর প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

(সুদেষ্ণার অন্তঃপুর)

দ্রৌপদী দণ্ডায়মান।

দ্রৌপ। স্বগতঃ। দুরন্ত নারকী এই পথেই আস্‌বে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাতে আন্তরিক ভাব গোপন করে তাকে ভ্রমে পতিত কর্ত্তে পারি, সেটি অভ্যাস করা আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ এবিষয় পরিজ্ঞাত হলে বোধ হয় অসন্তোষ হবেন না। (কীচককে অদূরে প্রবেশ কর্ত্তে দেখে) জগন্নাথ আমাকে রক্ষা কর।

(কীচকের প্রবেশ।)

কীচ। স্বগতঃ। আহা, যেন খোদিত নীলকান্তমণির প্রতিমূর্ত্তিখানি দাঁড়িয়ে আছেন। মৃত্যু সংখ্যা করেও এইটীকে লাভ কর্ত্তে হবে! দেখি, আজ এক বার আক্রমণ করে? (প্রকাশে) সৈরিন্ধ্রি। আমার মূল্য বুঝতে পেরেছ? কই তোমার গন্ধর্ব্বপতিগণত আমার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হলেন না? চপলে। আমি তোমাকে বারম্বার বলছি, কীচকের গ্রাস হতে মুক্ত কর্ব্বার কারো ক্ষমতা নাই। (পুঃ স্বগতঃ) এখন কিছু শীতল ভাব দেখ্‌চি না? হুঁ, তাইত বলি? যৌবনমদে উন্মত্তাবস্থার শেষ প্রতিকার হয়েছে, কি না? কিন্তু, এই সময় একবার প্রভাত মার্ত্তণ্ডের উপমার স্থান শ্রীমুখের যুবতীমোহন শোভাটা পরিস্কার করে দেখয়ে লই। [দ্রৌপদীর প্রতি ঈষৎ অবলোকন ও মস্তকাবনত।] না! হলো না, শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে যেন আমার চক্ষুর্দ্দাহ উপস্থিত হল?

দ্রৌপ। কীচক! আমি তোমার মূল্য বিলক্ষণ আলোচনা করে, স্থির করেছি, যে আমার তোমাকে সন্তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য; স্বামীগণ

অপেক্ষা আমায় তোমাকে প্রার্থনীয় করাই যুক্তিসিদ্ধ। আমি সবিশেষঃ বিবেচনা করে দেখ্‌লাম তোমাকে অসন্তুষ্ট করা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে।

কীচ। স্বগতঃ। কি সুমধুর বাক্য বিন্যাস, কিন্তু কেমন শীঘ্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে! তা হবেই না বা কেন? প্রেমনীতি শাস্ত্রবিশারদ মহাজনেরা যে সুপন্থাগুলি উদ্ভাবন করেছেন, সে সকল সূক্ষ্ম বিচার করে যথাক্রমে আশ্রয় কর্‌লে, প্রেমপথের কন্টক সতীত্ব শব্দটাকে সমূলে বিনাশ করা যায়। যাহগ, এখন ত্বরায় মিলনের উপায় বহির্গত করা আবশ্যক (প্রকাশে) প্রেমিকে! আচ্ছা, তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার জন্য আমি সহস্র প্রকারে অপরাধী হয়েছি যাচ্ছা, যদি আমাকে ত্বরায় প্রেমানল হতে মুক্ত কর, তা হলে আমি চিরকাল তোমার ক্রীত দাস হয়ে থাক্‌ব।

দীপ। স্বগতঃ। অধিক কথা কৈতেগেলে, মনের আন্তরিক ভাব প্রকাশ হবার সম্ভাবনা। সেনাপতে! আমি এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে পারি না; তুমি যদি আজ নিশা দুই প্রহরের সময়, একাকী রাজকুমারী উত্তরার নাট্যশালায় আস্‌তে পার, তা হলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

কীচ। স্বগতঃ। ওঃ কি আশ্চর্য্য! আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হল! কেন, এরূপ হওয়ার কারণ কি?, হাঁ, হলেও হতে পারে। দুঃখান্তে সুখের উদয় হয়েছে? হঠাৎ সম্পদ উপস্থিত হলে এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অন্ধকারের পর আলোক যেমন অসহ্য হয়, এও সেইরূপ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সিংহী আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রাস কর্‌তে, যেন কিছুকাল নিরস্তই আছে, এইরূপ বাহ্য ভাব দেখালে, আহার্য্য প্রাণীর মনের অবস্থা যেরূপ হওয়া সম্ভব আমার চিত্তও সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হল কেন? দূর হক্‌, ও ভুল বৃথা আলোচনা করে, কোন ফল নাই। (প্রকাশে) কোকিলকণ্ঠে। তুমি যদি পূর্ব্বেই স্বীকার হতে তা হলে যে, এতক্ষণ সুদেষ্ণাই

তোমার পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হত। সুখময়ি! তুমি আমাকে যা অনুমতি কর্‌বে আমি তাতেই সম্মত আছি, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যে আজ্‌ নিশ্চিৎ তোমার নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে আমি ঐ স্থানে গিয়া উপনীত হব। কিন্তু, তুমি যেন আর নির্দ্দয়া হয়ে আমাকে নৈরাশরূপ কালকূটে জর্জ্জরিত কর না। আহা, বুদ্ধিমতি! তোমার অপূর্ব্ব সুলক্ষণে অঙ্কিত শ্রীচরণপদ্মে আমার প্রণিপাত—

দ্রৌপ। স্বগতঃ। রে যুবাকুলকলঙ্ক! তুই আমরণ নীচু মস্তক থাক। (প্রকাশে।) বিরাটধার! আমি তোমার প্রতিজ্ঞা বাক্যের উপর নির্ভর করে নাট্যশালায় যাব, কিন্তু দেখ, যেন অরসিতা প্রকাশ কর না?

(প্রস্থান)

কীচ। (দ্রৌপদী পশ্চাৎ দেখিয়া) প্রাণপ্রিয়ে, কীচকমানস সরস-বিলাসিনি, আহা, গজেন্দ্রগামিনি, প্রাণধন, হৃদয়কান্তে, সুধামুখি, লাবণ্যময়ি, চন্দ্রবদনি, কীচক প্রেমার্থিনি! আজ্‌ আমার কি শুভ দিন্‌। আজ প্রাতে যার মুখ দর্শন করে গাত্রোত্থান করেছি, সে আমার আমরণ প্রিয়পাত্র হল, আমি এখনই তাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করি গিয়ে। অহো, কি আনন্দ, আজ সন্তোষ মৃগী মানস ভূমিতে যেন লম্ফ প্রদান কর্‌ছে।— আহা, স্থির চঞ্চলা সৈরিন্ধ্রি কেমন চতুরতার সহিত রসগর্ভ বাক্যে আমাকে প্রতিজ্ঞা-জালে বদ্ধ করে নিলেন? আর তারইবা দোষ কি? রসিক পুরুষের অগ্রগণ্য, সুচতুর কীচক পাশ বিস্তৃত করে রাখলে, এমৎ হরিণী কি জগতে আছে, যে তাতে বদ্ধ না হয়? এখন আমার সমূহ রসাভিজ্ঞ যুবাদলকে উপদেশ, যে, তারা প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হলে নৈরাশ না হন। স্থিরভাবাপন্ন গম্ভীর প্রকৃতির মনুষ্যই এজগতে অমৃত উপ-ভোগ করে থাকেন। নীতিশাস্ত্রেবলেছে, পুরুষ চেষ্টা কর্‌লে অবশ্যই

কার্য্য সকল কর্ত্তে পারেন। বিশেষঃ প্রথমতঃ তর্জ্জন করা, কামিনী মাত্রেরই স্বভাব। হা, হা, হা, এসকল অমূল্য শিক্ষা ত্রিজগতে কেহই বোধ হয় পান নাই, হা, হা, হা, ধন্য কীচক, ধন্য তোমার দূর দর্শন, শতধন্য তোমার নিত্য রঙ্গরণে উন্মত্ত কামদেব প্রতি অচলাভক্তি। (সংগীত) 'প্রেম সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। কীচক ভৃঙ্গ অলিরাজ মধুপানে ছুটিল।'

(প্রস্থান)

প্রথমগর্ভাঙ্ক।

(নাট্যশালা।)

অনতিদূরে ভীমসেন স্ত্রীবেশে আসীন।

কীচক মনোহরবেশে প্রবেশ।

কীচ। স্বগতঃ। আঃ মনে করেছিলাম নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই আস্‌ব, তা, গর্দ্দভ পরিচারকটাও আজ যেন প্রতিবাদী হল, আমি যত কামিনীমনহারী ললিত বেশ ভূষা আন্‌তে বলি সে অর্ব্বাচীনটা ততই যুদ্ধোপযোগী সজ্জাগুলই এনে দেয়। নিতান্ত বৃদ্ধ হয়েছে, তবু যদি প্রভুর মনোগত ভাব বিবেচনা করে, কখনই কার্য্য করতে পাল্লে। তাও যাহগ, সুসজ্জিত হতে কিছু অধিক সময় ব্যয় হল, বলে, ব্যস্ত হয়ে যেমন পুরী হতে বার হব, অমনি পশ্চাৎ হতে "একাকী অনবধানরূপে গমন কর্‌চ?" বলে বাধা দিলে, কে তার নিশ্চয় হলনা; বোধহয় ঐ নির্ব্বোধেরই কর্ম্ম; আজকার দিনে কারো মনঃপীড়া দিতে ইচ্ছা হল না তাই, নচেৎ এক চপেটাঘাতেই দুর্ম্মুখের মস্তক উড্ডীন সংডীন, প্রডডীন, হত।

জীব। (অদূরে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া সাবধান পূর্ব্বক উপবেশন।

কীচ। (না দেখিয়া) দূরহগ, সেসকল আলোচনার আবশ্যক নাই, এখন বিবিধ বিদ্যায় ভূষিতা আমার প্রিয়সীর সঙ্গে প্রথম দ্বিতীয় দেখি, নখরগুলা কিছু বেসি হয়েচে, তাহগ, চিকটাত ?—হা, হা, া, যাগ, তৃতীয় ইত্যাদি প্রেম রস উদ্বেলক সমালাপনের লেহ্য পদ্ধতি সকল যথাক্রমে যাতে আশ্রয় করতে পারি রতি দীক্ষা গুরু, ইষ্টদেব (নয়ত কি ?) সন্নিধানে সততঃ পরতঃ এই প্রার্থনা। গুরু-দেব, আর যেন আমায় নৈরাশ্যরূপ অনলে দহ্যমান হতে হয়না। প্রভো, মনে অত্যন্ত কষ্টই পেয়েছি ; আমি কাতরচিত্তে প্রার্থনা করি, যেন আমার কামনা পূর্ণ হয়, আমি চক্ষুরুন্মীলন মাত্রেই বহু-যন্ত্রণার পর লব্ধ আমার শশীমুখিকে যেন সম্মুখেই উপবিষ্ট দেখি ! ! (অগ্রসর হইয়া) কি চমৎকার ! কি আশ্চর্য্য, আমি কি জাগ্রতাবস্থায় সপ্ন দেখ্‌চি ? না, না, পরম পুরুষ কীচকের ইন্দ্রিয় গ্রামে ভ্রম হওয়া কোনমতেইত সম্ভব নয়, যা হক, গতোবারে যেমন কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে, এইবার, শ্রীগুরুদেব করুণ, যেন আমার বাক্যের প্রতি অক্ষরে রসপ্রবাহিনী উৎপত্তি করে।

য। (সক্রোধে নিশ্বাস পরিত্যাগ। এবং সতর্ক হইয়া উপবেশন)

কীচ। মানময়ি ! অভিমানিনি ! আমার উপর কোপের উদ্রেক হয়েছে ? আমি যদি অপরাধী হয়ে থাকি, তবে বিহিত বিধানে দণ্ডনীয় কর ; প্রাণপ্রিয়ে ! যদিই অনুগ্রহপূর্ব্বক, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেছ, যদিই দয়া পূর্ব্বক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, যদিই কৃপান্বিতা হয়ে আমার প্রতি করুণা কটাক্ষ (আঃ বাক্যে স্ফূর্ত্তি-ময়ী হয়ে বহির্গত হচ্চে নাত ?) করেছ, যদিই করুণা করে আমার প্রতি কটাক্ষ করেছ, যদিই আমার প্রেমে মগ্না হয়েছ, যদিই পরি-শ্রম স্বীকার করে এতদূর এসেছ, তবে এস হৃদয়ে মধ্যে স্থাপন করে সেটা বিরহ অনলে কেমন দগ্ধ হচ্চে, দেখাই প্রেমময়ি ! আমার আর অপেক্ষা সহ্য হয় না, একবারেই মানভঙ্গের শেষ উপায়

অবলম্বন কর্‌তে বাধ্য হলাম, (গাত্রহস্ত দিয়া, পরে চরণ ধারণ) আহা! সুন্দরি! এমন সুকোমল অঙ্গ কতক্ষণে বক্ষে ধারণ কর্ব্ব! অয়ি চন্দ্রবদনি! তোমার স্পর্শ সুখে আমার সর্ব্ব শরীর পর্য্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উৎসাহিত হয়েছে!

ভীম। (অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে) রসিকবর! স্পর্শ সুখ বিবেচনায় তোমারত অসম্ভব জ্ঞান? আহা, তোমার মত অশেষ রসের আকর পতি পাবার জন্য কোন কামিনী বাঞ্ছিত না হবেন। আমি আজ অবধি গন্ধর্ব্বস্বামীদিকে বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার ভজনা করব! কিন্তু, সেদিন বিনা অপরাধে তুমি কেন আমায় সভামধ্যে অপমান কল্লে? কীচক—

কীচ। প্রাণপ্রিয়ে! দয়াশীলে, কৃপাময়ি, আমার তাতে নিতান্ত নিষ্ঠুর, চণ্ডাল প্রায় প্রকৃতি প্রকাশ হয়েছে। হরিণ নয়নে, আমি মস্তক অবনত করে দিলাম, তুমি তাতে পদ্মতুল্য চরণের আঘাতকরে সুখি হও। (মস্তকাবনত পূর্ব্বক) মৃগাক্ষি! আমি তোমার চরণ রেণু শীষে—

ভীম। দুর্জ্জনের প্রতি ক্ষমা করাই অধর্ম্ম, পাপীব্যক্তির শাসনই ধর্ম্ম, (মস্তকে পদাঘাত এস্থলে মুষ্টাঘাতই সিদ্ধ। পরে উঠিয়া কীচককে ধারণ পূর্ব্বক) দুরাত্মন, কাল তোকে স্মরণ করেছে। এখন তার কাছে যেতে প্রস্তুত হও। (বাহুযুদ্ধ) স্বগতঃ। কুলকন্টককে এ গৃহ মধ্যে বিনাশ করা হবে না। [আকর্ষণ]

কীচ। কি সর্ব্বনাশ! এ কি? সৈরিন্ধ্রী নয়! মহাবীর কিচকের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হল একে? যাহগ্‌ উপেক্ষা করা নয়! (চীৎকার পূর্ব্বক) রে কালস্মৃত! তুমি যেই হও, আমার হস্তে পরিত্রাণ নাই! উভয়েআকর্ষণ (ও প্রঃ)

দ্রৌপ। (আত্মগতঃ) হৃষীকেশ! ধর্ম্ম জীবন! যদি আমি কখন অন্য পুরুষকে মনমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, যদি আমি যথার্থ সতী হই! তবে প্রাণনাথ মহাবাহুবৃকোদর অবশ্যই জয়ী হবেন।

বীরাগ্রগণ্য মহীপতিশ্রেষ্ঠ জরাসিন্ধু সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কালে যিনি অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীমান্ মধ্যম পাণ্ডবকে রক্ষা করেছেন, তিনিই তাঁকে পাষণ্ড কীচক হতে নির্ব্বিঘ্নে বিজয়ের সহিত পরিত্রাণ কর্ব্বেন। যিনি ধর্ম্মরক্ষা কারণ অবতার গ্রহণ করেছেন, নতিনি নিজ কার্য্য সাধনার্থেই আজ্ পাপনিরত দুরাত্মার সমুচিত শাস্তি দিবেন।

(নেপথ্যে গর্জ্জন।

কি আশ্চর্য্য! পাষণ্ড এখনো যমপুরী যায় নাই। ধর্ম্মের বল কি হীন হয়েছে? অবলার পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষণে কি দেবতারা পরাঙ্মুখ হয়েছেন? না, ইহা কদাচ সম্ভব নয়।

(নেপথ্যে ভীষণ গর্জ্জন ও মৃত্যুকালীনের হুঙ্কার)

দেব। তুমি এক হয়েও অসংখ্য জগতে অনন্ত প্রাণীকে নিত্য বিপদ হতে রক্ষা কচ্ছ! আমি যখন তোমার আশ্রয় পাবার জন্য রোদন কচ্ছি এই সময়েই হয়ত কত কোটি ২ প্রাণী বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার আশয়ে তোমার সুধাময় ক্রোড়ের দিকে ধাবিত হয়েছে।

(নেপথ্যে মৃত্যু অতি সন্নিকটের অনুরূপ কাতর ধ্বনি।)

আমি তোমার অমৃতপূর্ণ মঙ্গলময় নাম স্মরণ করে শ্রীমান্ ভীমসেনের জয় উচ্চারণ করি। ধর্ম্মসেতো! অসতের বল লাঘব কর! গোলোক নাথ! আমি যেন আমার সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণকান্তকে নির্ব্বিঘ্নে সমাগত দেখি।

(ভীমসেনের আগমন এবং দ্রৌপদীকে তদবস্থা দেখিয়া)

ভীম। (কুষ্মাণ্ডাকৃতি কীচকে পদাঘাৎ পূর্ব্বক, সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া।)

কৃষ্ণপ্রিয়সখি! হৃদয়কান্তে! পাণ্ডব শুভকামনা তৎপরে! সতীর কামনা ভগবান্ ভূত ভাবন অবশ্যই সিদ্ধ করেন। প্রিয়ে! এই দেখ! দুর্বৃত্ত কীচক কি দশা প্রাপ্ত হয়েছে। জীবিতেশ্বরি! তোমার প্রতি অত্যাচার করাতে পাপী কুষ্মাণ্ডাকৃতি ধারণ করেছে!

(কীচকের গলদেশ পদদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক) রে ক্রূর ! তুই কুন্তীপুত্র-দের প্রাণরত্ন অপহরণে মন করেছিলি তাই অগত্যা তোর এই গতি হল। চারুশীলে ! আমার আর এস্থানে অপেক্ষা করা নয়, তুমি ত্বরায় অন্তঃপুর মধ্যে গিয়ে সকলের নিকট এই কথা প্রচার কর, যে ' নারকী কীচক গন্ধর্ব্ব হস্তে হত হয়েছে ' ।

(প্রস্থান)

দ্রৌপ। (ভীমসেনের পশ্চাতে প্রেমপূর্ণ অবলোকন পূর্ব্বক) প্রাণ-নাথ, ভীমার্জ্জুন বর্ত্তমানে দ্রুপদরাজবালা যে কালস্বরূপ ধর্ম্ম-দ্বেষ্টার হাতে পীড়িত হয় ; এইটিই আশ্চর্য্য, (সম্মুখে কীচককে তদবস্থ দর্শনে) দুরাত্মন, আমি কিরূপ মহাসিংহের কেশরী তা অনুভব কল্লে ?(উত্তম রূপে দৃষ্টি করে) এর মস্তক প্রভৃতি ছিন্ন হয়েছে নাকি ? কি আশ্চর্য্য, মহাবাহু ভীমসেন প্রিয়ার পরিতোষ জন্য রুদ্রভাব ধারণ করেছিলেন সন্দেহ নাই। মৃতদেহের প্রতি অত্যাচারে বীরচূড়ামণি ভীমসেনের, সুমহৎ যশচন্দ্রে কলঙ্ক স্পর্শ কর্ত্তে পারে। (কিছুক্ষণ পরে) যাহউক, এখানে আর অপেক্ষা করা নয়। এখন পুরী মধ্যে এই বৃত্তান্ত ঘোষণা করা উচিৎ।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে। হে বিরাট অন্তঃপুরবাসিগণ , রাজকুমারী উত্তরার নাট্য-শালায় গিয়ে দেখ ; বলদর্পিত পাপী কীচক সৈরিন্ধ্রীর প্রতি অন্যায় ব্যাবহার করাতে কি দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়েছে,)

দুইজন দ্বারপালের প্রবেশ।

১ দ্বার। এ কোন চিল্লতাও হো, একুনা রাতমে হিঁয়াতো কই ন্যাহি রয়তা; কুছ বুটা কাম হুয়া ; মালুম হোতা। (সম্মুখে কীচককে তদবস্থ দেখিয়া) আরে, এ ক্যা হ্যায় রে, আরে, পাঁড়ে, এ কা রে ভাইয়া, হো, হো, হো, এ কা বখ্খুট হুয়ারে ভাই ?

২ দ্বার। (পদদ্বারা ঠেলিয়া) এ ক্যায়ারে,এ কি হ্যায়রে ? কুছ মহাপ্রা-ণীতো নেই হোগা ?—

(নেপথ্যে পুনঃ হে বিরাট অন্তঃপুর বাসীগণ, ইত্যাদি)

ঐ য়ো, কোন ক্যায়া বোলতা সুন তো।

১, দ্বার। আরে হাম হীঁয়া পাহারা লাগাই, তোম্ হামরা পাশ খাড়া রও, পাঁড়ে কাঁহা যাও মৎভাই, হাম ডরসে, বোল্‌তে ন্যাই লেকেন্, (দ্রৌপদীর প্রবেশ দেখিয়া) আহা, হা,এসুন্দরী ক্যাসে হিঁ আয়ারে ভাই ,পাঁড়ে, হাম্ তোম্ কোতো আগাড়ি বোলদিয়া, যো এ কাম কই দেওতা কি মহাপ্রাণীকা কাম। লেকেন এই চিজ্‌কা বাৎ কুছতো সমজাতা ন্যাই।

২, দ্বার। ঠিক বাৎ এতো দেবী হ্যায়, এসিকো পুছনেসে সব ঠিক হো যাগা। (দ্রৌপদীকে) এ মা, যশোদে, এসবাৎকা তোমরা কুছ মালুম হ্যায় ?

দ্রৌপ। দ্বারপাল ! তোমরা ত্বরায় কীচকের আলয়ে গিএ এই সংবাদ দেও, যে সেনাপতি গন্ধর্ব্ব হস্তে হত হয়েছে।

১, দ্বার। স্বগতঃ। আহা, কি সুন্দর বাণী। প্রকাশে। মায়ি ! তোম্ কি ঐ গন্ধর্ব্বকা রাণী হ্যায় ? আচ্ছা ২, হাম বুঝ্ লিয়া।

২, দ্বার। লেকেন কা সর্‌বনাশ হুয়া বুঝা ? আহা, সসুরা হিঁয়া কাকরণে আয়াথারে, আহাহা।

১, দ্বার। যো ওস্কা দিল্ যাণ্ডা। আবচলো,মায়িকা হুকম তামিল করি।

২, দ্বার। আলবাৎ। বন্দিকি, মায়ি বন্দিকি।

(উভয়ে প্রস্থান।

দ্রৌপ। আমার একাকী এখানে থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু কীচক পরিবারগণকে বিশেষঃ অবগত কর্ব্বার জন্য একবার আসা যাকৃ।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয়গর্ভাঙ্ক।

অন্যদিকক দিয়া কীচকে ভ্রাতৃগণের প্রবেশ।

১ম, ভ্রাতা। কি হে, গতিক কি? এ দ্বারপাল ব্যাটারা মিথ্যা বল্লে নাকি? না, আমার সম্মুখে অমূলক কথা উচ্চারণ কর্ত্তে কদাচ সাহস কর্ব্বেনা।

২য়। (দেখিয়া) ওহে, ভাই, এটা কিহে!!!

সকলে। তাইতো হে, কি ভয়ানক, এটা কি ভাল করে দেখ দেখি?

৩য়। (নিকটে আলোক লইয়া) এ, একি ব্যাপার! একি, একটা শব হস্ত পদ কিছুই নাই, কি পাপ, কি সর্ব্বনাশ, গন্ধর্ব্ব!—

১ম। স্থির হও, আমি পরীক্ষা করে দেখি (ভিতর হইতে মস্তক বহিষ্কৃত। পরে দ্বিতীয়দ্বারা পাদ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে বহিষ্করণ)

সকলে। একি ২, কি সর্ব্বনাশ, এত আমাদেরই সর্ব্বনাশ হয়েছে, দেখছি। ওহো হো, হা কীচক, হা ভ্রাত! তোমার এ দশা কে কল্লে ভাই হে, তোমার জন্য, তোমার অপেক্ষা করে, শত২ সুন্দরী যুবতী তোমার পুরী মধ্যে বসে আছে, ভাই তার তোমা ভিন্ন জানেনা। আহা হা! হায় কি হলো, হায় কি সর্ব্বনাশ হলো। ভাই, কি জন্যে এমন বিপদের স্থানে একাকী আসতে সাহস কল্লে, আমাদিগকে ইঙ্গিতে বল্লেনা কেন? আহা! শতহস্তীর বলধারী কীচককে আজ কে এ দুর্গতি কল্লে? কে আমাদের মস্তকমণি চুরি কল্লে? হায় ত, ভাই হে, কে আমাদের মস্তকে অকালে, অনবগতে বজ্রপাত কল্লে। (ইত্যাদি বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিল)

১। আহা, যে আমাদের এই ভয়ানক অমঙ্গল সাধন করেছে, গুরুদেব শুক্রাচার্য্য করুণ, তার মস্তকে যেন সর্ব্বদাই বজ্রপাত হয়। তার বক্ষে যেন অনবরত শেল শূল বর্ষণ হয়! কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ

বৃথা রোদন করে সময় নষ্ট কর্ল্লে কি হবে? এখন চল, সকলে আমাদের প্রধান অবলম্বন কীচকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কর্ত্তে গমন করি, পরে আগমন করিয়া যে আমাদের এই মহামতি জ্যেষ্ঠের মৃত্যু কারণ, তার সমুচিত শাস্তি বিধান কর্ব্বো।

অন্য সকলে। হাঁ! এই কথাই ভাল! কিন্তু যাহতে আমাদের এই সর্ব্বনাশ হয়েছে তাকে উপযুক্ত দণ্ড না দিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন কর্ব্ব না। এই আমাদের অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ, মিথ্যাদ্বেষ্টা কীচক মহাজনের সহোদরগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

১ ম। সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? সুরসিক সুপুরুষ কীচক-হন্তাকে আজ সূর্য্যোদয় না হতে হতে নিতান্তই সূর্য্যপুত্রের রাজ্যে পাঠাব। এখন এস ভাই সকল উপযুক্ত উৎসব সহিত বৃদ্ধ [বিরাটষষ্টি, মৎস্যরাজ্যের প্রধান অবলম্বন, দেব সকলের ভয়স্থান, আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সৎকার স্থানে লইয়া যাই।

[কীচককে সকলে হাহাকার করিতে২ বহন]

[অদূরে দ্রৌপদীর প্রবেশ]

১ ম ভিন্ন সকলে। আহা? হা! এ রমণী রত্নটা কে হে? এমন জগৎ-মোহিনী, সকল রূপের যেন আকরস্থান, তরুণীত এ পর্য্যন্ত কেহ কখন দেখি নাই। মরে যাই, মরে যাই! আহা কি চমৎকার সুঠামযুক্ত দেহখানি ভাই? ইনি কি গন্ধর্ব্বযোষিৎ, না কিন্নরী, না অপ্সরা? আহা, হা।

১ ম। ভাইসকল, আমার স্মরণ হচ্চে এই অশুভ সন্দেশবাহ দ্বারবানের বলেছিল "তথায় একটি দেবী আবির্ভাব হয়েছেন"। আরও এই২ রকম কি বল্লে তখন মনোযোগ করে শুনা হয় নাই। এ বা সেই হবে? — রস জিজ্ঞাসা করি; যদি উত্তর না দেন তা হলে যে কি কর্ত্তে হবে, সে বিষয়ে বোধ হয় রতিরঙ্গে বিশারদ সহোদর—আহা। স্বর্গীয়কীচক মহামতিরসহোদরগণকে শিক্ষা দিতে হবে না। [দ্রৌপদীর সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক] সুন্দরি! আমরা

আমরা যে এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ জালে পড়েছি তাতে তোমার সঙ্গে বিশেষঃ রূপে সদালাপে অক্ষম বল্লে ও ক্ষতি নাই কিন্তু তুমি কে? কোন্ বংশ উজ্জ্বল করেছ? কোন কুলকে দীপ্তিশালী করেছ? যদি অনুগ্রহ করে পরিচয় দেও, তাহলে আমরা শত ভ্রাতায় আবহমান কাল তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌ব। আর——

দ্রৌপ। কীচকানুজ! তোমার নম্রতায় আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি! কিন্তু উপস্থিতে তোমরা কি বিপদে পড়েছ বল, তবে অবশ্যই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।

১ম। স্বগতঃ। আহা হা! কথাগুলি শেষহতে বোধ হল যেন সপ্তসুর-পূরিত বীণাযন্ত্রটীর তার গুলি ছিন্ন হ'য়ে গেল! আহা হা! ক্ষণকাল আলাপ করেও কর্ণেন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করা গ্যাল্। [প্রকাশে।] শশীমুখি! আহা, নিষ্কলঙ্কচন্দ্রবদনা! আমাদের বিশেষঃ তেমন কিছু কি জানেন?—আর কীচকসহোদর মুখে ভিন্ন এমন সরস বাক্য—যাহগ্, আহা, আপনার বাক্যপদ্মমধু যদি কর্ণভৃঙ্গ দিয়েও পান কর্ত্তে পাই? তা যা হবার তাত হইছে তাত পুনরায় পাবার নয়? তবে কি না? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের—সে যাহাহক্।

দ্রৌপ। স্বগতঃ। পাপীর সঙ্গে সদালাপ নিষিদ্ধ। [প্রকাশে] তুমি আমার বৃত্তান্ত অবগত হবার জন্য চঞ্চল হয়েছ? তবে শুন। আমার নাম সৈরিন্ধ্রী। কোন বিশেষঃ কারণে বাধ্য হয়ে, মহাপাতকী কীচকের সহোদরা রাজ্ঞী সুদেষ্ণার কাছে দাসী ভাবে বাস কচ্ছি। তোমার অগ্রজ অসদভিসন্ধি করে আমাকে পাপে রত কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেন, এই জন্যতার আজ্, আমার গন্ধর্ব্ব পতি হস্তে এই দশা ঘটেছে। কীচকানুজ! আমি তোমাদিকে এই সমাচার দিবার জন্যই এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি।

১ম। কি বল্লে? তোমার গন্ধর্ব্বপতি হস্তে মহাবল পরাক্রান্ত দেবারি কীচক বিনষ্ট হয়েছেন?

দ্রৌপ। তোমরা, বোধ হয়, সে বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পেয়েছ?

অন্য এক জন। ওহে? উনি কত কথা কইচেন যে, দেখ, ভাই সকল, উনি অত্যন্ত আত্মসম্পার, আমাদের পশ্চাতে রাখ্‌তে ঐ দাদারমত আর দ্বিতীয় নাই। চল, অগ্রসর হওয়া যাগ্, ঐ যে আস্তে ২ আলাপ হচ্চে, গতিক বড় ভাল নয়।

[সকলে অগ্রসর]

অন্য এক জন। (অগ্রসর হইয়া) অপ্সরাবিনিন্দিনি! সুপুরুষ কীচকের ভাই সকলকে কি আজ্ঞা কচ্ছেন? আপ্‌নি বোধ হয় জানেন, যে তাঁরা সুন্দরীভামিনীর আদেশ পালনে সদাই উন্মুখ। আহা!—

১ম। ভাই সকল! এ কে যা দেখ্‌ছ, তা নয়। হোঃ! ——

সকলে। কেন ২ কি হয়েছে? (অন্যকে) কিহে, নৈরাশ হল না কি?

১ম। আর, নৈরাশ!!

সকলে। কেন ২, কি হয়েছে, বলনা?

এক জন, অন্যকে। ওহে আমাদিকে বা প্রতারণা কচ্ছে? না, না, গতিক ত ভাল নয়? আপ্‌না আপনি বলতা, অসরলতা, এ বড় ভয়ানক!

১ম। ভাই সকল। দেখ্‌ছ কি? ইনি মানবী নন!

কয়েক জন। আহা! তা তো নয়ই! সে আবার তুমি আমাদিকে শেখাবে?

অন্য কয়েক জন। তা তেই বা ক্ষতি কি? আমাদের কি " ঐ ভূত " বলে ভয় দেখাচেন নাকি? ওঃ! দেখেচ এক বার? উনি আমা দিকে দূর কর্ব্বার চেষ্টা করেছেন। উঁ! তা হলে? ——

১ম। ভাই সকল! ইনি রাক্ষসী, এঁ হতেই, হা!——

সকলে। তা হোগ্! রাক্ষসী, আছে, আমাদেরই আছে, তোমার কি? তোমার কি আমাদের সঙ্গে এরূপ কপট ব্যবহার ধর্ম্ম? ছি! জানি আমরা সুবুদ্ধিমন্ত, পক্ষপাতি শূন্য, ভ্রাতৃবৎসল, রাজনীতি বিশারদ, সুজন কীচক যখন আমাদিগকে ত্যাগ করে গেছেন, তখন আর আমাদের কিছুতে শ্রেয় নাই!

১ম। ভাই সকল! তোমরা আগে বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করে; পরে আমায় গঞ্জনা দিও।

সকলে। কি, তাই পরিস্কার করে বল না? নির্ম্মল ব্যবহারে আমরা মনুষ্যের পুরীষ দক্ষিণ হস্তে লতেও স্বীকার আছি। আর——

১ম। ভাই সকল! আমি তা বিলক্ষণ জানি; তবে কি জান? এই যে সম্মুখে বিদ্যাধরী নিন্দিতা, ষোড়শী দণ্ডায়মান আছেন; এঁ হতেই আমাদের——হা!!

[ভূতলে উপবেশন]

সকলে। কি, কি এঁ হতেই আমাদের কি! কি বল না? ভয় কি?

১ম। আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়েছে, ইনিই তার কারণ! হা! আর কি বল্‌বো! আমরা চুদিক্ হারালাম।

অন্য সকলে। য়্যাঁ? এ হতে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হল? কেমন করে, কি করে হল? এত নিতান্ত অসম্ভব! এমন সুকোমল, কৃশাঙ্গীর হৃদয়ে নিষ্ঠুর ভাব কেমন করে উদয় হল?

দ্রৌপ। কীচকানুজগণ! তোমরা আমার কথা শুন। কীচক প্রতারণা করে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হয়ে ছিল, তাই আজ আমারই গন্ধর্ব্বপতি হস্তে বিনষ্ট হয়েছে। তোমরা নিশ্চিত জেন, যেকেউ আমার প্রতি অসদভিপ্রায় কর্ব্বে, তার নিতান্তই আমার মহাবীর স্বামীগণ হস্তে এই রূপ শেষ দশা ঘট্‌বে।

কয়েক জন। কি, হে! বলে কি? এত ভয়ানক কথা, ভাই!

অন্য কয়েক জন। তুমি যে "স্বামীগণ" বল্লে, তা তোমার কটি?

দ্রৌপ। আমার পঞ্চস্বামী। তাঁরা পঞ্চভ্রাতায় একাত্ম হয়ে আমার পাণীগ্রহণ করেছেন।

কয়েক জন। হা! হা, হা! বলে কি হে? পাঁচটি স্বামী? কি বিপদ! আর কি বল্লে? কীচক ওর ধর্ম্ম নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল? আরে গেল যা! পঞ্চচারিণীর আবার ধর্ম্ম কি? হা, হা, হা।

অন্য কয়েক জন। তাইতো হে, এ রাক্ষসী বলে কি? এত রূপে

রাক্ষসীই বটে? কি ভয়ানক? — কিন্তু, ভাই, একেত ক্ষমা করা অধর্ম্ম। এস, সকলে একে সমুচিৎ শাস্তি দিয়ে, রাজাধিরাজ তুল্য কীচক ভ্রাতার সৎকারে উৎসব করি!

১ ম। ভাই সকল! তোমরা যা বল্‌ছ, আমার তাই মত, আর সেই বিষয়ই আমি এত ক্ষণ অনুধাবন কর্‌ছিলাম। আমার বিবেচনায় একে অন্যবিধ শাস্তি দেওা অপেক্ষা, এই রূপ করাই শ্রেয়, কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যেহেতু আমাদের দ্বিতীয় বিরাটাধিপতি, লোকনাথ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এর জন্যই প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন তেম্‌নি একে তাঁর সহমরণে পাঠান যাগ্‌।

কয়েক জন। উত্তম বুদ্ধি! এই পথ অবলম্বনই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এতে ধর্ম্ম আছে। আর পরকালে সহমৃত স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পর মিলিত হন, এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে কীচকেরও আনন্দের সীমা থাক্‌বে না।

অন্য। নিশ্চত,এই কথাই সুনিশ্চিত। তবে আর কাল বিলম্বে আবশ্যক নাই। এস,ধর রাক্ষসীকে.ধর প্রেতিনীকে.ধরবারবিলাসিনীকে?ওর আবার ধর্ম্ম? পাঁচ স্বামীর মন রাখেন,ওর আবার ধর্ম্ম! বন্ধন কর; এখনই বন্ধন কর। (এক জন অন্যকে ধাক্কা দিয়া) যাওত, ঐ রজ্জুটাই আনো ত—আন রজ্জু। আর অপেক্ষা সয় না! কি হে, এখনও আন্তে পার্‌লে না? (স্বয়ং দ্রুত গমন পূর্ব্বক) রজ্জু মুক্ত করিয়া) আঃ তুমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য! যাও! ছি! সময় বোধ হয় নাই, কোন কর্ম্মই উৎসাহের সঙ্গে কর্ত্তে জান্‌লেনা? (অন্যের প্রতি) দেখো, যেন পলায় না? যাচ্চি। (রজ্জু লইয়া গমন)

দ্রৌপ। স্বগতঃ দেবেশমোহিনী মহাদেবী চামুণ্ডা, শুম্ভযুদ্ধে ক্লিষ্ট হন, ভীতা হন নাই। তিনি তখন ইষ্টদেব স্বামির স্মরণ লয়ে ছিলেন। আমারও অবশেষে সেই পথ অবলম্বনই বিধি। এরা ঘোরপাপী, নাস্তিক কাতর হলে অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যবহারে উৎসাহিত হবে, সন্দেহ নাই।

কীচকানুজগণ। (রজ্জু দ্বারা দ্রৌপদীকে বন্ধন) হুঁ, রাক্ষসি, গন্ধর্ব্ব উপপত্নি, এই বার, এইবার তোমার গন্ধর্ব্বপতি, উপপতি তস্য উপপতি সকলকে স্মরণ কর! [অন্যকে] আচ্ছা করে, দেখও সাবধান, যেন কোন মতে, উ মুক্ত হবে? উঃ।

কয়েক জন। একে মহাবীর কীচকের সঙ্গেই বন্ধন করে লওয়া উচিৎ; আহা, রাক্ষসরঙ্গিনী কি সামান্য সর্ব্বনাশটা করেছে? হায় ও কি বলব? দেখ্‌তে একটু ভাল; উঁ! (তরবারি প্রদর্শন)

অন্য সকলে। তা নয় ত কি? এত কর্ত্তেই হবে।

দ্রৌপ। স্বগতঃ। ধর্ম্মের জন্য যিনি প্রাণ ত্যাগে কুণ্ঠিত না হন, ধর্ম্মই তাকে রক্ষা করেন।

সকলে। (স্কন্ধে লইয়া দ্রৌপদীর প্রতি তর্জ্জন পূর্ব্বক।) এইবার তোমার যে যে খানে আছে স্মরণ কর [অন্যকে] ওঃ উনি মনে করেছিলেন আমরা গন্ধর্ব্বের নামে ভয় পাব। হুঁ!

দ্রৌপ। দুর্জ্জনেরা নিতান্তই তবে আমার বিনাশে দৃঢ়মানস হয়েছে। এই সময় ধর্ম্মরাজ শিক্ষিত পাঁচটি সঙ্কেতনাম স্মরণ করি। অবশ্যই আমার কাতরোক্তি তাঁদের মধ্যে কারও কর্ণগোচর হবে। প্রকাশে। জয়, বিজয়, জয়ন্ত, জয়ৎসেন, জয়ৎবল্লভ! হে জয় ইঃ।

কীচকানুজ। ঐ হ, পতি উপপতিদের নাম স্মরণ হচ্চে?

অন্যএক জন। হলোত বড় ভয়? চল চল। (প্রস্থান)

(ভীমসেন বেগে প্রবেশ)

ভীম। (আত্মগতঃ) এ কি? পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব ধন, চিরদুঃখিনী ভীম-প্রাণ যাজ্ঞসেনীর ন্যায়, পঞ্চমপুরিত মধুর কিন্তু কাতরতাপ্রকাশক স্বরে, কে আমাদিকে স্মরণ কচ্চে? ঐরূপ বীণানিন্দিত, আমাদের দুঃখকালে জীবন দায়ক, সুস্বর তাঁর ভিন্ন অন্য কারো হওয়াত সম্ভব নয়। (সক্রোধে—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে) কে এমন নির্দ্দয়, নরাধম, পাপাত্মা, কালস্মৃত আমাদের প্রাণধনকে পীড়নে উৎসাহিত হয়েছে? কার স্কন্ধে দুটী মস্তক উৎপত্তি হল?

(নেপথ্যে জয়বিজয় ইত্যাদি) অহো! নিশ্চিতই তাই। কে আবার অজাগর মস্তকমণি চুরি কর্ত্তে উদ্যত হল? সতীস্ত্রী পীড়িত হলে স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়, দুর্জ্জনেরা জানে না? এখন, কি করি, কোন্ দিক্ হতে এই শব্দ আসচে?

(নেপথ্যে পুঃ) এই নিশ্চিত! (প্রকাশে) প্রিয়ে, ভয় নাই এই আমি আগত। জীবিতেশ্বরি, নির্ভয় হও। (সম্মুখে প্রাচীর দর্শনে) কুলরমণী, সাধ্বী স্ত্রী উদ্ধারে, এ সামান্য প্রতিবন্ধক—

(প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে কোলাহল, চীৎকার। মহাকোলাহল, ভীষণ চীৎকার)

একজন কীচকানুজ। (বেগে প্রবেশ।) কি সর্ব্বনাশ, বাপ্‌রে, কোথা পালাব? কে মার্‌চে, কে যুদ্ধ কচ্চে দেখ্‌তেও পেলাম না? বাপ্‌রে! কেবল চপেটাঘাৎ মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ! কি আশ্চর্য্য, ভৌতিক দেহ গন্ধর্ব্বই ত বটে! কি ভয়ানক, কি কুক্ষণেই বাটি হতে বাহির হয়েছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে পালিয়ে এসেছি, নাহলে কি রক্ষা আছে? উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার! (পশ্চাতে অবলোকন) কি সর্ব্বনাশ, আবার বুঝি এই দিকে আস্‌ছে? কি হলো গো, কোথা পালাব গো!! আহা প্রেয়সি! তোমার ক্রোড়ে শুয়েছিলাম, কেন মর্ত্তে এলাম? (পুঃ অবলোকন) ঐ যে এল গো! বাপ্‌রে কোথা যাবগো! আপাতক এই খানে লুকিয়ে থাকি। কি হবে গো, মা, প্রিয়ে! কোথা যাব গো? কেমন করে—

ভীম। (বেগে প্রবেশ)। কুলকলঙ্ক! কুলকামিনীর প্রতি অত্যাচরে লজ্জা। ভয় হয় না? তখন স্মরণ কর নাই, সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব্বপতি আছেন?

কীচকানুজ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি গো, আমি কীচকের কোন পুরুষের কেউ নয় গো, ওগো, আমি তোমার সৈরিন্ধ্রীকে কিছু বলি নাই। ওদের সব্বাইকে তুমি মেরে ফেল, যে যেখানে লুক্কয়েছে সব দেখ্‌য়ে দিচ্ছি—হে গন্ধর্ব্ব, আমি তোমার শরণাপন্ন, আমাকে

রক্ষা কর। আমি আমরণ গন্ধর্ব্বের দাস হয়ে থাক্‌বো। হে গন্ধর্ব্ব-প্রধান! শরণাকে রক্ষা কল্লে বিশেষঃ ধর্ম্ম আছে. ওগো আজ্‌কের দিন্‌টি নাহয় আমায় রক্ষা কর. আমি সৈরিন্ধ্রিকে 'মা' না---

ভীম। নরাধাম, যুদ্ধস্থলে শরণাদীন ব্যক্তিকেও শাসন করা আমার ব্রত। তোমরা মহাপাতকী,তোমাদের নিপাত করাই আমার ধর্ম্ম।

কীচকানুজ। ওগো,আমি আর কখন পাপ করবোনা। আমি সৈরিন্ধ্রী মা, সৈরিন্ধ্রী, মা, বল্‌ছি বল্‌ছি---

ভীক। নারকি, কালের সম্মুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত হও। (মুষ্টাঘাত) এমন পাপিষ্ঠকে মার্জ্জনা করাই অধর্ম্ম।

কীচকানুজ। হুঁগ্‌, হুঁগ্‌! (ভূতলে পতন ও মৃত্যু)

(নেপথ্যে) ওরে পলারে, ভাই সকল, পলাও ২. হায় ৩. কি হল, এই ছিল কোথা গেল? আবার যদি এসে পড়ে।পলাও ২।

ভীম। দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যে কাকেও জীবিত রাখা হবেনা। কণ্টকবৃক্ষ সমূলে উৎপাটনই বিধি। —(সচকিতে) কি আশ্চর্য্য, বৃথা যুদ্ধে মত্ত হয়ে জীবিতেশ্বরীকে মুক্ত কর্ত্তে বিস্মরণ রয়েছি?

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে) ঐরে ২, আবার এসেছে রে. উঃ ঃ ঃ বাপ্‌। আমি নয় গো! ইত্যাদি। কোলাহল চীৎকার মহাকোলাহল, মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতরধ্বনি ইত্যাদি। কিছুক্ষণপর সকল নিস্তব্ধ এবং দ্রৌপদীর হস্ত ধারণ করিয়া ——— ভীমসেন প্রবেশ।

ভীম। কার সাধ্য পীড়িবে তোমায়, রাজলক্ষ্মী
ভারতের, তুমি, ভীমপ্রাণ, পার্থনিধি?
হরিবে কেইবা ধর্ম্মরাজ প্রণয়িণী,
কার আছে ধর্ম্মরাজে অবহেলা এত?
আরও বলি, জীবন আমার, মণি কি
সাজেলো বিনা মহাসর্প ফুণ্ড ভীর

মস্তক ? নারায়ণ হৃদি বিনা শোভে কি,
কৌস্তুভরত্ন কোথায় ? বিনাভৃঙ্গ পদ্ম-
মধু পায় কি লো কীটে ? ক্ষম, প্রাণ, আর
কিছুদিন। নিপাত যাইবে তব সব
শত্রুদল, বিপক্ষ ভামিনীরা, কাঁদিবে,
ভোগিবে দুঃখ শত অধিকতরে : নিত্য এ
কামনা, তপস্যা মম শুন প্রাণধন।

দ্রৌপ। নমস্কারী, হে কৃষ্ণাপ্রাণ, কৃষ্ণা তোমার
চরণে, যাঞ্চেছে এই আশীর্ব্বাদ, যেন
সাধ্বী যে অবলা কুল, জন্ম জন্মান্তরে
পায়গো শ্রীমান ভীমসেন সম পতি ?
বীর চূড়ামনি পাঞ্চালীনাথ থাকিতে
বর্ত্তমান পাঞ্চালীর দুঃখ সম্ভবে কি ?
বৈদেহী শত দুঃখ ভোগী, হে প্রাণনাথ.
লঙ্কাপুরে যবে পাইলেন শ্রীরামের
চরণ করিতে পূজন : হয়েছিল তাঁর
আনন্দ যত তাহতে অধিক, আজ
প্লাবিত হৃদয় মোর আনন্দে। অক্ষম
যদ্যপি, নাথ, হইলেক দাসী, দর্শাতে
বর্ণিতে, অন্তর সুখ অপার অবাচ্য,
উদার গুণেতে নিজ ক্ষম সেই দোষ।
নমে নাথ, দাসী পুনঃ পুনঃ শ্রীচরণে।

ভীম [দ্রৌপদীকে ধারণ পূর্ব্বক)

অক্ষয় অমূল্য নিধি পাণ্ডবের তুমি
সম্পত্তি প্রধান, রাজলক্ষ্মী প্রাণধন ;
মহৎ কর্ত্তব্য বিপদে করিয়া উদ্ধার

তোমায়, সাধি মোরা। পাণ্ডব জীবন,
জীবিত আমরা তোমার জীবনে। প্রাণ,
বাঁচে কিরে কভু হারা হয়ে ফণি, মণি?
নৃপস্থিত কোথা হয়েছে কাতর তারিতে
রাজলক্ষ্মী? বিমল আনন্দ, প্রিয়ে, আজ
লভিয়াছি সমূলে কণ্টক উৎপাটন
করিয়া তোমার। এস, হৃদি বিহারিণি,
সমাদরে করি আলিঙ্গন। (হস্তধারণ)
তব পরশের সুখে হৃদয় রতন।
পূরিল অমৃতরসে হৃদয় আমার।
মরি, প্রিয়ে কত সুধা ও চন্দ্র আননে,
করিতে জীবন দান বিপদে সঙ্কটে
দুঃখ পাণ্ডবের তরে রেখেছ যতনেতে।
এমন অমূল্য রত্ন লভি কে না মানে
এভারত ভূমে, ধন্য বলে আপনারে?
কে বা নপুংসক ভুবনে আছয়ে হেন,
তোমাসম ধনে যেই করিতে উদ্ধার
প্রাণ দিতে হইবে কাতর? শতধন্য
প্রিয়ে, অতুলনরূপে অনুপম গুণে
দেবতা মানব স্থানে পাইতেছ তুমি;
ধন্য হইয়াছি মোরা লভিয়া তোমায়।
মনে কি হয়, প্রাণ রতন, যুঝিলাম
অগম সাহসে, যবে, লক্ষ নৃপবর
সনে যত বার হেরিলাম তব (এই)
মুখশশীপানে, যেন চকোরের প্রায়
সুধাপানে মত্ত হয়ে, প্রতিক্ষণে নব
বল পাইনু মনেতে: "লভিব এমন

ধন নয় যাবে, প্রাণ, কিক্ষতি তাহায়?
এইত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইল তখন॥
তাইবলি, প্রাণধন, তব শত্রু নাশি
মোরা সে ত তব বলে; তোমার নিকটে
তেঁই রহিয়াছি বাঁধা জীবনের তরে।
বৃকোদরপ্রাণ! লইতে বিদায় বাধ্য
হলাম এক্ষণে, সুখে থাক কিছুদিন
আর, মৎস অন্তঃপুরে! হৃদয়ের ধনে
ধরিতে হৃদয়ে তবে পাব অবসর।
প্রিয়ে, পাণ্ডবরতন, আসি আমি তবে?

দ্রৌপ। পাঞ্চালী জীবন, সকলি সম্ভবে, নাথ!
দেশকাল মতে। অনুগত দাসী স্থানে
হয়েছ যে তুমি বিদায় লইতে ব্যস্ত
এতে হইলে অসুখী মোর হইবে
অধর্ম্ম—সেই ভয়ে প্রাণের ঈশ্বর
হইলাম ক্ষান্ত বিসর্জ্জিতে অশ্রুজল
ও পদ যুগলে। দাসী পুনঃ আলিঙ্গয়ে
শ্রীচরণ! পালনে প্রভু আদেশ, কভু
উচিত নাহয় দাসীর অপেক্ষিতে।
কেমনে, কিন্তু, কহিলে, নাথ, থাক সুখে
সুদেষ্ণা আলয়? কত যে বিরহ জ্বালা
সহিতেছে দাসী, অভাগিনী, তাকি হলে
বিস্মরণ? প্রাণনাথ, বিষম বিরহ
দাহ কুল বধু কতই সহিবে আর?

ভীম। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক)
নাহলে বাধ্য নিতান্ত, মানময়ি, ভৃঙ্গ
কি কখন দেয় অবসর পদ্মিনীরে?

বৃকোদর সময় থাকিতে কবে হয়
পানেতে বিরত ওই মুখ মধু? কিছু
কাল দুঃখিনী দশায় কাটাইতে দিন
হয়েছে তোমায়। সহস্র ধিক্কার আমি
দিই বাহু বলে সে কারণ। পতি দুঃখে
দুঃখী তোমাসম কে বা আছে এইকালে,
এভারত ভূমে? স্মরিতে সে সব কথা
বিদীর্ণ হইল ভীমসেন বক্ষ আজ।
যত দুঃখ, যত ক্লেশ হইল তোমার
পাইলে, হে প্রাণ, পাণ্ডব কারণ। মম
এ প্রতিজ্ঞা, এ হতে সহস্র রূপে সুখী,
আনন্দিনী করিব তোমায়। তোমার
বিজয় বারতা, করহ ঘোষণা, যাও
এবে রাজপুরী মধ্যে। অতি অল্পকাল
পরে সুখে হইবে মিলন: অদ্যচিৎ
এই স্থানে অপেক্ষিত আর।—আসি তবে?

প্রস্থান]

[ভীম পশ্চাতে প্রেমপূর্ণ অবলোকন।]
বিনা পতিবাস সুখ, অযোনিসম্ভবা
যাজ্ঞসেনী আশে না যে কিছু ভারতের;
সতীর দুর্লভ রতন পতী। পবিত্র,
পরম সুখ পায় যদি দাসী, কেনই
বা সুখী আনন্দিনী না হইবে সে?—
[পুঃ অবলোকন পূর্ব্বক।
পূজে যে চরণ দ্রুপদ কুমারী, কৃষ্ণা
পবিত্র হইত হৃদে, বাড়িত্যে অঙ্কুশ

সে পদে, কেন বা সে, না হবে মুচ্ছিত?
জীবন ধরে কেমনে তাইত আশ্চর্য্য?

[পুঃ লোখিরা।]

দুখিনীরে আশা দিয়া চলি গেলা নাথ?
পান করি সুধাসম সেই বাক্য, আহা!
কৃষ্ণপ্রিয়সখী করে জীবন ধারণ!
পাইনু যত আনন্দ পতি পদে নমী,
বুঝিবে কে সে, দেখ কুন্তীসুত বিনা?
আহা! কতই দুঃসহ জ্বালা অগ্নিদাহ
বিরহের সহে কুল বধূ, বিনা পতি
উপযুক্ত অন্যে কি বুঝিবে? প্রাণনাথ,
পুনঃ উদ্দেশ্যে নমিলা দাসী যাজ্ঞসেনী,
পতির চরণে ইষ্টদেব তার।—কিন্তু,
এ কু স্থানে থাকা আর না হয় উচিৎ।
কহি গিয়া, পতি উপদেশ মতে যাই,
রাজবালাবর্গে। এবে হাসে কিবা কাঁদে
দেখিব তাই?———

(সহাস্য মুখে প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্তঃ।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্যবান। মহারাজ! ঋষিকুমারগণের সহিত বন মধ্যে ফলান্বেষণে [illegible] করিয়া ছিলাম এক্ষণে আমি উপস্থিত কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

রাজা। বৎস! আমরা অতি নিষ্ঠুর, যে তোমার কুসুম সুকুমার বপু দ্বারা সমধিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে রাজতনয় ও রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বনবাসিগণের সহিত বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও গিরিনদীর কষায় জল পান ও একাকী অসহায় হইয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করত যৌবন কাল অতিক্রমণ করিতেছ ইহাও আমাদিগকে সহ্য করিতে হইল।

সত্যবান। পিতঃ! এই অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব্ব বিষয় জগদীশ্বরের স্বেচ্ছাভিন্ন কদাচ ঘটনা হইবার নহে। অতএব ঈশ্বরের স্বেচ্ছাধীন বিষয় কখনই উল্লঙ্ঘনীয় নহে পিতা ইহাতে আপনাদিগের দোষ কদাচ অপেক্ষিত হয় না, এক্ষণে এই সকল সুপক্ব ফল ভক্ষণ করত শ্রান্তি দূর করুন।

রাজ্ঞী। বৎস! মহারাজ অত্যন্ত পিপাসান্বিত হইয়াছেন; অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ জল প্রদান কর।

সত্যবান। জননি! এ স্থানের পার্ব্বতীয় জল অতি কষায় অনতি দূরে বনমধ্যে একটি উত্তম সরোবর আছে, তথা হইতে এই পত্র সম্পুটে সুমিষ্ট পানীয় জল